www.murchona.com

Nut Boltu by Md. Jafar Iqbal

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

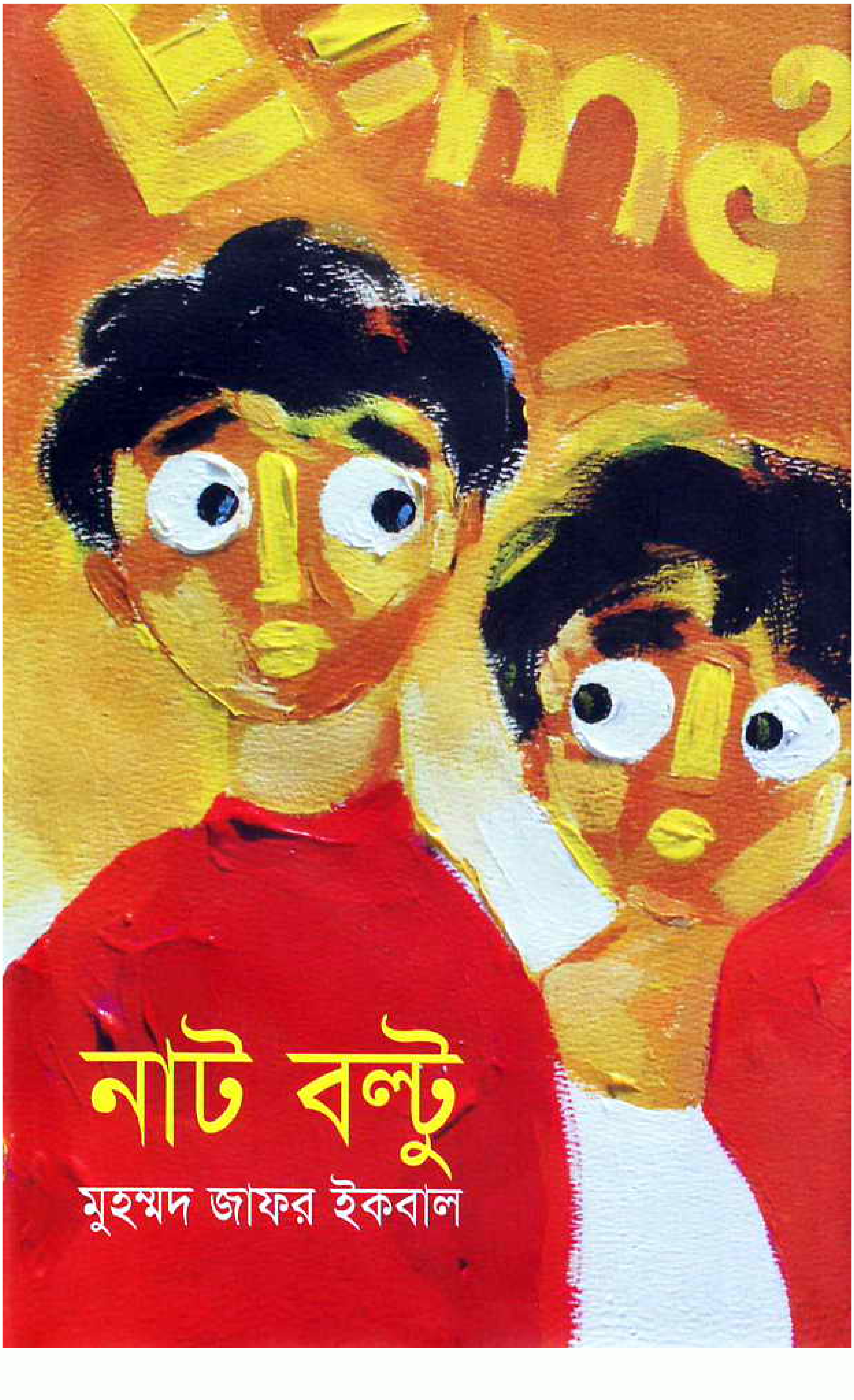
নাট বল্টু
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পৃথিবীর নানা রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে যে শুধু তার বাবা-মাকে প্রশ্ন করে আর হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখে সেটা সত্যি নয়, সে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো অনেক পড়াশোনা করে। মা তাকে গল্প শোনালে সে চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে গল্প শোনে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে এক সময় রিতুর রসদ ফুরিয়ে গেল। তখন সে বল্টুকে বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতে শুরু করল, আর সেটাই হলো সর্বনাশ। বইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্পটা শুনতে শুনতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু পড়া শিখে গেল, সে কোনো অক্ষর চেনে না কিন্তু পড়তে পারে। এর থেকে বিচিত্র ব্যাপার আর কী হতে পারে?

বল্টুর সব সময়ের সঙ্গী নাটু কখনো রাগে না। তার ভেতর রাগ ক্রোধ-হিংসা এসব কিছু নেই। ছয় বছরের এই ছোটখাটো মানুষটা পুরোপুরি একজন দার্শনিক। যদি ছোট বাচ্চাদের দাড়ি গজানোর উপায় থাকত, তাহলে দেখা যেত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নাটুর লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি। নাটুর পাকা দাড়ি নেই সত্যি, কিন্তু তার কথাবার্তা-ভাবভঙ্গি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এই দুই ক্ষুদে বিজ্ঞানী আর দার্শনিককে নিয়ে নানা বিস্ময়কর ঘটনায় সাজানো মজার উপন্যাস 'নাটবল্টু'।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

১. বল্টু নামের বৈজ্ঞানিক

বল্টু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল। চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা অল্প খোলা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট বুকটা ওপরে উঠছে আর নিচে নামছে। মাথায় পাখির বাসার মতো রুক্ষ চুল, কপালের ওপর একগোছা নেমে

www.MurchOna.com

এসেছে। রিতু কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে বল্টুর মুখটা একনজর দেখে রাজুকে ডাকল, বলল, "রাজু, দেখে যাও।"

রাজু টেবিলে একটা মোটা বইয়ের ওপর ঝুঁকে বসেছিল, মুখ তুলে বলল, "কী দেখে যাব?"

"তোমার ছেলের মুখটা একবার দেখে যাও।"

রাজু মোটা বইটা টেবিলে উপুড় করে রেখে উঠে এসে রিতুর পাশে দাঁড়াল, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী দেখব?"

"মুখটা কত নিষ্পাপ, দেখেছ?"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল "ছোট বাচ্চারা যখন ঘুমায় তখন তাদের মুখ সব সময় এ রকম নিষ্পাপ হয়।"

রিতু মুখটা শক্ত করে বলল, "এই মুখ দেখে কেউ বলতে পারবে, আজকে দুপুরবেলা সে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল?"

"বলা কঠিন।"

"কেউ কি বলতে পারবে যে সে ফ্রিজের ভেতর একটা ইঁদুরের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছিল?"

রাজু মাথা নাড়ল; বলল, "উঁহুঁ।"

"কেউ বলতে পারবে, নতুন সিডি প্লেয়ারটাতে একটা গান শোনার আগেই সে সেটা টুকরা টুকরা করে ফেলেছে?"

রাজু তখন তার ছেলের পক্ষে একটু সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল, বলল, "ঠিক টুকরা টুকরা না ..."

রিতু ঝটকা মেরে রাজুকে থামিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলল, "সব তোমার জন্যে।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "আমার জন্যে! আমি কী করেছি?"

"তুমি বল্টুকে লাই দিয়ে দিয়ে এ রকম করেছ।"

"আমি মোটেও লাই দেই নাই। তোমার ছেলে জন্ম থেকে এ রকম। সত্যি কথা বলতে কি, জন্মের আগে থেকে এ রকম ..."

রিতু ভুরু কুঁচকে বলল, "মানে?"

"মনে নাই, যখন তোমার পেটের ভেতর ছিল তখন সে কী রকম ঢুসঢাস মারত? ডাক্তার বলল, চৌদ্দ তারিখ ডেট, সে দুই সপ্তাহ আগেই হাজির! সবাই মাথাটা নিচে দিয়ে বের হয়, সে ঠিক করল ঠ্যাং দুটো আগে বের করবে—কী ঝামেলা ..."

রিতু মুখ শক্ত করে বলল, "সব তোমার জন্যে। তোমার ক্রোমোজম। তোমার জিনস ..."

"আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? আমি কি সবগুলো ক্রোমোজম দিয়েছি? তেইশটা আমার, তেইশটা তোমার। মনে হয়, তোমার জিনস থেকে পেয়েছে।"

"মোটেই না।" রিতু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে থেমে গেল। বল্টুর পকেটের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল, কাঁপা গলায় বলল, "বল্টুর পকেটে কী?"

"কী?"

"কী যেন একটা নড়ছে। ইয়া মাবুদ ..."

রাজু ঝুঁকে পড়ে বল্টুর পকেটে হাত দিল। পিছলে তেলতেলে কী একটা জিনিস হাত গলে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে কোনোভাবে টেনে সেটাকে বের করে আনল—মোটামুটি নাদুসনুদুস একটা কোলা ব্যাঙ। রিতু একটা চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে গেল। কোনোমতে বলল, "ফেলো, ছুড়ে ফেলো, ছুড়ে ফেলো এক্ষুণি।"

রাজু ইতস্তত করে বলল, "ছুড়ে ফেলব? সকালে উঠে যদি খুঁজে না পায়, আবার না কিছু একটা ঝামেলা করে!"

রিতু আর নিজেকে সামলাতে পারল না, চিৎকার করে বলল, "ছুড়ে ফেলো বলছি। ছুড়ে ফেলো!"

রাজু জানালার কাছে গিয়ে ব্যাঙটাকে বাইরে ছুড়ে দেয়, ব্যাঙটা ঘুরতে ঘুরতে থপ করে গিয়ে নিচে কোথাও পড়ল।

রিতু নাক-মুখ কুঁচকে একবার বল্টুর দিকে, আরেকবার রাজুর দিকে তাকাল, তারপর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "সবার সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা হয়, আর আমার কপাল এ রকম কেন! আমার এ রকম একটা পাগলা বাচ্চা হলো কেন?"

রিতুকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে রাজু বলল, "তোমার বাচ্চা মোটেও পাগলা না। তোমার বাচ্চা একটু ছটফটে, কৌতূহল একটু বেশি—তোমার বাচ্চা ..."

রিতু ঝাটকা মেরে বলল, "মাত্র আট বছর বয়সে ব্যাঙ নিয়ে ঘুমায়। যখন আঠারো বছর বয়স হবে তখন কী নিয়ে ঘুমাবে? মহিষ?"

রাজু বলল, "আ-হা-হা, মহিষ নিয়ে কেন ঘুমাবে! দেখবে, একটু বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রিতু মাথা ঝাঁকিয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে বলল, "কাঁচকলা ঠিক হবে।"

রিতুর গলার স্বরে বল্টু একটু নড়েচড়ে উঠে বিড়বিড় করে পাশ ফিরে শোয়।

ঠিক এই সময় বল্টু একটা স্বপ্ন দেখছিল। সারা দিন সে নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, রাতে ঘুমানোর সময় সে সেসব নিয়ে স্বপ্ন দেখে। আজকে সারা দিন সে একটা ব্যাঙ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই তার স্বপ্নটা ছিল ব্যাঙ নিয়ে। সে দেখল, হাতে একটা বড় কোলা ব্যাঙ নিয়ে আইনস্টাইনের সাথে কথা বলছে। আইনস্টাইন তাকে জিজ্ঞেস করছেন, "বল্টু, তোমার হাতে এটা কী?"

বল্টু বলল, "একটা ব্যাঙ, আংকেল।"

বল্টু ভেবেছিল, আইনস্টাইন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কেন সে হাতে একটা ব্যাঙ ধরে রেখেছে—কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করলেন না, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "গুড। ভেরি গুড।"

"মশারি আমার ভালো লাগে না। সেই জন্যে ঠিক করেছি ব্যাঙটাকে বিছানার ওপর ছেড়ে দেব। রাতে মশা ধরে ধরে খাবে, আমার আর মশারি লাগবে না।"

বল্টুর কথা শুনে আইনস্টাইন খুব খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "ভেরি গুড আইডিয়া। ফার্স্ট ক্লাস।"

ঠিক এই সময় বল্টু দেখল, তার আম্মু একটা হাতপাখা উল্টো করে ধরে তার দিকে ছুটে আসছে, নিশানা মোটেও ভালো নয়! বল্টু তখন আইনস্টাইনের পিছনে লুকিয়ে বলল, "আংকেল, আপনি আম্মুকে একটু বুঝিয়ে বলেন না, প্লিজ! প্লিজ!"

আইনস্টাইন আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক হয়ে যাবে! সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আম্মু পাখার ডাঁটিটা ওপরে তুলে বলল, "কাঁচকলা ঠিক হবে।"

এ রকম সময়ে স্বপ্নটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আইনস্টাইনের জায়গায় কোথা থেকে একটা বিশাল যন্ত্র হাজির হলো। সেটা ঝিকঝিক করে শব্দ করে নড়তে থাকে। ব্যাঙটা পুরোপুরি মানুষের গলায় কথা বলতে থাকে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, আর আম্মু একটা দুধের গ্লাস নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। সব মিলিয়ে একেবারে উল্টাপাল্টা ব্যাপার। স্বপ্ন দেখার সময় কিন্তু কোনো কিছুকেই উল্টাপাল্টা মনে হয় না, সবকিছুকেই মনে হয় সত্যি। বল্টুর মনে হলো, তার আম্মু তাকে ধরে ফেলে যন্ত্রের হাতে তুলে দিয়েছে। যন্ত্রটা তাকে ঝাঁকাচ্ছে, নাড়াচ্ছে, ওপরে-নিচে করছে, পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে তুলছে—সব মিলিয়ে খুবই জটিল অবস্থা!

বল্টু যখন স্বপ্নে এসব ওলট-পালট বিষয় দেখছে, তখন রিতু তাকে ভিজে টাওয়েল দিয়ে ধুয়েমুছে জামাকাপড় খুলে পরিষ্কার করার চেষ্টা

www.MurchOna.com

করছিল! ব্যাঙ পকেটে নিয়ে বল্টু ঘুমিয়ে পড়বে, সেটা রিতুর জন্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

যে জিনিসটা রিতু আর রাজু জানে না, বল্টুও জানে না, সেটা হচ্ছে যে বল্টুর বয়স মাত্র আট হলে কী হবে, সে একেবারে খাঁটি সায়েন্টিস্ট। ব্যাপারটা এক দিনে হয় নি, ধীরে ধীরে হয়েছে। এর জন্য দায়ী রিতু আর রাজু দুজনই, যদিও তারা কেউ সেটা জানে না।

ছোট বাচ্চা যখন একটু বড় হয় তখনই তারা প্রশ্ন করা শুরু করে, বেশির ভাগ বাবা-মা দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তার পরও যদি বাচ্চা কোনো প্রশ্ন করে তখন তারা তাদের একটা রাম-ধমক দেয়—দুয়েকটা রাম-ধমক খেয়ে বাচ্চা প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয়। রিতু আর রাজু কখনোই সেটা করে নি, বল্টু যা প্রশ্ন করেছে তারা তার উত্তর দিয়েছে।

যখন ছোট ছিল তখন প্রশ্ন আর উত্তরগুলো ছিল এ রকম :

বল্টু : (দেয়ালে একটা টিকটিকি দেখিয়ে) আব্বু।

রাজু : কী, বাবা?

বল্টু : ওইটা কী?

রাজু : ওইটা হচ্ছে টিকটিকি।

বল্টু : কেন আব্বু?

রাজু : এটা তো টিকটিক করে ডাকে, সেই জন্যে এটার নাম টিকটিকি।

বল্টু : কেন এটা টিকটিক করে ডাকে?

রাজু : তা না হলে কেমন করে ডাকবে? হাম্বা করে তো ডাকতে পারে না, কারণ গরু ডাকে হাম্বা করে। ম্যা ম্যা করে ডাকতে পারে না কারণ ছাগল ডাকে ম্যা ম্যা করে। ঘেউঘেউ করেও ডাকতে পারে না, কারণ কুকুর ডাকে ঘেউঘেউ করে। মিউমিউ করেও ডাকতে পারে না, কারণ বিড়াল ডাকে মিউমিউ করে। তাই এটা ডাকে টিকটিক করে।

বল্টু : (আনন্দে হাততালি দিয়ে) গরু কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : (গরুর ডাকের অনুকরণ করে) হাম্বা ...

বল্টু : ছাগল কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : ম্যা ... ম্যা ...

বল্টু : কুকুর কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : ঘেউঘেউ ঘেউঘেউ ...

www.MurchOna.com

বল্টু তখন পৃথিবীর যত প্রাণীর নাম জানে সবগুলোর নাম একটা একটা করে বলতে থাকে। রাজুকেও তার ডাক শোনাতে হয়। প্রশ্ন করার ব্যাপারে বল্টুর কোনো ক্লান্তি নেই আর তার উত্তর দিতেও রাজু কিংবা রিতুর ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

বল্টু যখন আরেকটু বড় হলো তখন তার প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : (আবার সেই টিকটিকি দেখিয়ে) আম্মু, টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়ে যায় না কেন?

রিতু : টিকটিকির পাগুলো খুব স্পেশাল। বইয়ের পাতার মতন ভাঁজ ভাঁজ থাকে, চাপ দিয়ে দেওয়ালে আটকে ফেলতে পারে!

বল্টু : আমাদের পা এরকম হলো না কেন? তাহলে তো আমরাও দেওয়ালে ঝুলে থাকতে পারতাম!

রিতু : টিকটিকির পোকা ধরে খাওয়ার জন্যে দেওয়ালে ঝুলে থাকতে হয়, তোর কি পোকা খাওয়ার দরকার আছে? তোকে ডাইনিং টেবিলে ভাত দেই না?

বল্টু : কিন্তু দেওয়ালে ঝুলে থাকার একটা মজা আছে না!

রিতু : মানুষের মাথায় আছে বুদ্ধি, তারা যদি দেওয়ালে ঝুলে থাকতে চায় সেটা করবে বুদ্ধি দিয়ে। সাপ ব্যাঙ টিকটিকি—ওদের তো আর মানুষের মতো বুদ্ধি নাই, তাই ওদের শরীরে ব্যবস্থা করে দেওয়া থাকে!

কথাটা মনে হয় বল্টু খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে দেওয়ালে আটকে থাকার জন্য সে সেদিন দুপুরবেলায় ড্রইংরুমের ছবির একটা ফ্রেম ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। ফ্রেম খুলে পড়ে কাচ ভেঙে একটা রক্তারক্তি অবস্থা। এটা ছিল বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করতে গিয়ে তার প্রথম অঘটন।

বল্টু যখন আরেকটু বড় হলো তখন তার প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : (তার হাতে টিকটিকির খসে যাওয়া একটা লেজ) আব্বু, আব্বু, দেখো, দেখো।

রাজু : কী দেখব?

বল্টু : এই দেখো টিকটিকির লেজ। লেজটা নড়ছে!

রাজু : টিকটিকির লেজটা তুই কোথায় পেলি?

বল্টু : একটা শার্ট গুটি পাকিয়ে দেওয়ালে টিকটিকির ওপরে ছুড়ে দিয়েছি, সেটা যখন নিচে পড়েছে তখন সেটাকে ধরতে গিয়েছি, লেজটা খসে গেছে!

www.MurchOna.com

রাজু : কাজটা কি ঠিক হলো? তোর যদি একটা লেজ থাকত, সেটা যদি কেউ খসিয়ে ফেলত তাহলে তোর কি ভালো লাগত?

বল্টু : আমি তো ইচ্ছা করে খসাই নাই! একটু দেখতে গিয়েছিলাম আর লেজটা খসে গেল! কেন খসে গেল, আব্বু?

রাজু : এই যে খসে যাওয়া লেজ নিয়ে তুই এত ব্যস্ত হয়ে আছিস, আর সেই ফাঁকে টিকটিকি তার জান নিয়ে পালিয়ে গেছে, সেটাই হচ্ছে কারণ। শত্রুকে ব্যস্ত রাখার জন্যে টিকটিকি তার লেজ খসিয়ে চলে যায়!

বল্টু : কিন্তু আব্বু, টিকটিকিটাই তো নাই—এই এখন লেজটা নাড়াচ্ছে কে?

রাজু : নিজে নিজেই নড়ছে। লেজের ভেতরে ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে!

বল্টুদের বাসায় অনেক টিকটিকি, রাজু আর রিতু আবিষ্কার করল, কদিনের ভেতরেই কোনো টিকটিকির পিছনে কোনো লেজ নেই। বল্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা ছোট কৌটার ভেতর থেকে টিকটিকির খসে যাওয়া লেজগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল।

কিছুদিনের ভেতরেই টিকটিকিগুলোর লেজ গজাতে শুরু করল, তখন বল্টুর প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : আম্মু, তুমি একটা জিনিস জানো?

রিতু : কী?

বল্টু : টিকটিকির লেজ খসে যাওয়ার পর যে লেজটা ওঠে, সেটা টেনে আলাদা করা যায় না।

রিতু : (চোখ কপালে তুলে) তুই কেমন করে জানিস!

বল্টু : আমি টেনে দেখেছি আম্মু। খুব টাইট।

রিতু : কী সর্বনাশা কথা! তুই টিকটিকি ধরে তার লেজ টেনে টেনে দেখছিস?

বল্টু : (অধৈর্য হয়ে) আম্মু, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি আর তুমি প্রশ্নটাই করতে দিচ্ছ না!

রিতু : (চোখ পাকিয়ে) কী প্রশ্ন?

বল্টু : টিকটিকির লেজ এমনিতে বেশ শক্ত, কিন্তু পড়ে যাওয়ার পর যেটা বের হয় সেটা অনেক লুতুলুতু নরম! কেন আম্মু?

রিতু : তুই কেমন করে জানিস?

বল্টু : আমি টিপে টিপে দেখেছি।

www.MurchOna.com

রিতু : (চিৎকার করে) তুই টিকটিকি ধরে তার লেজ টিপে টিপে দেখছিস?

বল্টু : (আরও অধৈর্য) আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম আর তুমি উল্টা আমাকে প্রশ্ন করছ? বলো, কেন টিকটিকির দুই নম্বর লেজটা তুলতুলে নরম?

রিতু : (অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে) তার কারণ টিকটিকির দুই নম্বর লেজের ভেতরে কোনো হাড় থাকে না। হাড় থাকে এক নম্বর লেজে।

উত্তর শুনে বল্টুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে আনন্দে হাতে কিল দেয়। তার বয়সী একটা ছেলে একটা খেলনা পেলে যেটুকু খুশি হয়, বল্টু প্রায় সে রকম খুশি হয় তার কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর পেলে।

এটা হচ্ছে শুধু টিকটিকি নিয়ে বল্টুর প্রশ্ন করার উদাহরণ। বল্টুর আশপাশে তো শুধু টিকটিকি নেই; ব্যাঙ আছে, তেলাপোকা আছে, ইঁদুর আছে, পিঁপড়া আছে, ফড়িং আছে, মাকড়সা আছে—সত্যি কথা বলতে কি চারপাশে কী কী আছে সেটা তো আর বলে শেষ করা যাবে না—কাজেই বল্টুর প্রশ্ন শেষ হওয়ার কোনো নিশানাই নেই। প্রশ্নের উত্তর না দিলে বিপদ আরও বেড়ে যায়, কারণ তাহলে সে নিজেই তার উত্তরটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যেমন একদিন রিতু রান্না করছে—চুলোতে গরম তেল, তার মাঝে বেগুন ছাড়ছে, ঠিক তখন বল্টু জিজ্ঞেস করল, "আম্মু, আগুনে কী কী পোড়ে?"

রিতু হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বল্টুকে পিছনে সরিয়ে বলল, "সবকিছু পোড়ে।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ডেকচিটা পুড়ছে না কেন?"

"দেখছিস না ডেকচিটা অ্যালুমিনিয়ামের? সেই জন্যে পুড়ছে না।"

"তাহলে সবকিছু পোড়ে না, কিছু কিছু জিনিস পোড়ে?

রিতু একটা বেগুন উদ্ধার করতে করতে বলল, "এখন যা দেখি, বিরক্ত করিস না। দেখছিস না রান্না করছি?"

বল্টু চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সারা ঘরে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। ঠিক ঘরের মাঝখানে খবরের কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বল্টু নানারকম জিনিস নিয়ে বসেছে। আগুনে ছুড়ে ছুড়ে দিয়ে দেখছে কোনটা পোড়ে আর কোনটা পোড়ে না। তার প্রশ্নের উত্তর না পেলে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো সে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে নিয়ে উত্তর বের করে নেয়।

www.MurchOna.com

হাতে-কলমে পরীক্ষা করে সে যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছে তার তালিকা অনেক লম্বা। সে কোথাও সেগুলো লিখে রাখে নি, কিন্তু যদি লিখে রাখত তাহলে দেখতে এ রকম হতো :

১. দুধ খাওয়ার সময় ঠিক সময়মতো জোরে জোরে হাসতে পারলে দুধটা নাক দিয়ে বের করে ফেলা যায়। তবে হাসি-কান্না-হাঁচি যেটাই চেষ্টা করা যাক, দুধটা কোনোভাবেই কান দিয়ে বের করা সম্ভব নয়।
২. মশার কোনো স্বাদ নেই।
৩. মাছি অত্যন্ত ধুরন্ধর স্বভাবের। তবে একটা মাছি যদি বসে থাকে তাহলে তার ঠিক ওপরে হাততালি দিয়ে মাছিটাকে দুই হাতের মাঝে চ্যাটকা লাগানো সম্ভব।
৪. কাগজের ঠোঙার মধ্যে বাতাস ভরে সেটাকে থাবা দিয়ে ফাটালে বিকট শব্দ হয়। কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তার কানের কাছে এই শব্দ করলে তার ঘুম ভাঙে এবং সে খুব রেগে ওঠে।
৫. একটা ছোট মাছ একটা ছোট কৌটার মধ্যে রেখে দিয়ে তিন দিনের মধ্যে পচা গন্ধ তৈরি করা যায়।
৬. বেলুনে বাতাস ভরা থেকে পানি ভরা সোজা। পানি ভরা বেলুন দিয়ে বড় মানুষের সঙ্গে খেলা ঠিক নয়—বিশেষ করে তারা যদি সেজেগুজে থাকে।
৭. একটা ডিম খাড়াভাবে ফেললে ফাটে না, এটা সত্যি নয়। ডিম ফাটে।
৮. ম্যাগনিফাইং গ্লাস জানালায় রেখে দিয়ে পর্দায় আগুন লাগানো সম্ভব।
৯. মাকড়সার পিছন থেকে টেনে টেনে অনেক সুতা বের করা যায়।
১০. ইঁদুরের বাচ্চাকে ফ্রিজে রেখে দিলে সেটা কাবু হয়ে যায়।

এ তালিকা অবশ্য আরও অনেক লম্বা এবং প্রতিদিনই আরও লম্বা হচ্ছে, কাজেই পুরোটা কোনো দিনই কারও পক্ষে জানানো সম্ভব নয়।

পৃথিবীর নানা রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে যে শুধু তার বাবা-মাকে প্রশ্ন করে আর হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখে সেটা সত্যি নয়, সে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো অনেক পড়াশোনা করে। সে পড়তে শিখেছে যখন তার বয়স চার। রিতু যদি জানত এ রকম একটা অঘটন ঘটবে, তাহলে সে কোনো দিনও এটা ঘটতে দিত না! বল্টু যখন ছোট তখন তাকে শান্ত রাখা

www.MurchOna.com

খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। রিতু আবিষ্কার করল, তাকে গল্প শোনালে সে চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে গল্প শোনে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে এক সময় রিতুর রসদ ফুরিয়ে গেল। তখন সে বল্টুকে বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতে শুরু করল, আর সেটাই হলো সর্বনাশ। বইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্পটা শুনতে শুনতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু পড়া শিখে গেল, সে কোনো অক্ষর চেনে না কিন্তু পড়তে পারে। এর থেকে বিচিত্র ব্যাপার আর কী হতে পারে?

প্রথম প্রথম রিতু আর রাজু ব্যাপারটা নিয়ে বেশ খুশিই ছিল—এত ছোট ছেলে পড়তে শিখে গেছে, বাবা-মা খুশি হতেই পারে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে তাদের খুশিটা উবে যেতে শুরু করল, বল্টু পড়তে পারে সে রকম বইগুলো শেষ করেই সে বড় বড় বই পড়া শুরু করল, তখন প্রতি মুহূর্তে একবার এসে একটা শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে যায়। মর্কট, চন্দ্র, কুণ্ডলী—এ রকম শব্দের অর্থ চার বছরের ছেলেকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সে যখন এসে 'নান্দনিক', 'অপরাধবোধ' কিংবা 'অভিমান' শব্দের অর্থ বুঝতে চায় তখন রিতু-রাজুর বারোটা বেজে যায়।

বল্টুর বয়স এখন আট। স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে, তবে চার বছর থেকে বইপড়া শুরু করায় ক্লাস থ্রির অন্য যে কোনো ছেলে থেকে একশ গুণ বেশি বই পড়ে এসেছে। রিতু আর রাজু মোটামুটি নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে, বল্টু এমন কিছু বই পড়ে বসে আছে যে বই তার মোটেও পড়া উচিত হয় নি। আর সে বইগুলো পড়ে তার এমন কিছু জ্ঞান হয়ে আছে, যে জ্ঞান এই বয়সের একটা ছেলের থাকার কথা নয়! যেমন সে বই পড়ে শিখেছে, পৃথিবীর যে কোনো জিনিস যদি ভাঙা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সেটা প্রথমে অণু, তারপর পরমাণুতে ভাগ হয়ে যাবে। এটা শেখার পর অনেক দিন সে একটা বিশাল হাতুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, হাতের কাছে যেটাই পেত সেটাকেই হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেতর থেকে অণু-পরমাণু বের করার চেষ্টা করত!

একদিন বল্টুর জ্বর হয়েছে, তার বয়সী অন্য ছেলেমেয়ে জ্বরে কাবু হয়ে শুয়ে থাকার কথা, বল্টু মোটেই কাবু হলো না। জ্বলজ্বলে চোখে বিছানায় সোজা হয়ে বসে রইল। একটু পরে দেখা গেল শরীরের এখানে-সেখানে ধরে নিজেকেই নিজে চিমটি কাটছে। রিতু অবাক হয়ে বলল, "বল্টু, কী হয়েছে, চিমটি কাটছিস কেন?

"জ্বর হয়েছে তো, তাই।"

রিতু আরও অবাক হয়ে বলল, "জ্বর হলে চিমটি কাটতে হয়?"

www.MurchOna.com

বল্টু গম্ভীর মুখে বলল, "জ্বর কেমন করে হয় জানো না?"

"কেমন করে?"

"ব্যাকটেরিয়া নাহয় ভাইরাস দিয়ে। আমার শরীরে এখন ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস কিলবিল করছে। তাই টিপে টিপে মারছি।" এই বলে বল্টু আবার তার ঘাড়ের চামড়া, পেটের চামড়া টিপে ধরতে লাগল।

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই এভাবে টিপে টিপে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস মারতে পারবি?"

"কেন পারব না?"

"এগুলো কত ছোট জানিস?"

"জানি। ছোট জিনিস মারা অনেক সহজ।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো, আম্মু।"

"কী কাজ?"

"পাখার ডাঁটিটা সোজা করে ধরো। আমি একটা হাঁচি দেব ..."

"হাচি দিবি?"

"হ্যাঁ। যখন হাঁচি দেব তখন আমার নাক-মুখ দিয়ে লাখ লাখ ব্যাকটেরিয়া নাহয় ভাইরাস বের হয়ে আসবে। তখন তুমি পাখার ডাঁটি দিয়ে পিটিয়ে সবগুলো মেরে ফেলবে। পারবে না?"

রিতু বলল, "এইভাবে ব্যাকটেরিয়া মারা যায় না।"

বল্টু জ্বলজ্বলে চোখে তর্ক শুরু করে দিল, "তুমি কেমন করে জানো মারা যায় না? একশবার মারা যায়। তুমি মার।"

বল্টু একটি হাঁচি দিল আর রিতুকে সামনে দাঁড়িয়ে পাখার ডাঁটি দিয়ে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস পিটিয়ে মারতে হলো।

খুব অল্প কথায় এই হচ্ছে বল্টু।

www.MurchOna.com

২. দার্শনিকের নাম নান্টু

বল্টু কারও নাম হওয়ার কথা না, কিন্তু কীভাবে কীভাবে সেটা বল্টুর নাম হয়ে গেছে কেউ তা পরিষ্কার করে মনে করতে পারে না। রাজুর ধারণা, বল্টুর জন্মের পর অন্য দশটা ছোট বাচ্চার মতো তার কোনো ঘাড়-গর্দান ছিল না, ছোট শরীরটার ওপর একটা বড় মাথা দেখে তাকে একটা বল্টুর মতো লাগছিল বলে তাকে ডাকা হতো বল্টু। রিতু মনে করে, সেটা সত্যি

www.MurchOna.com

নয়, বল্টুর জন্ম হওয়ার পর যখন সে তার ছোট ছোট হাত-পা আঁকুপাঁকু করে নাড়ত, তখন সে তার উদোম পেটে মুখ লাগিয়ে কাতুকুতু দিতে দিতে অল্টু মল্টু ফল্টু ভল্টু কল্টু চল্টু বল্টু—এজাতীয় দুর্বোধ্য শব্দ করত। এসব শব্দ করতে করতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু নামটা তার ওপর গেঁথে গেছে। রাজুর কাহিনীটা সত্যি, নাকি রিতুর কাহিনীটা সত্যি—সেটা কেউ ঠিক করে জানে না। তবে ঘটনা হচ্ছে, বল্টুর নাম এখন আসলেই বল্টু। এ ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে—সেটা হচ্ছে বল্টুর সব সময়ের সঙ্গী নান্টুকে কেউ আর নান্টু ডাকতে চায় না—বল্টুর সঙ্গে মিলিয়ে তার একটা নতুন নাম দিয়েছে। যখন নান্টু আর বল্টু কোথাও যায়, আশপাশে যারা থাকে তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "ওই দেখ, নাট-বল্টু যাচ্ছে, নাট বল্টু-যাচ্ছে।"

অন্য যেকোনো মানুষ হলে নিশ্চয়ই রেগে উঠত, কিন্তু নান্টু কখনো রাগে না। তার ভেতর রাগ ক্রোধ-হিংসা এসব কিছু নেই। ছয় বছরের এই ছোটখাটো মানুষটা পুরোপুরি একজন দার্শনিক। যদি ছোট বাচ্চাদের দাড়ি গজানোর উপায় থাকত, তাহলে দেখা যেত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নান্টুর লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি। নান্টুর পাকা দাড়ি নেই সত্যি, কিন্তু তার কথাবার্তা-ভাবভঙ্গি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কোনো অংশে কম নয়। যেমন ধরা যাক, নান্টু হয়তো গভীর কোনো ভাব নিয়ে ঘরে পায়চারি করছে, তখন হয়তো তার বড় বোন মুনিয়া বলল, "নান্টু, টেবিলের ওপর থেকে বইটা আমাকে একটু দিবি?"

নান্টু তখন বলবে, "কেন দেব না, আপু। নিশ্চয়ই দেব। তুমি আমাকে একটা বই দিতে বলেছ, আমি সেটা দেব না, এটা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই দেব। একশবার দেব।"

তারপর দেখা যাবে নান্টু গভীর একটা ভাব নিয়ে দুই হাত পিছনে রেখে ঘরে পায়চারি করেই যাচ্ছে। মুনিয়া তখন অধৈর্য হয়ে বলবে, "কী হলো? তোকে না বইটা দিতে বললাম?"

নান্টু তখন চমকে উঠে বলবে, "আপু! আমি বুঝতে পারি নাই তুমি বইটা দিতে বলেছ! আমি ভেবেছি তুমি জিজ্ঞেস করেছ আমি বইটা দেব কি না!"

"ব্যস! অনেক হয়েছে। এখন বকরবকর না করে বইটা দে।"

নান্টু তখন প্রায় ছুটে বইটা নিয়ে মুনিয়াকে দিয়ে বলবে, "আপু, তোমাকে আর কিছু এনে দেব?"

"না, আর কিছু লাগবে না।"

"এক গ্লাস পানি?"

"না, লাগবে না।"

"তাহলে একটা কলম, না হলে পেনসিল এনে দেই?"

"না।"

"আজকের পেপারটা এনে দেব?"

এ রকম সময় মুনিয়ার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "বললাম তো আর কিছু লাগবে না।"

মুনিয়াকে দাঁত কিড়মিড় করতে দেখে নান্টুর চোখ ছলছল করে ওঠে। সে নরম গলায় বলে, "আপু! তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

"না। রাগ করি নাই।"

"তাহলে তুমি এ রকম করে কেন কথা বলছ?"

"কী রকম করে কথা বলছি?"

"রাগ-রাগ হয়ে!"

"আমি রাগ-রাগ হয়ে কথা বলছি না।"

নান্টু কিছুক্ষণ মুনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তাহলে তোমার মুখটা এ রকম রাগ-রাগ কেন?"

মুনিয়া তখন রেগেমেগে বলে, "আমার মুখটা মোটেও রাগ-রাগ না।"

নান্টু তখন খুব শান্ত গলায় বলে, "আমি একটা আয়না এনে দেই? তুমি নিজেই দেখো, তোমার মুখটা কি রাগ-রাগ না হাসি-হাসি।"

মুনিয়া বলে, "না, আয়না আনতে হবে না।"

"তাহলে কী আনব?"

"কিছুই আনতে হবে না।"

তখন নান্টু ছলছল চোখে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপু, তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছ।"

মুনিয়া তখন দুই হাত-পা ছুড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে বলে, "করি নাই! করি নাই! কর নাই!"

নান্টু তখনো বিচলিত হয় না। বড় বড় চোখে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হতাশভাবে মাথা নাড়ে। ছোট বাচ্চাদের অর্থহীন কাজ করতে দেখলে বড়রা যেভাবে মাথা নাড়ে অনেকটা সে রকম। এই হচ্ছে নান্টু। তার মতো শান্তশিষ্ট, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আর একজনও নেই, কিন্তু যারা তাকে চেনে তারা তাকে ঘাঁটায় না।

www.MurchOna.com

একদিন এই নান্টুর সঙ্গে আমাদের বল্টুর পরিচয় হলো। সেই পরিচয়ের ঘটনাটা মোটামুটি অন্যরকম। নান্টুর বাবা-মা এসেছেন রিতু-রাজুদের পাশের বাসায়। নান্টুর মা খুব মিশুক ধরনের মানুষ, নতুন জায়গায় এসেই আশেপাশে সবার বাসায় গিয়ে আলাপ-পরিচয় করতে শুরু করে দিয়েছেন। একদিন তাই নান্টু আর মুনিয়াকে নিয়ে এলেন বল্টুদের বাসায়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলেন, ভেতরে তুমুল হইচই। এ রকম অবস্থায় ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে কি না নান্টুর আম্মু বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু ততক্ষণে নান্টু বেল টিপে দিয়েছে। বেলের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরকার হইচই হঠাৎ করে থেমে গেল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর খুট করে দরজা খুলে রিতু বাইরে উঁকি দিল।

নান্টুর আম্মু খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমরা আসলে পাশের বাসায় এসেছি, ভাবলাম আশেপাশে যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করি, তাই আমার ছেলে আর মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলাম ..."

এ রকম সময় ভেতর থেকে বল্টুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "আম্মু, ভালো হবে না কিন্তু বলে রাখলাম ..."

নান্টুর আম্মু বললেন, "আজকে মনে হয় আপনি ব্যস্ত আছেন, আমি অন্য একদিন আসি?"

রিতু দরজা খুলে বললেন, "অন্য একদিন আরও একবার আসবেন, আজকে যখন এসেছেন, ভেতরে আসেন।"

নান্টুর আম্মু এবং তাদের পিছনে পিছনে নান্টু আর মুনিয়া ভেতরে ঢুকে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেল। তারা দেখল, সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা মাথা নিচে এবং পা ওপরে তুলে দিয়ে খাড়া হয়ে আছে। মাথার নিচে কয়েকটা বালিশ, যেন পড়ে না যায় সে জন্য পা দুটো ডাইনিং টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা। সামনে কয়েকটা গ্লাস ও বাটি, সেখানে কয়েক ধরনের খাবার। বল্টু সেই অবস্থায় চিৎকার করে বলল, "আম্মু, তুমি কিন্তু শুধু শুধু দেরি করছ।"

রিতু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি যদি অন্য সময় আসেন তখনো ঠিক এ রকম কিছু একটা ঘটতে থাকবে। এখনকার ঘটনাটা তবু সহজ ঘটনা। এর চাইতে অনেক জটিল ঘটনা ঘটে।"

জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি না নান্টুর আম্মু বুঝতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললেন, "ঠিক কী হয়েছে?"

রিতু বলল, "আমি আপনাকে বললেও আপনি বুঝবেন না! আমি নিজেই বুঝি না, আপনাকে কী বোঝাব?"

রিতু নান্টুর আম্মুর হাত ধরে বসার ঘরের দিকে নিতে নিতে বলল, "আসেন, ওখানে বসি। একটু কথা বলি। এই ছেলের যন্ত্রণায় আমার মাথা ধরে গেছে।"

ডাইনিং টেবিলে পা রেখে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা অবস্থায় বল্টু আবার চিৎকার করে বলল, "আম্মু, তুমি দেরি করছ। ভালো হবে না কিন্তু।"

নান্টুর আম্মু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "প্লিজ, আপনি দেখে আসেন কী চায় ..."

রিতু হাত নেড়ে বলল, "দেখার কিছু নাই। উল্টা হয়ে এভাবে ঝুলে থাকুক।"

এ রকম সময় নান্টু উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি দেখি আসি।"

নান্টু অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে দুই হাত পিছনে নিয়ে বল্টুর দিকে এগিয়ে গেল, পুরো ডাইনিং টেবিলটা এক পাক ঘুরে সে বল্টুর সামনে গালে হাত দিয়ে বসে যায়। কোনো কথা না বলে খুব মনোযোগ দিয়ে বল্টুকে দেখতে থাকে। বল্টু মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী দেখো?"

নান্টু উদাস মুখে বলল, "এখানে দেখার আর কী আছে? তোমাকেই দেখি!"

"কেন?"

"দেখতে আমার খুবই ভালো লাগছে।" বল্টু কী একটা বলতে যাচ্ছিল, নান্টু তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি খিদে লেগেছে?"

"না।"

নান্টু তার সামনে রাখা খাবারগুলো দেখিয়ে বলল, "তাহলে এই খাবারগুলো এখানে কেন?"

"আমি খাব, তাই।"

উত্তরটা নান্টু মেনে নিয়ে বলল, "ও।"

বল্টু তখন রেগে গিয়ে বলল, "ও মানে আবার কী। আমার খিদে লাগে নাই তবু কেন খাব জিজ্ঞেস করবে না?"

নান্টুকে এবার একটু অবাক হতে দেখা যায়, সে মাথা চুলকে বলল, "তোমার যদি খিদে নাই তাহলে খাবে কেন?"

বল্টু মুখ আরও শক্ত করে বলল, "কারণ এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা।"

নান্টু বলল, "ও।"

বল্টু বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কী সেটা জান?"

নান্টু এবার আরও কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "জানি না?"

বল্টু রাগ-রাগ মুখে বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানো না?"

নান্টু মাথা নাড়ল, "নাহ্।"

www.MurchOna.com

বল্টু উল্টো অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে ভালো করে নান্টুকে দেখল, বলল, "তুমি এত বড় হয়েছ, এখনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানো না?"

নান্টু বলল, "আমি আসলে বেশি বড় হই নাই।"

"তাহলে তোমাকে এত বড় দেখা যাচ্ছে কেন?"

নান্টু বলল, "তুমি উল্টা হয়ে আছ বলে মনে হয় আমাকে বড় দেখা যাচ্ছে।"

উত্তরটা বল্টুর পছন্দ হলো; বলল, "সেটা মনে হয় ঠিক। এটাও আমার গবেষণা করতে হবে।"

নান্টু বলল, "গবেষণা কী?"

বল্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "যখন কোনো একটা জিনিস কেউ জানে না তখন সেটা বার করার নাম হচ্ছে গবেষণা।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "অ।" তারপর খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো খেতে কেমন কেউ জানে না?"

বল্টু বিরক্ত হয়ে বলল, "সেটা জানবে না কেন? সেটা সবাই জানে।"

"তাহলে গবেষণা করছ কেন?"

"আমি কি খেতে কী রকম সেটা গবেষণা করছি?"

"তাহলে কী গবেষণা করছ?"

"মানুষ যখন খায় তখন সেটা পেটে কেমন করে যায় সেটা গবেষণা করছি।"

নান্টু বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাতে থাকে।

"বুঝলে না?"

নান্টু মাথা নাড়ল "নাহ।"

"আমরা যখন খাই তখন খাবারটা মুখ থেকে যাবে পেটে—নিচের দিকে। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ।"

"এখন আমি উল্টা হয়ে আছি, এখন কিছু খেলে খাবারটা পেটে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে? নিচে না ওপরে?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "ওপরে।"

"আমি সেটাই গবেষণা করতে চাই। সবকিছু নিচের দিকে পড়ে। কিছু খেলে সেটাও পেটের ভেতর নিচের দিকে পড়ে। কিন্তু উল্টা হয়ে খেলে কী হয়? এটা কী ওপর দিকে উঠবে নাকি নীচের দিকে বের হয়ে যাবে।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "এখন বুঝেছি।"

বল্টু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আম্মুর জন্যে গবেষণা করতে পারছি না।"

www.MurchOna.com

"কেন?"

বল্টু মুখ শক্ত করে বলল, "আম্মু খাওয়াতে রাজি হচ্ছে না।"

নান্টু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমাকে খাইয়ে দেব?"

বল্টু সন্দেহের চোখে নান্টুর দিকে একবার তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি পারবে?"

"মনে হয় পারব।"

"ঠিক আছে খাওয়াও।"

নান্টু খাবারগুলোর দিকে তাকাল, একটা বাটিতে কিছু মুড়ি। একটা খোলা বিস্কুটের প্যাকেট। একটা প্লেটে একটা কলা। একটা গ্লাসে আধগ্লাস দুধ। নান্টু জিজ্ঞেস করল, "আগে কোনটা দেব?"

বল্টু বলল, "বিস্কুট।"

বল্টুর মুখে নান্টু একটা বিস্কুটি ধরিয়ে দিল। বল্টু সেটা চিবিয়ে খেয়ে ঢোক গিলল। নান্টু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে বলল, "পেটে কি যাচ্ছে? ওপরে উঠছে?"

বল্টু বলল, "মনে হয় উঠছে।"

"আরেকটা বিস্কুট দেব?"

"না। কলাটা দাও।"

নান্টু কলাটা ছিলে বল্টুর মুখের কাছে ধরে। বল্টু এক কামড় খেয়ে গেলার চেষ্টা করল। নান্টু খুব মনোযোগ দিয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করল, "পেটে গেছে।"

বল্টু বলল, "গেছে।"

"তার মানে খাবারটা ওপরের দিকে উঠেছে।"

"হ্যাঁ, উঠেছে।"

"তাহলে গবেষণা শেষ?"

বল্টু বলল, "উহুঁ। শেষ না।"

"কেন?"

"এখনো মুড়ি আর দুধ খাওয়া বাকি আছে।"

"সবগুলো খেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হলে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়।"

নান্টু বলল, "অ।"

"এবার মুড়ি দাও।"

নান্টু একমুঠি মুড়ি দিয়ে বল্টুর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। নিজের মুখে খাবার দেওয়া এত সহজ; কিন্তু আরেকজনের মুখে দেওয়া এত কঠিন কে জানত! সেই মানুষটা উল্টো হয়ে থাকলে তো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। তার পরও শেষ পর্যন্ত বল্টুর মুখে একমুঠি মুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। বল্টু চিবিয়ে চিবিয়ে সেটা খেয়ে খুশি-খুশি মুখে বলল, "গুড গবেষণা।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "গবেষণা শেষ?"

"না, এখনো শেষ হয় নাই। আমি তিন রকম খাবার খেয়েছিল, কিন্তু সবগুলো হচ্ছে কঠিন পদার্থ। এখন খাব দুধ। সেটা হচ্ছে তরল।"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "দাও দুধ।"

নান্টু দুধের গ্লাসটা নিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোনোভাবেই সুবিধে করতে পারে না। একজন মানুষ উল্টো হয়ে থাকলে তাকে দুধ খাওয়ানো অসম্ভব একটা ব্যাপার।

বল্টু বলল, "কী হলো? দাও দুধ।"

"দিচ্ছি।" বলে নান্টু আবার চেষ্টা করে কিন্তু বল্টুকে খাওয়াতে পারে না।

বল্টু অধৈর্য হয়ে বলল, "কী হলো তোমার, একটু দুধও খাওয়াতে পারো না?"

নান্টু কোনো উপায় না দেখে দুধটা ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এ রকম অবস্থায় যা হওয়ার কথা তা-ই হলো—কিছু মুখে এবং বাকিটা নাকের ওপর পড়ল। উল্টো হয়ে থাকা মানুষের নাকে দুধ ঢেলে দিলে যা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয় সেটা বলার মতো না। বল্টু হাঁচি দিতে দিতে কাশতে কাশতে মুহূর্তে সোজা হয়ে লাফিয়ে-কুঁদিয়ে সারা ঘরে ছোটাছুটি করতে থাকে।

বসার ঘরে নান্টুর আম্মু রিতুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, হঠাৎ করে বল্টুকে এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁচি দিতে দিতে কাশতে দেখে চমকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! কী হয়েছে?"

রিতু হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "ও কিছু না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা!"

"বৈজ্ঞানিক গবেষণা?"

"হ্যাঁ। প্রতিদিনই এ রকম কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়, তারপর এ রকম লাফঝাঁপ, চিৎকার হতে থাকে।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "কোনো রকম সমস্যা হয় নাই তো?"

www.MurchOna.com

রিতু বলল, "হলে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না।"

রিতুর কথা ঠিক বের হলো, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, বল্টু হাসিমুখে বসার ঘরে এসে হাজির হয়েছে। হাতে কিল দিয়ে সে বলল, "আম্মু, ফাটাফাটি এক্সপেরিমেন্ট করেছি।"

রিতু চোখ সরু করে বলল, "এখন সবকিছু তুলে রাখ।"

"কী এক্সপিরিমেন্ট করেছি, শুনবে না?"

"পরে শুনব।"

"না আম্মু, এখনই শোনো।"

রিতু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, বল।"

"মানুষ উল্টো হয়ে খেলে খাবারটা ওপরের দিকে উঠে যায়।"

নান্টু কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, এবার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ। উল্টো হয়ে থেকে মুখে দিলে খাবারটা ওঠে ওপরে। আর নাকে দিলে যায় নিচে। তাই না?"

বল্টুর মুখ একশ ওয়াট লাইটের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নান্টুর পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ। একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আমরা দুইটা এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছি! মুখের ভেতর খাবার, নাকের ভেতর খাবার!"

নান্টু জ্বলজ্বল চোখে বলল, "এখন খালি বাকি আছে কান। কানের ভেতরে খাবার দিলে তিনটা এক্সপেরিমেন্ট হবে, তাই না?"

নান্টুর আম্মু আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! কানের ভেতর কোনো কিছু দেবে না। নেভার।"

"কেন?"

"কানের পর্দা খুব ডেলিকেট। কিছু একটা হলে পর্দা ফেটে যাবে। আর কিছু শুনতে পাবে না!"

নান্টু মনমরা হয়ে বলল, "তাহলে কানের এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না?"

"না।"

নান্টুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্টু বলল, "তোমার কোনো চিন্তা নাই। কানে না করলেও এক্সপেরিমেন্ট করার আরও জায়গা আছে। আসো।"

এভাবে নান্টুর সঙ্গে বল্টুর পরিচয় হয়ে বিখ্যাত নাট-বল্টু জুটি তৈরি হয়েছিল!

www.MurchOna.com

৩. মশা কেন ভূত হবে না

পরের দিন নান্টুকে আবার বল্টুর বাসায় দেখা গেল। বল্টু তখন ঘরে তার টেবিলের নিচে উবু হয়ে শুয়ে আছে। অন্য যেকোনো মানুষ হলে জানতে চাইত, একজন মানুষ এত জায়গা থাকতে কেন টেবিলের নিচে উবু হয়ে

শুয়ে থাকবে। কিন্তু নান্টু কখনো নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন করে না। সে বল্টুর পাশে বসে নিজের গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে বল্টুকে দেখতে থাকে। তখন বল্টুকে জিজ্ঞেস করতেই হলো, "তুমি কী দেখছ?"

নান্টু উদাস ভঙ্গিতে বলল, "নাহ্ কিছু না।"

বল্টুর বৈজ্ঞানিক মন উত্তরটায় খুশি হলো না, বলল, "তুমি তাকিয়ে আছ, তার মানে তুমি নিশ্চয়ই দেখছ। তাকিয়ে থাকলে আলো চোখের লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনাতে পড়ে তখন দেখা যায়। তুমি দেখছ— একশবার দেখছ।"

"ঠিক আছে তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে থাকি।" বলে নান্টু তার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

বল্টু কিছুক্ষণ নান্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। সে একটু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, একজন মানুষ চোখ খুলে তাকিয়ে থাকলে যে রকম অস্বস্তি হয়, চোখ বন্ধ করে থাকলেও সে রকম অস্তিত্ব হয়। বল্টু টেবিলের তলা থেকে উঠে বসে বলল, "এই ছেলে।"

নান্টু বলল, "উঁ।"

"তুমি চোখ খোলো।"

"খুলব?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে বকবে না তো?"

"না, বকব না।"

নান্টু তখন আস্তে আস্তে চোখ খুলে পিটপিট করে তাকাল। বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি কোনো দিন বিজ্ঞানী হতে পারবে না।"

নান্টু মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল, বলল, "ঠিক আছে।"

"কেন পারবে না, জানো?"

"না।"

"বিজ্ঞানী হতে হলে সব সময় সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। সবকিছু জানতে হয়। তুমি কোনো প্রশ্ন কর নাই।"

নান্টু আবার মাথা নাড়ল; বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু রেগেমেগে বলল "না, ঠিক নাই। তুমি এই ঘরে ঢুকে দেখেছ আমি টেবিলের নিচে শুয়ে আছি। দেখ নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "দেখেছি।"

"তাহলে তুমি কেন জিজ্ঞেস করো নাই, বল্টু ভাইয়া, তুমি টেবিলের নিচে শুয়ে শুয়ে কী করছ?"

www.MurchOna.com

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "আমি ভেবেছি, তুমি মনে হয় সব সময় টেবিলের নিচেই থাক।"

"তাই ভেবেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আগের দিন তো তুমি উল্টো হয়েছিলে সেই জন্যে। আমি ভেবেছি, তুমি মনে হয় সব সময় উল্টাপাল্টা হয়ে থাক।"

বল্টু রেগে বলল, "আমি কখনো উল্টাপাল্টা হয়ে থাকি না। আমি টেবিলের নিচে শুয়ে শুয়ে একটা কাজ করছিলাম।"

নান্টু বলল, "ও।"

বল্টু হতাশ হয়ে বলল, "ও বললে হবে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কী করছিলাম।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করছিলে?"

সঙ্গে সঙ্গে বল্টুর চোখ-মুখ একশো ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল। চোখ বড় বড় করে বলল, "এই দেখো, পিঁপড়ারা একটা তেলাপোকা টেনে টেনে নিচ্ছে। দেখেছ!"

নান্টু মাথা নাড়ল।

বল্টু বলল, "এখন এটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

নান্টু নাক কুঁচকে বলল, "তেলাপোকা! ইয়াক থুঃ!"

বল্টু বলল, "উহুঁ। এটা দেখে ইয়াক থুঃ বললে হবে না। বিজ্ঞানীরা কখনো কোনো কিছু দেখে ইয়াক থুঃ বলে না।"

নান্টু বলল, "ও।"

"এখন বলো, এটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার দরকার।"

বল্টু হা হা করে উঠল, বলল, "সর্বনাশ! তুমি কী বলছ পাগলের মতো! এটা পরিষ্কার করবে কেন? এটা হচ্ছে একটা আস্ত ল্যাবরেটরি। এটা দিয়ে গবেষণা করতে হবে। পিঁপড়ার দিকে তাকিয়ে তুমি প্রশ্ন করবে, কেমন করে পিঁপড়ারা জানে এদিক দিয়ে যেতে হবে। বুঝেছ?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"আমি সেটাই করছি। পিঁপড়াগুলো নিয়ে গবেষণা করে বের করছি, তারা কেমন করে যায়।"

একটু পরে দেখা গেল, নান্টু আর বল্টু দুজনই টেবিলের নিচে উবু হয়ে শুয়ে শুয়ে পিঁপড়াগুলো দেখছে। ঘণ্টাখানেক পর দুজনকে টেবিলের তলা থেকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল, পিঁপড়ার কামড়ে দুজনই খানিকটা

www.MurchOna.com

অস্থির—কিন্তু বল্টু শেষ পর্যন্ত বের করেছে, পিঁপড়ারা যাওয়ার সময় এক ধরেনর গন্ধ রেখে যায়। সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্য পিঁপড়ারা তাদের সারি ঠিক রাখে।

কিন্তু এই গবেষণার জন্য বল্টুর খানিকটা মূল্য দিতে হলো। দুপুরবেলা গোসল করে রিতু শাড়ি পরে শরীরে একটু পারফিউম দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, তার সবচেয়ে প্রিয় পারফিউমের বোতলটার অর্ধেক হাওয়া হয়ে গেছে। সে চোখ কপালে তুলে বলল, "আমার পারফিউম কে শেষ করেছে? কে?"

এর উত্তর জানার জন্য অবশ্য আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই, এই বাসায় এ ধরনের ঘটনা ঘটায় শুধু বল্টু। রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বল্টু!"

বল্টু কাছেই ছিল; বলল, "বলো আম্মু।"

"তুই এই পারফিউম নিয়েছিস?"

বল্টুর চোখে-মুখে অবাক হওয়ার একটা ছাপ পড়ল, বলল, "পিঁপড়া নিয়ে গবেষণার সময় ..."

রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললি?"

বল্টু ধৈর্য হারাল না, বলল, "আম্মু, তুমি আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও নি, আমি কথাটা শেষ না করলে তুমি কেমন করে জানবে?"

রিতু খপ করে বল্টুর কলার ধরে বলল, "এতগুলো পারফিউম নষ্ট করেছিস? তুই জানিস, এই শিশির দাম কত? আমার এক মাসের বেতন..."

বল্টু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আম্মু! তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা যখন বুঝতে পারলাম পিঁপড়ারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে যায়, তখন তাদের রাস্তায় আমরা এই পারফিউম ঢেলে দিয়েছি! সব পিঁপড়ার তখন মাথা খারাপ হয়ে গেল! কে কোন দিকে যাবে বুঝতে পারে না—একেবারে উল্টাপাল্টা অবস্থা। তুমি যদি নান্টুকে দেখতে ..."

"কী হয়েছে নান্টুর?"

"পিঁপড়া ওর প্যান্টের ভেতর ঢুকে যা কামড় দিয়েছে!" বল্টু পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করে আনন্দে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলল, "বাসায় তোমার এই পারফিউমটা ছিল বলে এক্সপেরিমেন্টটা করতে পেরেছি! না থাকলে যে কী করতাম!"

রিতু চোখ বড় বড় করে তার ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল আর বল্টু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উল্টো দিকে হেঁটে চলে গেল, রিতু তাকে কিছু বলারও সুযোগ পেল না।

www.MurchOna.com

কদিনের মধ্যেই দেখা গেল, নান্টু আর বল্টুর মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে। নান্টুর কোনো কাজ না থাকলে সে বল্টুর কাছে এসে বসে থাকে। বল্টু একটানা কথা বলে যায়, নান্টু গালে হাত দিয়ে সেগুলো শোনে। বল্টুর পেটে যে এত কথা ছিল সেটা সে নিজেও জানত না, আর তার টানা কথা বলা শুনতে যে নান্টুও কখনো ক্লান্ত হবে না সেটাও সে জানত না। বল্টু বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ জানে না। তাই তার সব কথাই হয় বিজ্ঞান নিয়ে। হাতে একটা পেনসিল থাকলে সে বলে, "এই পেনসিলের সিসটা দেখেছিস? (ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর "তুমি" "তুই"য়ে নেমে এসেছে) এটা কিন্তু সিসা না। এটা হচ্ছে গ্রাফাইট। গ্রাফাইট চিনেছিস? কয়লা। কয়লা আর গ্রাফাইটে কোনো পার্থক্য নাই। হীরা আর কয়লাতেও কোনো পার্থক্য নাই। আমি বুঝি না, মেয়েরা হীরার গয়না পরতে এত পছন্দ করে কেন! হীরা আর কয়লা তো একই জিনিস। তাহলে তারা তো ইচ্ছা করলে কয়লার গয়নাও পরতে পারে! কত সস্তায় তাহলে গয়না কিনতে পারবে! পারবে না?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ে। বল্টুর হাতে যদি একটা কাগজ থাকে তাহলে বলবে, "দেখেছিস, কাগজ? ইন্টারেস্টিং জিনিস। যেদিন বৃষ্টি হয় বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে, সেদিন কাগজ সাইজে বড় হয়ে যায়। যদি দিনটা শুকনা থাকে তাহলে কাগজটাও ছোট হয়ে যায়। কাগজ দিয়ে আমি একটা যন্ত্র বানিয়েছিলাম, বৃষ্টি হলেই সেটার কাটাটা দেখাত বৃষ্টি। যন্ত্রটা বেশি কাজে লাগে নাই, জানালা দিয়ে তাকালেই তো দেখা যায় বৃষ্টি হচ্ছে, যন্ত্র দিয়ে কী করব? ঠিক বলি নাই?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল যে বল্টু ঠিকই বলেছে।

কিংবা বল্টু যদি এক গ্লাস পানি খায় তাহলে চোখ বড় বড় করে বলবে, "পানি! দুনিয়ার সবচেয়ে আজব জিনিস! পানি যখন জমে বরফ হয়, তখন তার সাইজ বড় হয়ে যায়। সেই জন্যে বরফ পানিতে ভাসে। আমাদের শরীরের কতটুকু পানি, জানিস?"

নান্টু মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "তোর শরীরের পানিটুকু যদি আলাদা করা যেত, তাহলে সেটা তোর কাঁধ পর্যন্ত আসত! চিন্তা কর, তোর কাঁধ পর্যন্ত থলথলে পানি! কী আজব! তোর শরীরে কতটুকু ফসফরাস আছে জানিস?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে জানায় সে জানে না। বল্টু তখন বলে, "একটা ম্যাচের কাঠি বানাতে যতটুকু ফসফরাস লাগে, ততটুকু! ফসফরাস কী জানিস?"

বল্টু তখন নান্টুর কাছে ফসফরাসের ব্যাখ্যা করতে থাকে, নান্টু বাধ্য ছেলের মতো সবকিছু শোনে। বল্টু যে রকম কথা বলতে পছন্দ করে, নান্টু ঠিক সে রকম কথা শুনতে পছন্দ করে। নান্টু দেখে, মাঝে মাঝে বল্টু অবশ্যি একটু অধৈর্য হয়ে যায়। একদিন টানা আধঘন্টা এবোলা ভাইরাসের ওপর বক্তৃতা দিয়ে গেল। নান্টু ধৈর্য ধরে পুরোটা শুনল, কিন্তু একটা কথাও বলল না। বল্টু হঠাৎ কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি আমার কথা শুনছিস?"

নান্টু মাথা নাড়ে। বল্টু তখন চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে বল দেখি এবোলা ভাইরাস কেন এত ভয়ঙ্কর?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "সেটা তো জানি না।"

"তাহলে এতক্ষণ যে তোকে বললাম সেটা শুনিস নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি। কিন্তু বুঝি নাই।"

"বুঝিস নাই, তাহলে জিজ্ঞেস করিস না কেন?"

নান্টু হাসি-হাসি মুখে বলল, "আমার শুনতেই ভালো লাগে। কথা বলার সময় তোমার নাকটা একবার মোটা হয়, একবার চিকন হয়—সেটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।"

বল্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না নান্টু, না। তোর খালি শুনলে হবে না। তোকে বুঝতেও হবে। বোঝার জন্যে তোকে প্রশ্নও করতে হবে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

"প্রশ্ন কর দেখি। এখনই একটা প্রশ্ন কর।"

নান্টু মাথা চুলকাল, বলল, "করব?"

"হ্যাঁ, কর দেখি একটা প্রশ্ন।"

নান্টু অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মাথা চুলকাল, ঠোঁট কামড়াল, চোখ বন্ধ করল, তারপর খুলল। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ মরে গেলে ভূত হয়। ভূত মরে গেলে কী হয়?"

নান্টুর প্রশ্ন শুনে বল্টু কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "এটা তোর প্রশ্ন?"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"একটা ভূত মরে কী হয় সেটা জানার জন্যে একটা ভূতকে ধরতে হবে, তারপর সেটাকে মারতে হবে।"

"ভূতকে কীভাবে মারে?"

www.MurchOna.com

"জানি না। মনে হয় পিটিয়ে।"

"কী দিয়ে পিটাবে?"

বল্টু বলল, "সেটাও জানি না। মনে হয় লাঠি দিয়ে।"

নান্টু পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলায় মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?

"ভূত মরলে গেঞ্জি হয়।"

বল্টু চোখ কপালে তুলে বলল, "গেঞ্জি?"

"হ্যাঁ, গেঞ্জি। ছোট ভূত মারা গেলে ছোট গেঞ্জি, বড় ভূত মারা গেলে বড় গেঞ্জি।"

বল্টু কিছুক্ষণ নান্টুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। কোনো কথা বলল না। নান্টু আবার কিছুক্ষণ তার ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, বল্টু ভাইয়া ..."

বল্টু সন্দেহের চোখে নান্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী?"

"মানুষ মরে গেলে যদি ভূত হয়, তাহলে মুরগি মরে গেলে কি মুরগির ভূত হতে পারে না?"

বল্টুকে এবার খুব চিন্তিত দেখায়, খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মনে হয় হতে পারে।"

"তাহলে আমরা যে মুরগি খাই, সেই মুরগিদের ভূত কি আমাদের ওপর খুব রাগ হয় না?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হতে পারে।"

"তাহলে কি মুরগির ভূতগুলি রাতে এসে আমাদের মাথায় ঠোকর দেবে না?"

বল্টু কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বলল, "মনে হয় দেবে।"

নান্টুকে খুব চিন্তিত দেখাল, বলল, "তাহলে আমাদের কি মুরগি খাওয়া ঠিক হবে?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে নিজের মাথা চুলকাতে শুরু করে। যে নান্টু আগে কখনো কোনো প্রশ্ন করে নি, এখন হঠাৎ করে তার যেন প্রশ্ন করার একটা ঝোঁক চলে এল। সে বড় বড় চোখ করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বল্টু ভাইয়া!"

বল্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "কী?"

"মুরগি মরে যদি মুরগি ভূত হতে পারে, তাহলে কি মশা মরে মশার ভূত হতে পারে না?"

www.MurchOna.com

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "হতে তো পারেই মনে হচ্ছে।"

"তাহলে আমরা যে মশা মারি, সেই মশাগুলি মরে মশার ভূত হয়ে আমাদের কামড়াতে আসে না?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "আসতেই পারে।"

"তাহলে আমাদের কি মশা মারা উচিত?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে পারে না, তাই একটু মাথা চুলকালো। নান্টু গম্ভীর মুখে বলল, "মশা থেকে মশার ভূত কি বেশি ডেঞ্জারাস না? মশা কামড়ালে আমরা দেখতে পাব, মশার ভূত যখন কামড়াবে আমরা তো দেখতেও পাব না। কী ভয়ঙ্কর!"

বল্টু এবার আর কোনো কথা বলল না। নান্টু আবার তার ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করতে থাকে। তারপর বল্টুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। বল্টু তাকে থামাল, বলল "নান্টু, শোন।"

"কী?"

"তোকে আমি বলেছিলাম না প্রশ্ন করতে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলে। সে জন্যেই তো প্রশ্ন করছি।"

"আমার মনে হয় তোর আর প্রশ্ন করার দরকার নাই।"

"দরকার নাই?"

"না," বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "তোর প্রশ্নের উত্তর বের করা খুব কঠিন।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে তাহলে, আর বেশি প্রশ্ন করব না।" নান্টু একগাল হেসে বলল, "আমার প্রশ্ন করতে ভালোও লাগে না।"

বল্টু বলল, "সেটাই ভালো। তুই যত কম প্রশ্ন করবি ততই ভালো।"

পরদিন নান্টু নিজে তার প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে ফেলল। সকালবেলা সে একটা ছোট শিশি নিয়ে বল্টুর কাছে হাজির হলো, চোখ বড় বড় করে বলল, "বল্টু ভাইয়া, এই দেখো!"

নান্টুর হাত থেকে শিশিটা নিয়ে বল্টু বলল, "কী?"

"এই শিশির ভেতর একটা ভূত আটকে ফেলেছি।"

বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "ভূত আটকে ফেলেছিস?"

"হ্যাঁ। মশার ভূত।"

"মশার ভূত?"

নান্টু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "একটা মশা ধরে শিশিটার ভেতর ঢুকিয়ে ছিপিটা শক্ত করে আটকে দিয়েছি।"

বল্টু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, "কেন?"

"তুমি বোঝো নাই? ভেতরে মশাটা কয়েকবার লাফঝাঁপ দিয়ে মরে গেছে। মশা মরে গিয়ে ভূত হয়েছে, সেই ভূতটা শিশিটার মধ্যে আটকা পড়েছে। ছিপিটা এত শক্ত করে লাগিয়েছি যে ভেতর থেকে বের হতে পারবে না!"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে নান্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া, ভালো করে দেখো দেখি, মশার ভূতটা দেখা যায় নাকি। ভূতেরা তো খালি অন্ধকারে বের হয়, তাই না?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "আমি ঠিক জানি না ..."

নান্টুর উৎসাহের জন্য শিশিটাকে অন্ধকারে নিয়ে দেখতে হলো, কিছু দেখা গেল না। কিন্তু তাতেও নান্টুর উৎসাহ কমে গেল না। বলল, "মনে হয় অন্ধকারে মশার ভূতটা বের হয়, কিন্তু অন্ধকার বলে আমরা দেখতে পাই না। তাই না, বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু বলল, "মনে হয় তা-ই।"

"দেখা না গেলেও ক্ষতি নাই, আমরা তো জানি ভূতটা ভেতরেই আছে। বের হবে কেমন করে, তাই না বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু আবার মাথা নাড়াল।

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া, তোমার সব বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্রের সঙ্গে এটা রেখে দাও।"

কাজেই বল্টুর চুম্বক, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ব্যাটারি, ইলেকট্রিক তার, পেরেক, ভিনেগাররের বোতল, থার্মোমিটার, টিকটিকির শুকনো লেজ, সিরিঞ্জ, রবারের নল, চোঙা, প্লায়ার্স, ভাঙা ঘড়ি—এসবের পাশে শিশিটা সাজিয়ে রাখতে হলো। নান্টুর উৎসাহের কারণে শিশির ওপরে বড় বড় করে লেখা হলো : "সাবধান! মশার ভূত।"

এ ঘটনার পর থেকে বল্টু অবশ্যি নান্টুকে বিজ্ঞানী বানানোর চেষ্টা বন্ধ করে দিল। সে বুঝতে পেরেছে—সবাই যে রকম কবি না, কেউ কেউ কবি; সে রকম সবাই বিজ্ঞানী না, কেউ কেউ বিজ্ঞানী!

www.MurchOna.com

৪. বেচারা আইনস্টাইন

কদিন ধরে রাজু আর রিতু একটু ভয়ে ভয়ে আছে। কারণ হচ্ছে যে বল্টু একটা মোটা বই নিয়ে খুব ব্যস্ত। বইটার নাম *থিওরি অব রিলেটিভিটি : বিজ্ঞানী আইনস্টাইন*। রাজু বইটা ঘেঁটে দেখেছে, বারো বছরের ছেলের সেটা পড়ে কিছু বোঝার কথা না। নানা রকম ইকুয়েশন দিয়ে বইটি বোঝাই। তবে বল্টু হাল ছাড়ল না, সেটার পিছনে লেগে থাকল।

সেদিন বিকেলে নান্টু এসেছে। বল্টু তখন বইটা বন্ধ করে বলল, "বুঝলি নান্টু, আমি শেষ পর্যন্ত থিওরি অব রিলেটিভিটিটা মনে হয় বুঝতে পেরেছি।"

নান্টুকে সেটা নিয়ে খুব উত্তেজিত হতে দেখা গেল না। সে বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "থিওরি অব রিলেটিভিটি খুব ফাটাফাটি জিনিস। এটা দিয়ে অ্যাটম বোমা বানায়!"

নান্টুকে এবার একটু কৌতূহলী দেখা গেল; বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। একটা ফর্মুলা আছে, ই ইকুয়েলস টু এমসি স্কয়ার। সেটা কেমন করে বের করেছে বুঝতে পারছি না। অনেক কঠিন অঙ্ক।"

নান্টু বলল, "অ।"

"কিন্তু থিওরিটা বুঝে ফেলেছি। খুব সোজা। তোকে বললে তুইও বুঝবি।"

নান্টুর খুব বোঝার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বল্টুর উৎসাহ দেখে সে আর "না" করল না। বল্টু মোটা বইটা বের করে বলল, "এই দেখ। এখানে লেখা আছে। তোকে পড়ে শোনাই।" বল্টু তখন নান্টুকে পড়ে শোনাল, "আইনস্টাইনকে একবার থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, গরম চুলার কাছে বসে থাকতে হলে পাঁচ মিনিটকে মনে হয় পাঁচ ঘণ্টার মতো লম্বা। আবার একজন সুন্দরী মেয়ের কাছে বসে থাকলে পাঁচ ঘণ্টাকেও মনে হয় মাত্র পাঁচ মিনিট। এটাই হচ্ছে রিলেটিভিটি!" বল্টু বই বন্ধ করে নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, "বুঝেছিস?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "একটু একটু বুঝেছি।"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "রিলেটিভিটির থিওরির মাঝে টাইমের সাথে একটা ব্যাপার আছে। রকেটে করে গেলে টাইম স্লো হয়ে যায়। আমি রকেট কই পাব? কিন্তু আইনস্টাইন নিজে বলেছেন রিলেটিভিটির এক্সপেরিমেন্ট করতে রকেট লাগবে না। একটা চুলা আর একটা সুন্দরী মেয়ে পেলেই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাবে।"

নান্টু বলল, "সুন্দরী মেয়ে তুমি কই পাবে?"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "সেটাই সমস্যা।"

নান্টুর সঙ্গে বল্টু কিছুক্ষণ সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আলোচনা করল, কিন্তু কোথায় সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে সে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারল না। রাতের বেলা বল্টু তাই তার মায়ের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে

www.MurchOna.com

আলোচনা করার চেষ্টা করল। রিতুকে ডেকে বলল, "আম্মু, একটা সুন্দরী মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়, বলতে পারবে?"

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললি তুই? সুন্দরী মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"তুই সুন্দরী মেয়ে দিয়ে কী করবি?"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "কাজ আছে।"

রিতু তখন গলা উঁচিয়ে রাজুকে ডেকে বলল, "তুমি শুনে যাও। তোমার ছেলে এই বয়সে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে!"

রাজু হা হা করে হেসে বলল, "তাই নাকি! আমাদের বল্টুর অনেক উন্নতি হয়েছে তো!"

বল্টু খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমাদের সাথে কখনো কোনো দরকারি জিনিস নিয়ে কথা বলা যায় না।"

রিতু তখন মুখ গম্ভীর করে বলল, "কী করবি তুই সুন্দরী মেয়ে দিয়ে?"

"থিওরি অব রিলেটিভিটির একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।"

"সেই এক্সপেরিমেন্টে সুন্দরী মেয়ে লাগবে?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

রিতু বলল, "আমাকে দিয়ে হবে না? আমার চেহারা তো অনেক সুন্দর।"

বল্টু একটা অধৈর্য হয়ে বলল, "না আম্মু, তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি সুন্দরী মেয়ে না, তুমি হচ্ছ আম্মু। আম্মুরা সুন্দরী মেয়ে হয় না।"

রিতু বলল, "ও আচ্ছা। তাহলে তোর ফিল্মের নায়িকা দরকার?"

"সেটা আমি জানি না। আমার সুন্দরী মেয়ে দরকার।"

বল্টু দেখতে পেল তার আব্বু-আম্মু দুজনই প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। সে অবশ্যি খুব অবাক হলো না। তার বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে আব্বু-আম্মু সব সময়ই হাসি-তামাশা করছে।

পরের দিন নান্টুর সাথে দেখা হওয়ার পর বল্টু বলল, "আমি এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। সুন্দরী মেয়ে নিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে। কিন্তু চুলার এক্সপেরিমেন্টটা তো করতেই পারি। পারি না?"

নান্টু কোনো কিছু না বুঝেই বলল, "পারি।"

"আইনস্টাইন বলেছেন, চুলার কাছে থাকলে পাঁচ মিনিটকে মনে হয় পাঁচ ঘণ্টা। তার মানে বুঝতে পারলি?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"তার মানে, যে কাজটা কেউ পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে করে, সে কাজটা যদি চুলার কাছে বসে করে তাহলে সে পাঁচ মিনিটে করে ফেলবে। তার কারণ তখন পাঁচ মিনিটই মনে হবে পাঁচ ঘণ্টা।"

নান্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কোন কাজটা পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে করতে হয়?"

বল্টু চিন্তিতভাবে তার ঘরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না!"

হঠাৎ নান্টুর চোখ বড় বড় হয়ে যায়, সে বল্টুর শার্টের হাতা টেনে ধরে বলল, "বল্টু ভাইয়া!"

"কী হয়েছে?"

"আপু তো সারাদিন টেলিফোনে কথা বলে তাই আম্মু সেদিন আপুকে বলেছে, কী তুই পাঁচ ঘণ্টা ধরে কথা বলিস!"

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! তার মানে মুনিয়া আপুকে দিয়েই এই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাবে! মুনিয়া আপু যখন টেলিফোনে কথা বলবে তখন তাকে চুলার কাছে নিয়ে যেতে হবে!"

নান্টু একটু চিন্তিত মুখে বলল, "কেমন করে চুলার কাছে নিয়ে যাবে?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে।"

বল্টু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে পারে না, তাই তাকে দেখা গেল সে ঘরের এই মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে হেঁটে চিন্তা করতে শুরু করেছে। বল্টু যখন খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে তখন নান্টু তাকে বিরক্ত করে না। গালে হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে—কাজেই সে গালে হাত দিয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। বল্টু কিছুক্ষণ ঘরের এই মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে থেমে গিয়ে হাতে কিল দিয়ে বলল, "পেয়েছি!"

নান্টু বলল, "কী পেয়েছ?"

"কেমন করে করতে হবে সেটা পেয়েছি।" বল্টু গম্ভীর মুখে বলল, "আইনস্টাইন যখন বলেছেন চুলার কাছে নিতে হবে, তার মানে আসলে কী?"

নান্টু বলল, "কী?"

"তার মানে আসলে হচ্ছে গরম লাগানো! মুনিয়া আপুকে চুলার কাছে নিতে হবে না, তাকে আমরা গরম লাগাব।"

"কেমন করে গরম লাগাবে?"

"খুব সোজা। একটা লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দেব।"

www.MurchOna.com

নান্টু আমতা আমতা করে বলল, "তুমি লোহার শিক গরম করে মুনিয়া আপুকে ছেঁকা দেবে?"

"হ্যাঁ। কোনো সমস্যা আছে?"

"মুনিয়া আপু খুব ডেঞ্জারাস। তাকে লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দিলে সে কিন্তু তোমাকে খুন করে ফেলতে পারে।"

বল্টু বুক ফুলিয়ে বলল, "করতে চাইলে করুক। আমি ভয় পাই নাকি? ঘরের ভেতর পিছলা খাওয়ার জন্যে একবার এক বোতল তেল ঢেলেছিলাম, যা মজা হচ্ছিল! তখন আম্মু পিছলা খেয়ে পড়ে কী রকম রেগেছিল তুই চিন্তাও করতে পারবি না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হলে একটু বিপদ হতেই পারে! সে জন্যে ভয় পাওয়া যাবে না।"

কাজেই কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, নান্টু ও বল্টু একটা লোহার শিক হাতে নিয়ে নান্টুদের বাসায় হাজির হয়েছে। মুনিয়া বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। নান্টু-বল্টুকে দেখে মুখে হাসি এনে বলল, "এই যে নাট-বল্টু, তোমাদের কী খবর?"

বল্টু বলল, "কোনো খবর নাই।"

"তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, কোনো একটা খবর আছে। তোমার হাতে ওইটা কী?"

বল্টু হাতের শিকটা লুকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "না, এটা কিছু না।"

মুনিয়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "হাতের জিনিসটা লুকাতে লুকাতে বলছ এটা কিছু না! ঠিক আছে, তোমরা যখন আমাকে বলতে চাইছ না, আমি জিজ্ঞেস করব না!"

বল্টু মুনিয়ার হাসিটা লক্ষ করতে করতে আবিষ্কার করল, তার চেহারাটা বেশ ভালো, যখন হি হি করে হাসে তখন আরও ভালো দেখায়! সুন্দরী মেয়ের এক্সপেরিমেন্টটা কি মুনিয়া আপুকে দিয়ে করা যায়? একটু সময় চিন্তা করে সে বলল, "মুনিয়া আপু।"

"কী, সায়েন্টিস্ট সাহেব?"

"তুমি কি সুন্দরী মেয়ে?"

মুনিয়া কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এত জোরে জোরে হাসতে শুরু করল যে আর থামতেই পারে না! বল্টু একটু রেগে বলল, "কী হলো? তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, তুমি উত্তর দিলে দেবে আর না দিতে চাইলে দেবে না, কিন্তু তুমি এভাবে হাসছ কেন?"

www.MurchOna.com

হাসতে হাসতে মুনিয়ার চোখে পানি এসে গেল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, "আচ্ছা সায়েন্টিস্ট সাহেব, তুমিই বলো তোমার কী মনে হয়, আমি কি সুন্দরী মেয়ে?"

বল্টু মাথা ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে হয় তোমাকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায়। তোমার নাকটা মনে হয় একটু বেশি বড়, এটা আরেকটু ছোট হলে ভালো হতো।"

মুনিয়া নাকে হাত দিয়ে বলল, "আই অ্যাম ভেরি সরি যে আমার নাকটা এত বড়। এখন থেকে প্রত্যেক দিন আমি নাকটাকে টিপে টিপে ছোট করার চেষ্টা করব।"

বল্টু বলল, "না মুনিয়া আপু, তোমার নাক টিপে ছোট করার দরকার নাই।"

"ঠিক আছ তুমি যখন বলছ তাহলে আমি আর টিপাটিপি করব না। এখন বলো, আমি সুন্দরী মেয়ে কি না সেটা জেনে কী করবে?"

বল্টু নান্টুর দিকে আর নান্টু বল্টুর দিকে তাকাল। মুনিয়া বলল, "কী হলো নাট-বল্টু? কোনো সিক্রেট মিশন?"

বল্টু বলল, "উহুঁ। একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা। থিওরি অব রিলেটিভিটি।"

মুনিয়া চোখ কপালে তুলল বলল, "সর্বনাশ! একেবারে থিওরি অব রিলেটিভিটি?"

"হ্যাঁ। খুবই সোজা এক্সপেরিমেন্ট?"

"কী করতে হবে এই এক্সপেরিমেন্টে?"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো।"

মুনিয়া তাই বিছানায় পা তুলে চুপ করে বসে পড়ল। বল্টু মুনিয়ার এক পাশে বসল, নান্টু অন্য পাশে। বল্টু তখন তার পকেট থেকে রাজুর ঘড়িটা বের করে হাতে পরে নিল। তারপর বলল, "ওয়ান টু থ্রি!"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে?"

বল্টু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা এখন পাঁচ মিনিট তোমার পাশে বসে থাকব।"

"ব্যস?"

"হ্যাঁ। বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যদি সুন্দরী মেয়ে হও, তাহলে একটা খুবই মজার জিনিস হবে।"

"সেটা কী?"

"আগে থেকে বলা যাবে না।" বল্টু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি চুপ করে বসে থাকো।"

কাজেই মুনিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল। ঠিক পাঁচ মিনিট পার হওয়ার পর বল্টু বলল, "নান্টু।"

"কী"

"তুই এখন ভেতরের ঘড়িতে দেখে আয় কয়টা বাজে। আমার ঘড়িতে বাজে চারটা পাঁচ। তার মানে ভেতরের ঘড়িতে বাজার কথা নয়টা পাঁচ।"

নান্টু ঘড়ি দেখতে ভেতরে চলে গেল, মুনিয়া অবাক হয়ে বল্টুকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে, সায়েন্টিস্ট সাহেব?"

"আমি বলেছি, এইখানে যখন পাঁচ মিনিট সময় পার হবে, বাইরে তখন পার হবে পাঁচ ঘণ্টা!"

"কেন?"

"আইনস্টাইন বলেছেন, সুন্দরী মেয়ের কাছে পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকলেও মনে হয় মাত্র পাঁচ মিনিট বসেছে।"

মুনিয়ার কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাটা বুঝতে। তারপর সে যা একটা কাণ্ড করল সেটা আর বলার মতো নয়। গলা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। নান্টু ঘড়ি দেখে ফিরে এসে মুনিয়াকে এভাবে গড়াগড়ি খেতে দেখে বলল, "আপুর কী হয়েছে, বল্টু ভাইয়া?"

"বুঝতে পারছি না। মুনিয়া আপুর মনে হয় হাসি-রোগ আছে!" নান্টুর দিকে তাকিয়ে বল্টু জিজ্ঞেস করল, "কয়টা বাজে?"

নান্টু বলল, "চারটা পাঁচ। পাঁচ ঘণ্টা হয় নাই।"

বল্টু বলল, "তখনই মনে হচ্ছিল হবে না।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "মুনিয়া আপা থেকেও বেশি সুন্দরী মেয়ে লাগবে?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আইনস্টাইন মনে হয় খালি সুন্দরী মেয়ের কথা বলেন নাই। ভালো মেয়ের কথাও বলেছেন! মুনিয়া আপু খালি আমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করে।"

মুনিয়া হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার এটার কথা বলতেই হবে।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কাকে বলতে হবে?"

"সাদিয়াকে। এক্ষুণি বলতে হবে।"

মুনিয়া হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। নান্টু তখন বল্টুকে নিচু গলায় বলল, "আপু ফোন করতে যাচ্ছে!"

বল্টু হাতের শিকটা উঁচু করে ধরে বলল, "এইবার তাহলে অন্য এক্সপেরিমেন্টটা করে ফেলি!"

মুনিয়ার খুবই কপাল ভালো যে বল্টু আর নান্টু লোহার শিকটা চুলোর ওপর ধরে ঠিকমতো গরম করতে পারে নি। শিকটা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল্টুর হাতে গরম লাগতে লাগল, তাই সেটা বেশি গরম না করেই চলে এল। বসার ঘরে মুনিয়ার পিছনে সেটা নিয়ে গোপনে যেতে যেতে শিকটা আর সে রকম গরম ছিল না, তার কনুইয়ে তা দিয়ে ছেঁকা দেওয়াটা খুব সহজ ছিল না। তা ছাড়া মুনিয়া সেটা দেখে ফেলে সময়মতো হাত সরিয়েও নিয়েছিল। তারপরও মুনিয়া গলা ফাটিয়ে যা একটা চিৎকার দিয়েছিল, তা আর বলার মতো নয়! বাসার সবাই আসতে আসতে অবশ্যি নান্টু আর বল্টু উধাও হয়ে গেল। দুজন যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন নান্টু জিজ্ঞেস করল, "বল্টু ভাইয়া, এক্সপেরিমেন্টটা কি হয়েছে?"

"বুঝতে পারলাম না।"

নান্টু বলল, মনে হয় হয়েছে! আপু টেলিফোনটা রেখে দিয়েছে! এমনিতে আপু কয়েক ঘন্টা টেলিফোন করে।"

সেদিন রাতে নান্টুর বাসায় নান্টুকে আর বল্টুর বাসায় বল্টুকে তাদের আম্মু-আব্বুর কাছ থেকে বিশাল একটা লেকচার শুনতে হলো। বল্টু ভেবেছিল একবার আইনস্টাইনের কথাটা বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলল না। সে জানে, বলে কোনো লাভ হতো না। তারা বল্টুকে যে রকম বুঝতে পারে না, আইনস্টাইনকেও সে রকম বুঝতে পারে না। মানুষ যখন বড় হয় তখন তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

www.MurchOna.com

৫. কতো লম্বা টুথপেস্ট

নতুন টুথপেস্টটা হাতে নিয়ে বল্টু বলল, "অনেক দিন থেকে একটা নতুন টুথপেস্ট খুঁজছি।"

www.MurchOna.com

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নান্টু, তোকে আমি কোনোভাবেই কিছু শেখাতে পারি না। আমি যদি কিছু একটা বলি, তুই সেটা শুনে অ বলবি না।"

নান্টু মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে বললেও হবে না। তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন আমি নতুন টুথপেস্ট খুঁজছি।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "বল্টু ভাইয়া, তুমি কেন নতুন টুথপেস্ট খুঁজছ?"

"আমি অনেক দিন থেকে দেখতে চাচ্ছিলাম, একটা টুথপেস্টের ভেতর কয় ইঞ্চি টুথপেস্ট থাকে।"

নান্টু "অ" বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেটা তুমি কীভাবে মাপবে?"

বল্টু টেবিল থেকে রুলারটা হাতে নিয়ে বলল, "এই যে রুলার দিয়ে মাপব।"

"কিন্তু টুথপেস্ট তো ভেতরে ..."

"আগে টিপে বের করে নেব।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "চাচি রাগ করবেন না?"

বল্টু অবাক হয়ে বলল, "কেন? আম্মু রাগ করবে কেন?"

"টুথপেস্ট নষ্ট করলে সব সময় আম্মুরা রাগ করে।"

বল্টু হা হা করে হেসে বলল, "আম্মু জানতেই পারবে না। টুথপেস্টটা কয় ফুট কয় ইঞ্চি লম্বা মেপে আবার ভেতরে ভরে রাখব। আম্মু জানতেও পারবে না।"

নান্টু এবার মাথা নেড়ে বলল, "অ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, বল্টু টেবিলের ওপর টিপে টুথপেস্টটা বের করে রাখতে শুরু করেছে। টিউবটা টিপে পুরো টুথপেস্ট বের করে টেবিলের ওপর কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে যেতে হলো। তারপর বল্টু তার ফুট রুলার দিয়ে সেটা মাপল। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা!

বল্টু একটা কাগজে সেটা লিখে তার দরজায় টানিয়ে দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, "দেখলি, কত সোজা!"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। খুবই সোজা। একেবারে পানির মতো সোজা।"

বল্টু বলল, "যদি পরীক্ষায় আসে একটি টুথপেস্টের ভেতরে কয় ফুট কয় ইঞ্চি টুথপেস্ট থাকে, তাহলে শুধু আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। আর কেউ তার উত্তর দিতে পারবে না।"

নান্টু বলল, "আমিও পারব। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি।"

"হ্যাঁ। খালি আমি আর তুই। আর কেউ পারবে না।"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু দেখিস, পরীক্ষায় স্যারেরা আর আপারা কখনোই এ প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেবে না। সব আজেবাজে, আলতু-ফালতু প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেবে।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল "ঠিক বলেছ, বল্টু ভাইয়া।"

বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "আয়, এখন টুথপেস্টগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলি। আম্মু দেখলে এমন চিৎকার শুরু করবে যেন কী না কী হয়ে গেছে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে থাকা টুথপেস্টটুকু টিউবের ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে বল্টু আবিষ্কার করল কাজটা খুব সহজ নয়। মিনিট দশেক চেষ্টা করে আবিষ্কার করল, কাজটা শুধু যে সহজ না, তা নয়—কাজটা খুব কঠিন। আরও মিনিট দশেক চেষ্টা করে বল্টু ও নান্টু বুঝতে পারল, কাজটা অসম্ভব। টুথপেস্ট একবার টিউব থেকে বের হয়ে গেলে সেটা আর ভেতরে ঢোকানো যায় না। চেষ্টা করতে গিয়ে দুজনের হাত-মুখ এবং জামা টুথপেস্টে মাখামাখি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বল্টু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে।"

"কী বুদ্ধি?"

"টুথপেস্টটা একটা কাপের মধ্যে রেখে দেব।"

"কাপের মধ্যে?"

"হ্যাঁ।" বল্টু বড় বড় চোখ করে বলল, "তাহলে টুথপেস্ট নেওয়া আরও সোজা হবে। টিপে টিপে আর নিতে হবে না। টুথব্রাশটা দিয়ে কাপের মধ্যে একটা খাবলা দিলেই টুথব্রাশে টুথপেস্ট লেগে যাবে। ঠিক বলেছি না?"

নান্টু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বলেছ, বল্টু ভাইয়া। একদম ঠিক বলেছ।"

রাতের বেলা ঘুমানোর আগে রিতু টুথপেস্টটা খুঁজে না পেয়ে যখন এঘর-ওঘর করছে তখন বল্টু তাকে সাহায্য করল, বলল, "আম্মু, তুমি কি টুথপেস্ট খুঁজছ?"

"হ্যাঁ," রিতু চোখ ছোট ছোট করে সন্দেহের চোখে বলল, "তুই নিয়েছিস নাকি?"

"আমি নিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছি।"

"কোথায়?"

www.MurchOna.com

"ওই যে কাপের মধ্যে বের করে রেখেছি। এখন তোমাকে আর টিপে টিপে বের করতে হবে না। তুমি কাপের মধ্যে খাবলা দিয়ে টুথপেস্ট নিয়ে নিতে পারবে।" বল্টু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমাকে টুথব্রাশটা দাও, আমি দেখিয়ে দেই।"

রিতু টুথব্রাশটা না দিয়ে খপ করে বল্টুর কানটা ধরার চেষ্টা করল, বলল, "তবে রে পাজি ছেলে! নতুন টুথপেস্টটা এভাবে শেষ করেছিস? একবার কেউ ধরে নাই পর্যন্ত ..."

বল্টু কোনোভাবে নিজের কানটা ছুটিয়ে বলল, "আমি মোটেও শেষ করি নাই। সবটুকু আছে কাপের মধ্যে। সবটুকু আছে।"

রিতু বল্টুর কোনো কথা শুনতে রাজি হলো না। চিৎকার করে পুরো বাসায় তুলকালাম করে ফেলল। বল্টু এত অবাক হলো, সেটা আর বলার মতো নয়। এই ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে এত হইচই করার কী আছে, সে বুঝতেই পারল না। যতই বড় হচ্ছে, বড় মানুষদের বিচারবুদ্ধির ওপর ততই সে আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

বল্টু যখন কোনো কিছুর দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তখন রিতু ঘাবড়ে যায়। তার কারণ, এর দু-এক দিনের ভেতরই সেই জিনিসটা নিয়ে একটা মহা ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। তাই যেদিন রিতু দেখল বল্টু তার একটা শাড়ির দিকে চোখ ছোট ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তখন সে একটু নার্ভাস হয়ে গেল। বল্টুর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর উঁচু করে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী দেখছিস এভাবে?"

"তোমার শাড়িটা দেখছি।"

"তুই আগে আমার শাড়ি দেখিস নি? এখন এভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন?"

রিতুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বল্টু বলল, "আম্মু, তোমার শাড়ি এত লম্বা কেন?"

"আমার শাড়ি মানে? সবার শাড়িই তো লম্বা হয়। শাড়ি লম্বা না হলে মানুষ শাড়ি পরবে কেমন করে!"

উত্তরটা বল্টুর খুব পছন্দ হলো না, বলল, "আম্মু, শাড়ির এত লম্বা হওয়া ঠিক হয় নাই। কত কাপড় নষ্ট করেছ।"

রিতু বলল, "তোর সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।"

বল্টু অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না, বলল, "আম্মু, শাড়িটাকে মাঝখান দিয়ে কাটলেই তো দুইটা শাড়ি হয়ে যায়।"

রিতু ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার! যদি আমার শাড়িটাতে হাত দিয়েছিস! শাড়ি যে লম্বা হয় তার কারণ আছে, বুঝেছিস?"

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল "বুঝি নাই। তুমি এত চিকন, তোমার এত লম্বা শাড়ি লাগবে কেন?"

রিতু এবার বল্টুকে ধমক দিয়ে বিদায় করে দিল। কাজটা যে ভালো হলো না সেটা সে তখনই অনুমান করতে পেরেছিল।

খানিকক্ষণ পরই দেখা গেল, বল্টু ও নান্টু টেবিলের নিচে বসে কথা বলছে। বল্টুর হাতে একটা খাতা আর কলম, সে গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝলি নান্টু, এখন পর্যন্ত আমরা দেশের জন্যে কোনো কাজ করি নাই। আমরা ছোট বলে কেউ কিছু করতে দেয় না। কিন্তু আমাদের দেশের জন্যে কাজ করতে হবে।"

নান্টু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"দেশের জন্যে দরকার হচ্ছে ভাত আর কাপড়।"

নান্টু বলল, "শুধু শুধু ভাত তো খাওয়া যাবে না। একটা ডিমভাজা না হলে ডাল ..."

বল্টু নান্টুকে কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "হ্যাঁ সেটা তো লাগবেই। কিন্তু আমরা তো সারা দেশের সব মানুষের জন্যে ভাত , ডিম আর ডাল দিতে পারব না। তবে মনে কর কাপড়ের ব্যাপার কিছু একটা করতে পারব।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কী করতে পারব?"

"এই দেখ, আমি হিসাব করেছি।" বল্টু খাতাটা দেখাল, "দেশে মানুষ হচ্ছে চৌদ্দ কোটি। তার মধ্যে অর্ধেক মেয়ে, অর্ধেক ছেলে। তার মানে, মেয়ে হচ্ছে সাত কোটি। এই সাত কোটির মধ্যে মনে কর অর্ধেক ছোট আর অর্ধেক বড়। যারা ছোট তারা জামা পরে, টি-শার্ট পরে। কিন্তু যারা বড় তারা সবাই শাড়ি পরে। তারা মানে, এই দেশের সাড়ে তিন কোটি মেয়ে শাড়ি পরে।"

নান্টু হিসাবটা খুব ভালো বুঝল না, কিন্তু বল্টুর ওপর তার বিশ্বাস আছে। তাই সে মাথা নেড়ে মেনে নিল। তবে শাড়ি পরার ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝল না। বল্টু অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এটা বোঝানো শুরু করল; নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি কখনো দেখেছিস একটা শাড়ি কত লম্বা?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "দেখেছি।"

"আমি মেপে দেখেছি, একটা শাড়ি হচ্ছে ছয় গজ লম্বা। তুই বল, এত লম্বা হওয়ার কোনো দরকার আছে?"

বল্টু কোন উত্তরটা শুনতে চাইছে নান্টু সেটা আন্দাজ করতে পারল। তাই সে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "কোনো দরকার নাই।"

"এই দেখ, তুই ব্যাপারটা বুঝেছিস। কিন্তু আম্মুকে বোঝাতেই পারলাম না।"

বল্টুকে খুব হতাশ দেখা গেল। তখন নান্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "চাচি কী বলেন?"

"আমি আম্মুকে বলেছি, আম্মু, তুমি তোমার শাড়িটা মাঝখান থেকে কেটে দুই ভাগ করে ফেলো, তাহলে এটা দুইটা শাড়ি হয়ে যাবে। এত লম্বা শাড়ির তো কোনো দরকার নেই।"

"চাচি কী বললেন?"

"আম্মুর কথা বলে লাভ নাই! আমার কথা তো শুনলই না, উল্টা আমাকে ঝাড়ি!"

বল্টু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "বড় মানুষদের নিয়ে বিরাট সমস্যা। তারা মনে করে তারা যেটা জানে সেটাই ঠিক। অন্য একজনের কথা তারা শুনতেই চায় না। যদি মনে কর আম্মুকে রাজি করাতে পারতাম, তাহলে সবাইকে বলতে পারতাম, একটা শাড়ি ইকুয়েলস টু দুইটা শাড়ি! দেশে কাপড়ের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত!"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি কি আমার আম্মুকে বলে দেখব?"

বল্টু হাত নেড়ে বলল, "কোনো লাভ নাই। তোর আম্মুও রাজি হবে না। বড় মানুষরা সবাই এক রকম।"

"তাহলে কী করবে, বল্টু ভাই?"

"আমি অনেক চিন্তা করে একটা প্ল্যান করেছি।"

নান্টুকে এবার একটু উৎসাহী দেখাল, বলল, "কী প্ল্যান?"

"আমরা যদি নিজেরা শাড়িটার মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলি তাহলে আম্মু আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটা আস্তে আস্তে করি, তাহলে?"

"আস্তে আস্তে?"

"হ্যাঁ। মনে কর আজকে আম্মুর শাড়ির এক পাশ থেকে ছয় ইঞ্চি কেটে রাখলাম, তাহলে আম্মু টেরই পাবে না। কয়েক দিন পর আরও ছয় ইঞ্চি— এভাবে আস্তে আস্তে যদি শাড়িটা ছোট করতে থাকি তাহলে আম্মু বুঝতে পারবে না। তোর কী মনে হয়?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু আম্মুরা কীভাবে কীভাবে জানি সবকিছু বুঝে ফেলে, তাদের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না।"

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল, "সেটা তুই ঠিকই বলেছিস। আমি যে সময় কিছু একটা করি, আম্মু আমার মুখ দেখলেই সেটা বুঝে ফেলে।"

"তাহলে কী করবে?"

"সেই জন্যে তো আর থেমে থাকলে হবে না! আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে!"

কাজেই বল্টু সেদিন খুব সাবধানে তার আম্মুর একটা শাড়ির ছয় ইঞ্চি কেটে আলাদা করে ফেলল। বল্টুর ধারণা সত্যি, রিতু সেটা বুঝতে পারল না। বল্টুর উৎসাহ তখন আরও বেড়ে গেল। দুই দিন পর সে আরও ছয় ইঞ্চি কেটে ফেলল। রিতু সেটাও বুঝতে পারল না। বল্টুর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল প্রায় দশ গুণ।

সপ্তাহ দুয়েক পর রিতু একদিন শাড়িটা পড়তে গিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "ব্যাপার কী! এই শাড়িতে কুঁচিটা ঠিক করে আসছে না কেন?"

রাজু কাছাকাছি ছিল, বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি কুঁচি বিশেষজ্ঞ না।"

বল্টু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হবে আম্মু, হবে! আরেকটু টাইট করে পরো, তাহলেই হবে।"

বল্টুর কথা শুনে রিতু আর রাজু দুজনই তার দিকে ঘুরে তাকাল। দুজনই বুঝে গেল এতে বল্টুর কোনো হাত আছে। রিতু প্রথমে তার শাড়ির দিকে তাকাল, তারপর বল্টুর দিকে। তারপর চোখ বড় বড় করে বলল, "শাড়িটা ছোট কেন?"

বল্টু বলল, "না, আম্মু। ছোট না! তুমি আরেকটু টাইট করে পরলেই হবে।"

"টাইট করে পরব? শাড়ি টাইট করে পরে কেমন করে?" রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী করেছিস, বল?"

বল্টুর ব্যাখ্যা দিতে হলো না, শাড়িটা খুলে অন্য শাড়ির সঙ্গে মাপ দিয়ে দেখা গেল, সেটা আড়াই ফুট ছোট। দিনে ছয় ইঞ্চি করে বল্টু পাঁচ দিনে আড়াই ফুট কেটেছে। রাজু রক্ষা না করলে বল্টুর কপালে সেদিন অনেক বড় দুঃখ ছিল।

বিকেলবেলায় টেবিলের নিচে নান্টু আর বল্টুকে আবার দেখা গেল। বল্টুর মেজাজ ভালো না। নান্টু তাই কোনো কথা না বলে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর বল্টু বলল, "তুই এখন বুঝতে পারছিস তো

www.MurchOna.com

আমাদের দেশে কেন কোনো উন্নতি হয় না? শুধু আমাদের আব্বু আর আম্মুদের জন্যে। তারা কোনো কিছু বুঝতে চায় না!"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "তুই চিন্তা কর, আম্মু ভেবেছে আমি নাকি দুষ্টুমি করার জন্যে শাড়িটা কেটেছি! আমি কোনো দিন কোনো দুষ্টুমি করেছি?"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "না।"

"আম্মুকে তো বোঝানোই গেল না, অনেক কষ্ট করে আব্বুকে বুঝিয়েছি যে দেশের কাপড়ের অভাব মেটানোর জন্যে এটা একটা গবেষণা ছিল।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "চাচা বুঝেছেন?"

"বুঝাতে কি চায়? বড় মানুষরা কিছু বুঝতে চায় না।"

"তারপর চাচি কী বলেছেন?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুই বিশ্বাস করবি না আম্মু কী বলেছে! আম্মু বলেছে, আমার সবগুলো শার্ট, টি-শার্ট বুকের কাছে কেটে অর্ধেক করে দেবে। আর এখন থেকে প্যান্ট না পরে আমাকে পরতে হবে ছোট ছোট টাইট নেংটি। নেংটি পরে নাকি স্কুলে যাব! এভাবে নাকি কাপড়ের সমস্যা মিটে যাবে! আমাকে দিয়েই নাকি দেশের কাপড়ের সমস্যা মেটানোর কাজ শুরু হবে।"

নান্টু চোখ বন্ধ করে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল। বল্টু চোখ পাকিয়ে বলল, "কী হলো? তুই হাসছিস কেন?"

"তুমি বুক পর্যন্ত কাটা শার্ট আর ছোট টাইট নেংটি পরে স্কুলে গেলে তোমাকে দেখতে কেমন লাগবে, সেইটা চিন্তা করে একটু হাসি পেয়েছে।"

বল্টু বলল, "খবরদার! হাসবি না।"

নান্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে, হাসব না।"

কদিন পরের ঘটনা। রিতু একটা কেক বানাচ্ছে, তার মাখন লাগবে। হাত দুটো ব্যস্ত বলে বল্টুকে ডেকে বলল, "বল্টু, ফ্রিজ থেকে মাখনের ট্রেটা দিয়ে যা তো।"

বল্টু রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুলে ভেতরে তাকিয়ে রইল। ফ্রিজের ভেতরে এত রকম জিনিস থাকে সেটা সে আগে খেয়াল করে দেখে নাই। সে অবাক হয়ে ডেকচি, বাটি, বোতল, সবজি, ডিম, দুধ, পানির বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক মাথা কাজ করতে শুরু করল।

রিতু কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, "কী হলো!"

www.MurchOna.com

বল্টু কোনো জবাব না দিয়ে ফ্রিজের ভেতর তাকিয়ে রইল। রিতু বুঝে গেল বল্টুর মস্তিষ্ক অন্য কিছুতে কাজ করতে শুরু করছে! তাই সে নিজেই এল মাখনটা নিতে। এসে দেখে, বল্টু ফ্রিজের দরজা খুলে ভেতরে একদৃষ্টে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। রিতু মাখনটা নিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

বল্টু বলল, "আম্মু দেখেছ, ফ্রিজের ভেতরে কত জিনিস!"

রিতু বলল, "ফ্রিজে জিনিস থাকবে না তো কোথায় থাকবে?"

"কিন্তু আম্মু, দেখেছ ভেতরে কত জায়গা নষ্ট হয়েছে?"

"জায়গা নষ্ট হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এই দেখো আলুগুলি গোল গোল। আলু যদি গোল না হয়ে চারকোণা হতো তাহলে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে কত বেশি আলু রাখা যেত, তুমি জানো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আলু চারকোণা হয় না, আলু হয় গোল।"

বল্টু নিরুৎসাহ হলো না, বলল, "কিন্তু ডেকচিগুলি তো চারকোণা হতে পারত। আর পানির বোতল। এইগুলি তো চারকোণা বানানো যেত।"

"ঠিক আছে, তুই যখন বড় হবি তখন তুই আর তোর বউ মিলে তোর বাসার ফ্রিজে সব চারকোণা জিনিস রাখিস। চারকোণা আলু, চারকোণা পেঁপে, চারকোণা ডিম ..."

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, "আম্মু, তুমি ঠিকই বলেছ। ডিমগুলো হওয়া উচিত ছিল চারকোণা।"

"থাক, হয়েছে," রিতু বলল, "এই গোল ডিম পাড়তেই মুরগির বারোটা বেজে যায়। চারকোণা ডিম পাড়তে হলে মুরগির খবর হয়ে যাবে।"

"কেন আম্মু, মুরগির কেন খবর হবে?"

কাজেই রিতুর তখন অনেক সময় নিয়ে বল্টুকে বোঝাতে হলো, কেন মুরগির গোল ডিম পারতে হয়, কেন চারকোণা ডিম পাড়তে পারবে না।

কয়েক দিন পর দুপুরবেলা রাজু আর রিতু খেতে বসেছে, দেখা গেল ডালটাতে একটা টক টক গন্ধ। আগের রাতে মাছ রান্না করা হয়েছিল। বড় বড় চোখে সেই মাছ বাটিতে শুয়ে শুয়ে রাজু আর রিতুর দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে রাজুর আর খাওয়ার সাহস হলো না। সে রিতুকে বলল, "একটা ডিম ভাজা করে খেয়ে ফেলি।"

রিতু বলল, "তুমি বসো, আমি ভেজে আনছি।"

পেঁয়াজ, মরিচ কুচি করে কেটে বাটিতে রেখে দুটো ডিম নেওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলে ডিমে হাত দিয়েই রিতু চিৎকার করে পিছনে সরে এল। রাজু ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রিতু ভয়ে ভয়ে ডিমগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই দেখো।"

রাজু বলল, "কী দেখব?"

"ডিম! হাত দিয়ে দেখো।"

রাজু ডিমটা হাত দিয়ে ধরে চমকে পিছনে সরে এল। ডিমগুলো নরম থলথলে। উপরের শক্ত খোসাটা নেই। রাজু অবাক হয়ে ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কে এনেছে এই ডিম?"

"কেউ আনে নাই। ডিমগুলো এই রকম হয়ে গেছে।"

রাজু বলল, "নিজে থেকে ডিম এ রকম হয়ে যাবে কেমন করে?"

"কালকেও ভালো ছিল।"

রাজু একটু এগিয়ে আবার সাবধানে ডিমটা ধরে টেনে ওপরে তুলল। একেবারে তুলতুলে নরম, মনে হয় কেউ বেলুনে পানি ভরে রেখেছে! সে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, ঠিক তখন বল্টু দড়াম করে দরজা খুলে এসে ঢুকল। রাজুকে একটা ডিম ধরে রাখতে দেখে চিৎকার করে বলল, "আমার ডিম! আমার ডিম!"

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "তোর ডিম মানে? তুই কবে থেকে ডিম পাড়া শুরু করেছিস?"

"আমি ডিম পাড়ি নাই, আমি এটা বানিয়েছি।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "তুই ডিমগুলোর এই অবস্থা করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"অনেক গবেষণা করে বের করতে হয়েছে। ডিমগুলোকে এসিডে চুবিয়ে দিলে ওপরের খোসাটা গলে ভুরভুর করে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়!"

রিতু আঁতকে উঠে বলল, "এসিড? তুই এসিড কোথায় পেয়েছিস?"

বল্টু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি কতবার আব্বুকে বলেছি একটু সালফিউরিক না হলে হাউড্রোক্লোরিক এসিড কিনে দিতে! আব্বু তো দিচ্ছে না ..."

"তাহলে?"

"তাই ভিনেগারে চুবিয়ে রেখেছি। খাঁটি এসিড দিলে এক মিনিটে হয়ে যেত, ভিনেগার দিয়ে সারা রাত লেগেছে!"

www.MurchOna.com

রাজু ধরে রাখা নরম তুলতুলে ডিমটা সাবধানে ফ্রিজে রেখে বলল, "সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু ডিমটা এই রকম নরম তুলতুলে করলি কী জন্যে?"

"আব্বু, তুমি জানো মুরগিদের ডিম পাড়তে কত কষ্ট হয়?"

রাজু বলল, "আমি তো আর মুরগি না, আমি জানব কেমন করে?"

"মুরগিদের ডিম যদি তুলতুলে নরম হয় তাহলে ওদের কোনো কষ্ট হবে না।"

সবকিছু বুঝে ফেলার মতো ভঙ্গি করে রাজু বলল, "ও আচ্ছা।"

"আব্বু, এখন আমার এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করতে হবে। আমার এখন একটা মুরগি দরকার।"

"মুরগি?"

"হ্যাঁ। সেই মুরগিটাকে আচ্ছামতো ভিনেগার খাওয়াতে হবে, তাহলে দেখবে তার তুলতুলে নরম ডিম হবে! ঠিক আছে?"

রাজু বলল, "ঠিক আছে।"

"মুরগি যখন দেখবে তাদের ডিম পাড়তে কোনোই কষ্ট নাই তখন তারা অনেক বেশি ডিম পাড়বে।"

"নিশ্চয়ই পাড়বে।"

"তুমি অফিস থেকে আসার সময় একটা মুরগি নিয়ে এসো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

বিজ্ঞানী ছেলেকে মানুষ করা কঠিন, রাজু আর রিতু সেটা অনেক দিন হলো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে!

www.MurchOna.com

৬. সায়েন্টিস্ট যখন ভূয়া

একদিন বিকেলবেলা নান্টু এসে বল্টুকে বলল, "বল্টু ভাইয়া, আমেরিকা থেকে সবুজ ভাইয়া আসবে।"

www.MurchOna.com

বল্টু একটা লোহার ওপর তিরিশ গেজের এনামেল কোটেড তার প্যাঁচাচ্ছিল। সে প্যাঁচটা ধরে রেখে বলল, "সবুজ ভাইয়া কে?"

"একজন সায়েন্টিস্ট। আমাদের একরকমের ভাই।"

বল্টু প্যাঁচানো থামিয়ে বলল, "সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কোনো দিন সত্যিকারের সায়েন্টিস্ট দেখি নাই। তোর সবুজ ভাইয়া এলে আমাকে ডাকিস, আমি দেখতে যাব।"

নান্টু কয়েক দিন পর বল্টুকে খবর দিল যে সবুজ ভাইয়া এসেছে, আর বল্টু তখন তাকে দেখতে গেল। বিজ্ঞান নিয়ে তার কয়েকটা প্রশ্ন ছিল। কেউ সেগুলোর উত্তর দিতে পারছে না, নান্টুর সবুজ ভাইয়াকে সেগুলো জিজ্ঞেস করা যাবে। নান্টুর বাসায় গিয়ে দেখল, চশমা পরা একজন মানুষ টেবিলের ওপর পা তুলে টেলিভিশন দেখছে। বল্টু কখনো টেলিভিশন দেখে না, তার টেলিভিশন দেখতে ভালোই লাগে না। টেলিভিশনে তার সবচেয়ে খারাপ লাগে হিন্দি সিনেমা। সেখানে হয় মোটা মোটা মানুষ একজন আরেকজনকে পেটাচ্ছে, না হলে মেয়েরা আর ছেলেরা একসঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচছে। সবুজ ভাইয়া চোখ বড় বড় করে টেলিভিশনে একটা হিন্দি সিনেমা দেখছে বলে বল্টুর খুবই মন খারাপ হলো। একজন সায়েন্টিস্ট হলে তার যে রকম এলোমেলো চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ভুসভুসে টি-শার্ট আর রং ওঠা জিনসের প্যান্ট থাকা উচিত—সে রকম কিছু নাই। গায়ের রং ফরসা, মুখটা তেলতেলে, চুলগুলো খুব ভালো করে আঁচড়ে সমান করে রাখা।

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া, এই হচ্ছে বল্টু ভাইয়া।"

"বল্টু!" সবুজ ভাইয়া হা হা করে হাসতে লাগল, "বল্টু আবার কারও নাম হয় নাকি! কদিন পর শুনব, ছেলের নাম রেখে ফেলেছে ইস্ক্রু!"

কথাটা শুনে বল্টুর খুব রাগ হলো, কিন্তু সে কোনো কথা বলল না। বড়দের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে হয় না, সেটা সে অনেক আগে আবিষ্কার করেছে। সেও তো বলতে পারত, "সবুজ আবার কারো নাম হয় নাকী? কয়দিন পরে শুনব ছেলের নাম রেখেছে বেগুনি!"

মুনিয়া কাছেই ছিল, সে বলল, "আমাদের বল্টু অনেক বড় সায়েন্টিস্ট!"

"তাই নাকি?" সবুজ ভাইয়া চোখ কপালে তুলে বলল, "বল্টু মিয়া, এখন পর্যন্ত কী কী আবিষ্কার করেছ? কী রকম করে নাট-বল্টু টাইট করতে হয়? বেশি টাইট করে আবার প্যাঁচ কেটে যায় নাই তো?" কথা শেষ না

www.MurchOna.com

করেই সবুজ ভাইয়া হা হা করে হাসতে লাগল। কোনো মানুষ হাসলে তাকে দেখতে ভালো লাগে, কিন্তু সবুজ ভাইয়া যখন হাসতে শুরু করল তখন তাকে কেন জানি দেখতে আরও ভয়ঙ্কর দেখাতে লাগল। ভেতরে ভেতরে বল্টুর রাগ উঠছিল, কিন্তু সে কিছু বলল না।

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "সবুজ ভাইয়া, আপনি কী কী আবিষ্কার করেছেন?"

সবুজ ভাইয়া হঠাৎ মুখটা গম্ভীর করে বলল, "তোমরা সেগুলো বুঝবে না।"

মুনিয়া বলল, "তুমি বলে দেখো, সবুজ ভাইয়া। আমাদের বল্টু বুঝবে! সে থিওরি অব রিলেটিভিটির ওপর গবেষণা করেছে। তাই না, বল্টু?"

বল্টু একটু লজ্জা পেল, সেই থিওরি অব রিলেটিভিটির কথাটা বললে এখন মহা লজ্জার ব্যাপার হবে। মুনিয়া আপা অবশ্য আর কিছু বলল না। সবুজ ভাইয়া বলল, "তোমরা ছোট বাচ্চা, রিসার্চের কী বুঝবে? সেমিকন্ডাক্টরের নাম শুনেছ?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি।"

সবুজ ভাইয়া একটু থতমত খেয়ে বলল, "নাম হয়তো শুনেছ কিন্তু সেটা কীভাবে কাজ করে নিশ্চয়ই জানো না।"

বল্টু বলল, "জানি।"

সবুজ ভাইয়া কেন জানি রেগে উঠল, বলল, "কী জানো?"

"কেমন করে ট্রানজিস্টার বানায়, ডায়োড বানায়।"

"এন-টাইপ, পি-টাইপ শুনেছ?"

বল্টু আবার মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি। এনপি দিয়ে তৈরি হয় ডায়োড। এনপিএন আর পিএনপি দিয়ে হয় ট্রানজিস্টার। সিলিকন হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর, ফসফরাস দিয়ে বানায় এন-টাইপ, বোরন দিয়ে বানায় পি-টাইপ ..."

মুনিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে বলল, "দেখেছ, সবুজ ভাইয়া, দেখেছ? আমি বলেছিলাম না, আমাদের বল্টু বিরাট সায়েন্টিস্ট!"

সবুজ ভাইয়া কিন্তু মুনিয়ার মতো খুশি হলো না, উল্টো কেমন জানি রেগে গেল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল, বল্টু যেন তাকে অপমান করে ফেলেছে। বল্টুর মতো এইটুকুন একটা ছেলে যে টুকটুক করে সবকিছু বলে ফেলছে, এটা দেখে যে মজা লাগতে পারে সবুজ ভাইয়া সেটা বুঝতেই পারল না, বরং গম্ভীর মুখে বলল, "দেখো মুনিয়া, সায়েন্স বা বিজ্ঞান জিনিসটা আসলে ঠাট্টা-তামাশার জিনিস না। এটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার।

www.MurchOna.com

বিজ্ঞানের দুই-চারটা টার্ম জেনে গেলেই বিজ্ঞান জানা হয় না। বিজ্ঞান জানতে হলে তার ভেতরে যেতে হয়। তার জন্যে দরকার ম্যাথমেটিকস ..."

মুনিয়া বলল, "সবুজ ভাইয়া, আমাদের বল্টুর বয়স মাত্র আট! তাকে আরও একটু বড় হতে দাও। সে ম্যাথমেটিকস শিখবে। ক্যালকুলাস শিখবে। জিওমেট্রি শিখবে। তাই না, বল্টু?"

বল্টু কিছু বলার আগে নান্টু মাথা নেড়ে বলল, "বল্টু ভাইয়া আরও কঠিন কঠিন জিনিস শিখবে।"

সবুজ ভাইয়া কেন জানি আরেকটু রেগে উঠল, বলল, "আমি তোমাদের ব্যাপারটা বোঝাতে পারি নাই মনে হচ্ছে। সায়েন্স মানে কিছু জিনিসের নাম মুখস্থ করা না। সায়েন্স মানে হচ্ছে অ্যাটিচ্যুড বা দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। আট বছরের একটা বাচ্চার সেটা হয় না।"

মুনিয়া বলল, "হয় সবুজ ভাইয়া, হয়! তুমি আমাদের বল্টুকে চেনো নাই।"

সবুজ ভাইয়া এবার মুনিয়ার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, বলল, "তোমাদের সাথে কথা বলা যায় না। কোনো জিনিস তোমরা বুঝতে চাও না, খালি তর্ক কর।" তারপর মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রাগ-রাগ চোখে বলল, "তুমি কি বিজ্ঞান পড়ো ঠিক করে?"

মুনিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, "পড়ি।"

"যাও, তোমার বিজ্ঞান বইটা নিয়ে এসো। দেখি, তুমি কতটুকু বিজ্ঞান জানো!"

ঠিক সে সময় নান্টুর আম্মু বাইরের ঘরে এলেন। সবাইকে দেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "কী নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে?"

সবুজ ভাইয়া বলল, "মুনিয়ার বিজ্ঞান পড়া নিয়ে কথা বলছিলাম, আন্টি!"

নান্টুর আম্মুর মুখটা খুশি-খুশি হয়ে উঠল। সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, তুমি যে কয় দিন আছ এই ছেলেমেয়ের লেখাপড়াটা একটু দেখো দেখি। এত ফাঁকিবাজ হয়েছে যে পড়তেই চায় না!"

সবুজ ভাইয়া মুখটাকে কঠিন করে বলল, "আপনি চিন্তা করবেন না আন্টি, আমি দেখব!" তারপর মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "মুনিয়া, যাও তোমার বইটা নিয়ে আসো!"

মুনিয়া মুখটা কালো করে তার বই আনতে গেল।

দুই দিন পর নান্টু এসে বল্টুকে খবর দিল যে সবুজ ভাইয়ার যন্ত্রণা খুব বেড়েছে। বল্টু বলল, "আমি যেদিন দেখলাম সবুজ ভাইয়া হিন্দি সিনেমা দেখছে, তখনই বুঝেছিলাম সমস্যা আছে।"

নান্টু বলল, "বড় সমস্যা।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "কী করে সবুজ ভাইয়া?

নান্টু বলল, "খালি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। আর প্রশ্নের উত্তর না পারলে শুধু টিটকারি মারে।"

"আর কী করে?"

"খালি আমেরিকার গল্প করে।"

"আর কী করে?"

"সবকিছুকে গালি দেয়।"

"আর কী করে?"

"টেলিফোনে কথা বলে।"

"আর কী করে?"

"আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়।"

বল্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া ভুয়া সায়েন্টিস্ট।"

"কেন?"

"আসল সায়েন্টিস্ট কোনো দিন চুল আঁচড়ায় না। আসল সায়েন্টিস্টদের চুল সব সময় আউলাঝাউলা থাকে। আইনস্টাইনের চুল দেখিস নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল, সে আইনস্টাইনের চুল দেখেছে। কেউ বল্টুর ঘরে আসবে আর আইনস্টাইনের ছবি দেখবে না, সেটা তো হতে পারে না!

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া?"

"কী।"

"তুমি কি সবুজ ভাইয়াকে কিছু করতে পারবে, যেন আমাকে আর আপুকে ডিস্টার্ব না দেয়।"

বল্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "একটা ইনডাকশন কয়েল বানাচ্ছি। এটা শেষ হলে ইলেকট্রিক শক দিতে পারি।"

"সেটা কবে শেষ হবে?"

"দু-এক দিন লাগবে।"

নান্টু একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "অ।"

নান্টু চলে যাওয়ার পর বল্টু অনেকক্ষণ ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে হেঁটে চিন্তা করল। নান্টু আর মুনিয়াকে সবুজ ভাইয়া এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছে। যদি সে কিছু একটা করতে না পারে তাহলে কেমন করে

হবে? বল্টু চিন্তা করে করে শেষ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনা করে সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে নান্টুদের বাসায় রওনা দিল। সঙ্গে নিল একটা ব্যাগ। ব্যাগে কিছু দরকারি জিনিসপত্র।

নান্টুদের বাসায় গিয়ে দেখল, পড়ার টেবিলে মুনিয়া আর নান্টু। সামনে একটা চেয়ারে সবুজভাইয়া বসে বসে তাদের পড়া ধরছে। তার মুখটা শক্ত হয়ে আছে। দেখে মনে হয় আরেকটু হলেই মুনিয়া না হয় নান্টুকে কামড়ে দেবে।

বল্টুকে দেখে নান্টুর মুখ খুশি-খুশি হয়ে উঠল। সে চোখ বড় বড় করে বলল, "বল্টু ভাইয়া এসেছে!"

মুনিয়ার মন-মেজাজ খুব খারাপ, সে জিজ্ঞেস করল, "বল্টু, তোমার ব্যাগের ভেতরে কী?"

বল্টু ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আমি আসলে সবুজ ভাইয়াকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি!"

সবুজ ভাইয়া মুখটা বাঁকা করে জিজ্ঞেস করল, "কী প্রশ্ন?"

"বিজ্ঞানের প্রশ্ন।"

সবুজ ভাইয়া এবার মুখটা আরও বাঁকা করে বলল, "ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করো। আমি আজকে মুনিয়াকে নিউটনের সূত্র শেখাচ্ছি। কিছুই জানে না। নো কনসেপ্ট।"

মুনিয়ার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। কিন্তু বল্টু সেটা না দেখার ভান করে বলল, "আসলে আমার প্রশ্ন তিনটা।"

সবুজ ভাইয়া তাচ্ছিল্যের একটা হাসি হেসে বলল, "করে ফেলো।"

"প্রথম প্রশ্ন হলো, আপনি কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারেন?"

সবুজ ভাইয়া ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে?"

"আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারেন?"

"পারব না কেন?" সবুজ ভাইয়া বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার প্রশ্ন আমি বুঝতে পারছি না।"

বল্টু তখন প্রশ্নটা আরেকটু বোঝাল, "আমরা সবাই তো দুই পায়ে দাঁড়াই। কিন্তু যদি দরকার হয় তাহলে কি এক পায়ে দাঁড়াতে পারব?"

"পারব না কেন?"

"সব জায়গায়? সব সময়?"

সবুজ ভাইয়া বিরক্ত হয়ে বলল, "আরে বাবা, আমি যদি এক জায়গায় এক পায়ে দাঁড়াতে পারি, তাহলে অন্য জায়গায় পারব না কেন?"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "চিন্তা করে উত্তর দেন।"

www.MurchOna.com

সবুজ ভাইয়া রেগে উঠল, বলল, "আমার সাথে ঢঙ কোরো না ছেলে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে আমার চিন্তা করতে হবে না।"

বল্টু বলল, "আসলে আপনি এক পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। আমি যদি আপনাকে বলি ওই দেয়ালটার পাশে গিয়ে পায়ের ডান দিক আর শরীরের ডান দিক দেয়ালটার সাথে লাগান, তাহলে আপনি আর আপনার ডান পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল, "আর যদি পারি?"

"পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "আর যদি পারি?"

"পারবেন না।"

"তুমি কীভাবে এত শিওর হলে?" মনে হলো সবুজ ভাইয়ার নাক দিয়ে আগুন বের হচ্ছে।

"আপনি চেষ্টা করে দেখেন।"

সবুজ ভাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আর আমি যদি পারি তাহলে তোমাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেব। ঠিক আছে?"

বল্টু বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছা!"

নান্টু আর মুনিয়া চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আর তার মধ্যে সবুজ ভাইয়া হেঁটে হেঁটে দেয়ালের কাছে গেল। ডান পাটা দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে অন্য পা ওপরে তোলার জন্য প্রস্তুত হলো। সবাই সবুজ ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়েছিল এতক্ষণ। সেই মুখে ছিল এক ধরনের রাগ। হঠাৎ সে রাগটা চলে গিয়ে সেখানে বোকা বোকা একটা ভাব চলে এসেছে। নান্টু আর মুনিয়া দুজনই বুঝতে পারল, সবুজ ভাইয়া এক পায়ে দাঁড়াতে পারছে না। কোনো একটা ম্যাজিক ঘটে গেছে!

নান্টুকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত দেখা গেল, সে "আম্মু, আব্বু, দেখে যাও, দেখে যাও" বলে চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতর ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে দুজনকেই ধরে নিয়ে চলে এল। দুজনই ভয় পেয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করছেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া সবুজ ভাইয়াকে ম্যাজিক করে দিয়েছে। এখন সবুজ ভাইয়া আর এক পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারছেন না!"

নান্টুর আম্মু বললেন, "আমি তো জানতাম, বল্টু সায়েন্টিস্ট! সে কি ম্যাজিকও জানে না কি?"

বল্টু বলল, "চাচি, এইটা ম্যাজিক না। এইটাও সায়েন্স। সব মানুষের একটা সেন্টার অব গ্র্যাভিটি থাকে। এক পায়ে দাঁড়াতে হলে শরীর বাঁকা

www.MurchOna.com

করে সেই পায়ের ওপর সেন্টার অব গ্র্যাভিটিটা আনতে হয়। সবুজ ভাইয়া দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছেন তো, তাই শরীর বাঁকা করতে পারছেন না। আর এ জন্যেই ওই পায়ের ওপর দাঁড়াতেও পারছেন না। খুবই সোজা জিনিস।"

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়া, এই সোজা জিনিস জানে না?"

সবুজ ভাইয়াকে কেমন যেন বোকা বোকা দেখায়। বাঁ পা তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিল। বিড়বিড় করে বলল, "ভেরি স্ট্রেঞ্জ। পিকিউলিয়ার। ইন্টারেস্টিং।"

বল্টু বলল, "চেষ্টা করে লাভ নাই, সবুজ ভাই। আপনি পারবেন না। কেউই পারবে না।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "আমিও না?"

"না, তুমি না, আমি না, মুনিয়া আপু না, চাচা-চাচি কেউ পারবে না।"

তখন সবাই দেয়ালের কাছে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখল, অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, এক পায়ে দাঁড়ানোর মতো খুব সোজা একটা কাজ হঠাৎ করে কেমন অসম্ভব হয়ে যায়!

নান্টুর আব্বু আর আম্মু চলে যাচ্ছিলেন। নান্টু তাদের থামাল। বলল, "আম্মু-আব্বু, তোমরা আগেই যেয়ো না। বল্টু ভাইয়ার আরও দুইটা প্রশ্ন আছে। তাই না, বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল, "হ্যাঁ, আছে।"

সবুজ ভাইয়াকে এবার কেমন জানি অস্বস্তির মধ্যে দেখা গেল। আমতা আমতা করে বলল, "ইয়ে মানে আবার ..."

নান্টুর আম্মু বললেন, "আরে সবুজ, তুমি আমেরিকার এত বড় সায়েন্টিস্ট। এই বাচ্চা ছেলের একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না!"

সবুজ ভাইয়া বলল, "না না, পারব না কেন। একশবার পারব।"

মুনিয়া মনে করিয়ে দিল, "আগেরটা কিন্তু পারো নাই।"

সবুজ ভাইয়া মুনিয়ার কথাটা না শোনার ভান করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার প্রশ্নটা কী?" তার গলার স্বর শুকনো। কথা বলার সময় জিব দিয়ে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল।

বল্টু এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "আমার একটা সিগারেট আর ম্যাচ দরকার।"

নান্টুর আব্বু পকেট থেকে তার সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললেন, "কেন? সিগারেট খাবে নাকি?"

"না চাচা, খাব না।" বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে আমার দরকার সিগারেটের আগুন।"

www.MurchOna.com

"ঠিক আছে, তাহলে আমাকে বলো কখন তোমার আগুনটা লাগবে। ততক্ষণ আমি কয়েক টান খেয়ে নিই।"

নান্টুর আব্বু সিগারেট ধরিয়ে একটা লম্বা টান দিলেন। নান্টুর আম্মু বিষদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, পারলে এক্ষুণি সিগারেটটা টেনে কুটিকুটি করে ফেলবেন!

বল্টু এবার সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "সবুজ ভাইয়া, সিগারেট দিয়ে কি আমার শার্টটা পোড়ানো যাবে?"

নান্টুর আম্মু বললেন, "ও মা! তুমি শার্টটা পোড়াতে চাচ্ছ কেন?"

বল্টু বলল, "না চাচি, আমি পোড়াতে চাচ্ছি না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করছি।"

নান্টর আব্বু সিগারেটটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সিগারেটের আগুন খুব গরম। ভেরি হাই টেম্পারেচার। কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

বল্টু সবুজ ভাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বলেন।"

সবুজ ভাইয়া আমতা আমতা করতে করতে বলল, "হ্যাঁ, ইয়ে, পুড়বেই তো।"

বল্টু তার ব্যাগ থেকে একটা কাপড়ের টুকরো বের করে আনে; তারপর সবুজ ভাইয়াকে বলে, "সবুজ ভাইয়া, আমি কাপড়টা ধরছি, আপনি সিগারেট দিয়ে এটা পুড়িয়ে একটা গর্ত করেন।"

বল্টু কাপড়টা টানটান করে ধরল। সবুজ ভাইয়া নান্টুর আব্বুর কাছ থেকে সিগারেটটা নিয়ে সেটা কাপড়ে ছোঁয়াতেই কাপড়ের মাঝে গোল একটা গর্ত হয়ে গেল। নান্টুর আব্বু বললেন, "আমি বলেছি না! সিগারেটের আগুন খুব ডেঞ্জারাস।"

বল্টু এবার মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে, আপনি কি সিগারেটের আগুন দিয়ে আমার শার্টে একটা গর্ত করতে পারবেন?"

সবুজ ভাইয়ার মুখে এবার একটা বদমায়েশি ধরনের হাসি ফুটে উঠল। হাসি-হাসি মুখে বলল, "পারব। আসো আমার কাছে।"

বল্টু বলল, "আপনি সামনে থেকে সিগারেটটা চেপে ধরবেন আর আমি পিছন থেকে শার্টের কাপড়টা ঠেলে ধরে রাখব।"

নান্টু ভয় পেয়ে বলল, "তোমার আঙুল পুড়ে যাবে, বল্টু ভাইয়া।"

"আঙুল দিয়ে চেপে ধরব না। অন্য কিছু দিয়ে ধরে রাখব।"

"কী দিয়ে ধরবে?"

বল্টু তার পকেট থেকে এক টাকার গোল একটা কয়েন বের করে বলল, "এই কয়েনটা দিয়ে।"

সবুজ ভাইয়া বলল, "তোমার যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে ধরো।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "ও মা! তোমার সুন্দর শার্টটা নষ্ট করবে? না না, পাগলামো করো না।"

বল্টু বলল, "চাচি, আপনি ভয় পাবেন না। সবুজ ভাইয়া আমার শার্ট পোড়াতে পারবেন না।"

"কে বলেছে?"

"আপনি দেখেন!"

বল্টু তখন শার্টের পিছনে এক টাকার কয়েনটা রেখে শার্টটাকে টানটান করে রেখে সবুজ ভাইয়ার কাছে গেল। বলল, "আপনি এখানে সিগারেট ধরে পোড়াতে পারবেন?"

"পারব।"

"কতক্ষণ লাগবে?"

"এক সেকেন্ড।"

বল্টু বলল, "ঠিক আছে। এক সেকেন্ড কেন, আপনাকে আমি পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম। কিন্তু আপনি পারবেন না।"

সবুজ ভাইয়া হাসি মুখ করে বলল, "দেখা যাক।"

নান্টুর আম্মু খুব আপত্তি করছিলেন। কিন্তু তার আগেই সবুজ ভাইয়া বেশ হিংস্রভাবে সিগারেটটা বল্টুর শার্টে চেপে ধরেছে। বল্টু বলল, "পুড়েছে, সবুজ ভাইয়া?"

সবুজ ভাইয়া সিগারেটটা ভালো করে চেপে ধরে বলল, "পুড়েছে।" তারপর সিগারেটটা সরিয়ে নিল।

বল্টু পিছন থেকে এক টাকার কয়েনটা সরিয়ে বলল, "আসলে পোড়ে নাই।"

শার্টে লেগে থাকা কালো ছাই সরিয়ে দেখা গেল আসলেই শার্ট এতটুকু পোড়ে নি।

সবুজ ভাইয়ার চেহারা কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল।

নান্টু জোরে জোরে হাততালি দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!"

নান্টুর আব্বু বললেন, "কী আশ্চর্য! শার্টটা পুড়ল না কেন?"

বল্টু এক টাকার কয়েনটা দেখিয়ে বলল, "এটার জন্যে! দেখেন এটা কত গরম! সিগারেটের আগুনের পুরো তাপটা এই কয়েনটা নিয়ে নিয়েছে— কাপড়টা পোড়ার জন্যে গরম হতেই পারে নি!"

নান্টুর আব্বু ও অন্য সবাই কয়েনটা নেড়েচেড়ে দেখল। সবুজ ভাইয়াই শুধু উৎসাহ দেখাল না। তাকে কেমন জানি বোকা বোকা দেখাতে লাগল।

www.MurchOna.com

নান্টুর আম্মু বললেন, "দেখেছ? আমাদের বল্টু আসলেই এক নম্বর সায়েন্টিস্ট!"

নান্টু বলল, "আমি তোমাকে বলেছি না আম্মু, বল্টু ভাইয়া অনেক বড় সায়েন্টিস্ট।"

মুনিয়া মনে করিয়ে দিল, "বল্টু, তোমার তিন নম্বর প্রশ্নটা শেষ করো।"

নান্টু হাততালি দিয়ে বলল, "তিন নম্বর! তিন নম্বর!"

বল্টু তখন তার ব্যাগ খুলে একটা বড় বাস্কেটবল আর একটা ছোট টেনিস বল বের করে সবুজ ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, "আমি যদি বাস্কেটবলের ওপরে টেনিস বলটা রেখে ওপর থেকে নিচে ফেলি তাহলে ড্রপ খেয়ে বল দুইটা কোথায় উঠবে?"

সবুজ ভাইয়া বলল, "কোনো কিছু ওপর থেকে ফেললে সেটা ড্রপ খেয়ে তার থেকে বেশি কখনো উঠতে পারবে না। যে কেউ সেটা জানে।"

বল্টু দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভুল! টেনিস বলটা অনেক ওপরে উঠবে।"

সবুজ ভাইয়া বলল, "ননসেন্স! কখনো বেশি ওপরে উঠতে পারবে না। এই দেখো ..." বলে বল্টুর হাত থেকে বাস্কেটবল আর টেনিস বল নিয়ে বাস্কেটবলের ওপর টেনিস বলটা রেখে নিচে ছেড়ে দিল।

বল্টু ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "সাবধান!" কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, বাস্কেটবল আর টেনিস বল মেঝেতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে টেনিস বলটা একেবারে গুলির মতো উপরে ছুটে গেল। সবুজ ভাইয়া সরে যাওয়ার সময় পেল না। তার নাকে লেগে সেটা ছাদের দিকে উঠে গেল। সেখান থেকে ধাক্কা খেয়ে সারা ঘরে ছোটাছুটি করতে লাগল। সবুজ ভাইয়া নিজের নাক চেপে বসে পড়েছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন ঘুসি মেরে তাকে কাবু করে ফেলেছে।

নান্টুর আম্মু সবুজ ভাইয়ার কাছে ছুটে গেলেন। হাত ধরে টেনে তুলে বললেন, "দেখি! দেখি নাকটা।"

সবুজ ভাইয়া নাক চেপে ধরে বলল, "দেঁখার কিছুঁ নাঁই।"

মুনিয়া বলল, "কিন্তু তুমি যে বললে ওপরে উঠবে না। টেনিস বল এভাবে উঠে গেল কেন?"

সবুজ ভাইয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আঁগে আমাঁর নাকঁ সাঁমলাঁই। মঁনে হঁয় নাঁকের হাঁড্ডিটাঁই ভেঙেঁ গেঁছে।"

শার্টের আস্তিনটা চেপে ধরে ককাতে ককাতে সবুজ ভাইয়া বাথরুমের দিকে ছুটে গেল। পিছু পিছু নান্টুর আব্বু গেলেন দেখতে।

www.MurchOna.com

নান্টু হাততালি দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! ফার্স্ট ক্লাস!"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "এটা কেমন করে হলো, বল্টু?"

"খুব সোজা। বাস্কেটবলটা নিচে পড়ে ড্রপ খেয়ে উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে, সেটা টেনিস বলকে দিয়েছে ধাক্কা—ক্রিকেট ব্যাটের মতন! সাথে সাথে ওভার বাউন্ডারি!"

নান্টু বলল, "সবুজ ভাইয়ার নাক বোল্ড আউট!"

নান্টুর আম্মু বললেন, "ছিঃ! এভাবে বলে না।"

মুনিয়া বলল, "আম্মু, দেখেছ? আমাদের বল্টু সবুজ ভাইয়ার চেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক।"

"তাই তো দেখছি!"

"আমি আর সবুজ ভাইয়ার কাছে আর বিজ্ঞান পড়ব না। যদি দরকার হয় আমি বল্টুর কাছে পড়ব।"

নান্টুর আম্মু হাসলেন, বললেন, "ঠিক আছে।"

মুনিয়া বল্টুর মাথায় চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, "বল্টু তুমি আমাকে বিজ্ঞান পড়াতে পারবে না?"

বল্টু বলল, "ধুর আপু! তুমি ঠাট্টা করো না।"

মুনিয়াকে অবশ্যি আর সবুজ ভাইয়ার কাছে বিজ্ঞান পড়তে হল না। মুনিয়া চাইলেও সবুজ ভাইয়ার কাছে আর পড়তে পারত না, কারণ তার পরদিনই সবুজ ভাইয়া তার এক ফুফুর বাসায় চলে গেল। যাওয়ার আগে বল্টুর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। বল্টু নান্টুর কাছে জানতে পারল, সবুজ ভাইয়ার নাকটা নাকি টমেটোর মতো লাল হয়ে ফুলেছিল!

www.MurchOna.com

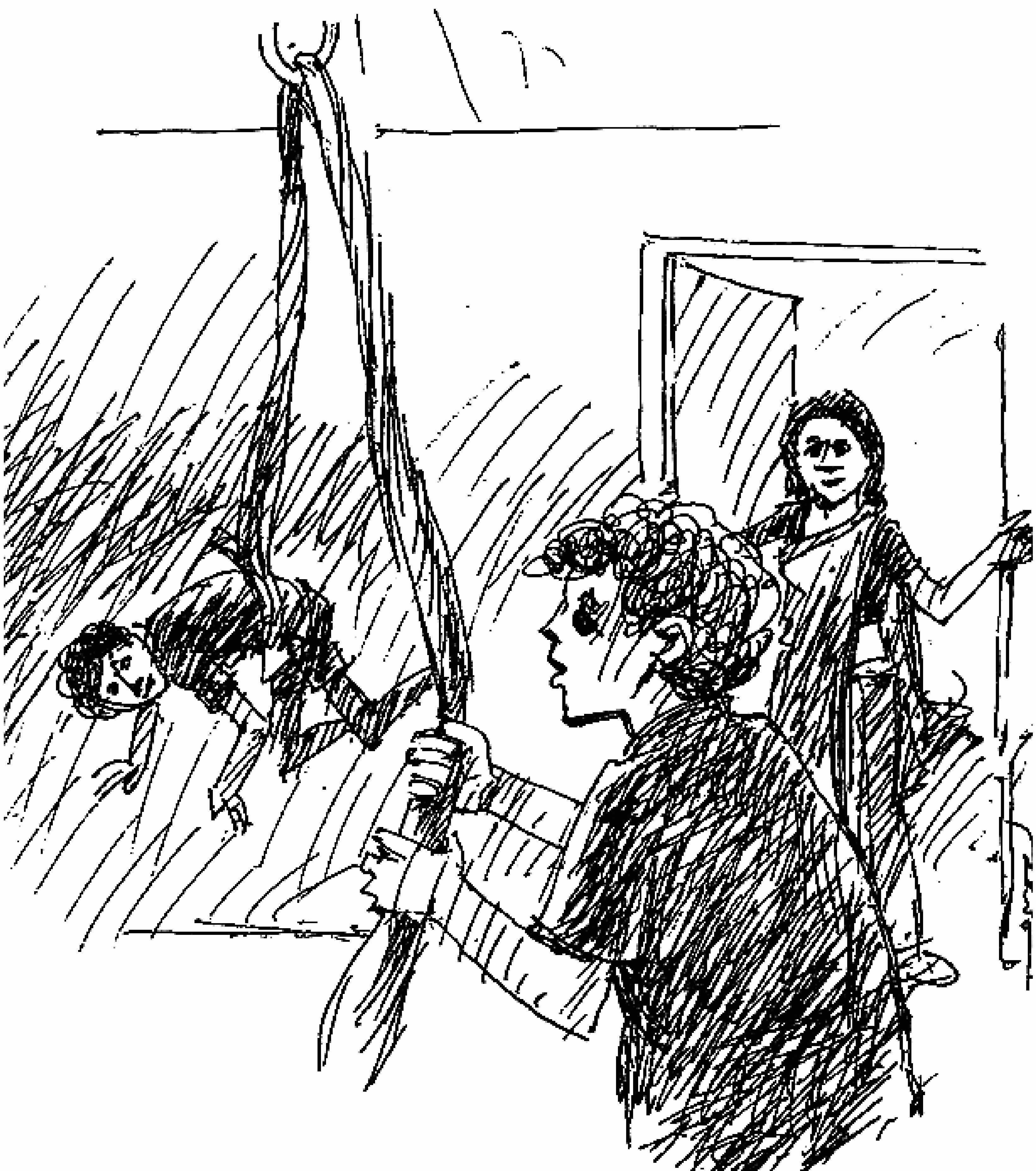

৭. এস্ট্রোনট হওয়ার প্রথম ধাপ

বল্টু একটা পেন্সিল-ব্যাটারি দেখিয়ে বলল, "এই যে ব্যাটারিটা দেখছিস, এটার ভোল্টেজ হচ্ছে দেড়। দেড় ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে না।"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "উঁহু। এখন তোর জিজ্ঞেস করার কথা, তাহলে কত ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে।"

নান্টু বাধ্য ছেলের মতো জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কত ভোল্টে ইলেকট্রিক শক লাগে?"

"পঞ্চাশ। পঞ্চাশ থেকে যত বেশি, ইলেকট্রিক শক তত বেশি।"

নান্টু একটু চিন্তা করে বলল, "অ।"

"তাহলে বল দেখি, কাউকে যদি ইলেকট্রিক শক দিতে হয় তাহলে কী করতে হবে।"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "অনেকগুলো ব্যাটারি লাগবে?"

বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "উঁহু। একটা ব্যাটারি দিয়েই হবে, শুধু ভোল্টেজটা বাড়িয়ে ফেলতে হবে।"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "খালি অ বললে হবে না, তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায়।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায়?"

"ইনডাকশন কয়েল দিয়ে।"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু রেগে বলল, "তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। শুধু অ বলিস কেন। এখন জিজ্ঞেস কর, কেমন করে ইনডাকশন কয়েল বানায়।"

নান্টু আমতা আমতা করে বলল, "এ রকম কঠিন জিনিসের নাম তো বলতে পারি না। আমি যদি আঙুলটা এ রকম তিড়িংবিড়িং করে নাড়াই, তাহলে তুমি মনে করবে আমি প্রশ্নটা করেছি।"

পদ্ধতিটা বল্টুর পছন্দ হলো, বলল, "ঠিক আছে, আঙুল তিড়িংবিড়িং করে নাচা।"

নান্টু তখন আঙুলটা তিড়িংবিড়িং করে নাচাল, বল্টু তখন ইনডাকশন কয়েলে কেমন করে ভোল্টেজ বাড়ায় সেটা বুঝিয়ে দিল। প্রাইমারি কয়েলে দশ প্যাঁচ আর সেকেন্ডারিতে একশ প্যাঁচ থাকলে ভোল্টেজ বাড়বে দশ গুণ। প্রাইমারি কয়েলে দশ প্যাঁচ আর সেকেন্ডারিতে এক হাজার প্যাঁচ থাকলে ভোল্টেজ বাড়বে একশ গুণ। সবকিছু শুনে নান্টু আবার তার আঙুল তিড়িংবিড়িং করে নাচাল। তার মানে সে আবার প্রশ্ন করেছে। প্রশ্নটা অনুমান করে বল্টু উত্তর দিল, "আমি চেষ্টা করছি হাজার ভোল্ট বানাতে।"

www.MurchOna.com

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু উত্তর দিল, "না, এই ভোল্টেজে শক খেলে কেউ মারা যাবে না। দেড় ভোল্টের ব্যাটারিতে কারেন্ট কম।"

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু উত্তর দিল, "বানানো প্রায় শেষ। সেকেন্ডারি কয়েলের তার খুব চিকন। ছিঁড়ে যায় একটু পর পর।"

নান্টু আবার আঙুল নাচাল। বল্টু আবার উত্তর দিল। নান্টু আবার নাচাল। বল্টু আবার উত্তর দিল। এভাবে চলতেই থাকল। উত্তরগুলো হলো এ রকম :

"না, প্রাইমারির তার মোটা, ছেঁড়ে না।"

"না, তারগুলি এনামেল-কোটেড, তাই শর্ট হয় না।"

"শর্ট মানে হচ্ছে একটার সাথে আরেকটা লেগে যাওয়া।"

"হ্যাঁ, এ জন্যে তারের ওপর প্লাস্টিক থাকে যেন শর্ট না হয়।"

"না প্লাস্টিকের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি যায় না।"

"হ্যাঁ, গরম হলে প্লাস্টিক গলে যায়।"

"হ্যাঁ, প্লাস্টিক গলে গেলে পোড়া গন্ধ বের হয়।"

"হ্যাঁ, আমরা নাক দিয়ে গন্ধ শুঁকি।"

"না, আমরা কান দিয়ে গন্ধ শুঁকতে পারি না।"

"হ্যাঁ, আমরা কান দিয়ে শুনি।"

"না, আমরা কান দিয়ে দেখি না।"

"হ্যাঁ, আমরা চোখ দিয়ে দেখি।"

"না, আমরা অন্ধকারে দেখতে পারি না।"

"হ্যাঁ, অন্ধকারে গেলে আমরা ধাক্কা খেয়ে ধুরুম করে পড়ে যেতে পারি।"

নান্টু খুবই উৎসাহ পেয়েছে। সে এবার উত্তর শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছে না। একটানা আঙুলগুলো তিড়িংবিড়িং করে নাচিয়ে যাচ্ছে আর নাচিয়ে যাচ্ছে। বল্টু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারিয়ে বলল, "তুই প্রশ্ন করা বন্ধ করবি?"

নান্টু তখন তার আঙুলগুলো থামিয়ে বলল, "বল্টু ভাইয়া, তুমিই না বললে সব সময় প্রশ্ন করতে। সে জন্যেই তো করছি।"

"ব্যাস, অনেক হয়েছে। এখন থামা।"

"ঠিক আছে, বল্টু ভাইয়া।"

বল্টু তার ইনডাকশন কয়েলে তার প্যাঁচাতে শুরু করল। কাছেই নান্টু গালে হাত দিয়ে বসে থেকে গভীর মনোযোগ দিয়ে বল্টুর তার প্যাঁচানো

www.MurchOna.com

দেখতে লাগল। তার প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বল্টু জিজ্ঞেস করল, "তুই বড় হয়ে কী হবি ঠিক করেছিস?"

নান্টু কোনো উত্তর না দিয়ে তার আঙুলগুলো তিড়িংবিড়িং করে নাচাল। বল্টু বলল, "আমি? আমি এমনিতে হব সায়েন্টিস্ট। আর যখন সায়েন্টিস্ট থাকব না, তখন হব অ্যাস্ট্রোনট।"

নান্টু বলল, "আমিও অ্যাস্ট্রোনট হব।"

বল্টু বলল, "ভেরি গুড।"

নান্টু একটু পরে বলল, "কিন্তু অ্যাস্ট্রোনট মানে কী? তারা কী করে?"

"অ্যাস্ট্রোনট হচ্ছে যারা রকেটে করে মহাকাশে যায়।"

"কিন্তু তুমি রকেট কোথায় পাবে?"

"বড় হলে আমি নিজেই বানাব।"

উত্তরটা নান্টুর পছন্দ হলো। বল্টু ইচ্ছা করলে একটা রকেট বানাতে পারবে সে ব্যাপারে নান্টুর কোনো সন্দেহ নাই।

বল্টু তার প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে বলল, "সায়েন্টিস্ট হওয়া সোজা। অ্যাস্ট্রোনট হওয়া এত সোজা না।"

নান্টু তার আঙুল নাচাল।

বল্টু বলল, "অ্যাস্ট্রোনট হতে হলে অনেক রকম ট্রেনিং নিতে হয়। একটা টেনিং হচ্ছে কোনো রকম ওজন ছাড়া ভেসে থাকা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। দেখিস নাই, ডিসকভারি চ্যানেলে সব অ্যাস্ট্রোনট ভেসে বেড়াচ্ছে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন ট্রেনিং।"

নান্টুর বিষয়টা বুঝতে ঝামেলা হলো। তাই জিজ্ঞেস করল, "ওজন কেমন করে নাই করতে হয়?"

বল্টু তার প্যাঁচানো বন্ধ করে বলল, "খুব সোজা। ওপর থেকে লাফ দিতে হয়। যতক্ষণ তুই নিচে পড়তে থাকবি ততক্ষণ তোর মনে হবে কোনো ওজন নাই।"

"কিন্তু যখন নিচে এসে পড়বে?"

বল্টু শুকনো মুখ করে বলল, "তখন তুই একেবারে ভর্তা হয়ে যাবি। সেটাই সমস্যা। তা না হলে আমি কবে তিনতলা থেকে লাফ দিতাম।"

"বেশি উঁচু থেকে লাফ না দিয়ে টেবিলের ওপর থেকে লাফ দাও।"

"সেটা তো আমি কতবার দিয়েছি। কিন্তু কিছু বোঝার আগেই নিচে নেমে আসি। বুঝতেই পারি না।" কথা বলতে বলতে বল্টু তার ঘরের ছাদের দিকে তাকাল। সেখানে দুটি হুক। একটা থেকে সিলিং ফ্যান ঝুলছে,

www.MurchOna.com

অন্যটা খালি। খালি হুকটা দেখে বল্টুর চোখ-মুখ হঠাৎ এক শ ওয়াট লাইটের মতো জ্বলে উঠল। বল্টু বলল, "এক কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"ওই যে হুকটা দেখছিস, সেখান থেকে একটা দড়িতে বেঁধে ঝুলে পড়লে কেমন হয়?"

নান্টু তার মাথা চুলকাল। কেমন করে বল্টুকে দঁড়িতে বেঁধে হুক থেকে ঝোলানো হবে, কেমন করে নেমে আসবে—কিছুই বুঝতে পারছে না। বল্টু অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না। নান্টুকে বোঝাতে শুরু করল। বলল, "প্রথমে একটা দড়ি দিয়ে আমার পেটে বাঁধব। তারপর দড়িটা ওই হুকটার ভেতর দিয়ে পাঠাব। তখন তুই এই দড়িটা ধরে টেনে আমাকে ওপরে তুলবি ..."

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আ-আমি?"

"কেন? পারবি না?"

"মনে হয় পারব না।"

"তাহলে তোকে বেঁধে আমি টেনে তুলি। এর পর যখন ছেড়ে দেব, তুই ভাসতে ভাসতে নেমে আসবি।"

নান্টু শুকনো মুখে বলল, "আ-আমাকে টেনে তুলবে?"

"হ্যাঁ, তুইও তো বড় হয়ে অ্যাস্ট্রোনট হবি। তোর ট্রেনিং লাগবে না?"

"যদি পড়ে যাই?"

"পড়বি না, আমি ধরে রাখব।"

কাজেই কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গেল। নান্টুকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখার জন্য মোটা দড়ি ছিল না, তাই বল্টু শুট করে রিতুর একটা শাড়ি নিয়ে এল। সেটা দিয়ে নান্টুর কোমরে শক্ত করে বাঁধা হলো। টেবিলের ওপর একটা চেয়ার, তার ওপর একটা মোড়া রেখে সেখানে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে হুকের ভেতর দিয়ে শাড়িটা ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এবার শুধু টেনে ওপরে তোলা বাকি।

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "রেডি?"

নান্টু শুকনো মুখে বলল, "রেডি।"

"মনে রাখিস, তোকে যখন টেনে ওপরে তুলব তখন তোর মনে হবে তোর ওজন বেড়ে যাচ্ছে। আর যখন নিচে নামবে তখন মনে হবে তোর ওজন কমে যাচ্ছে।"

"ঠিক আছে।"

"তুই আমাকে ঠিক ঠিক সবকিছু বলবি।"

"বলব।"

"রেডি ... ওয়ান, টু, থ্রি!" বলে একটা হেঁচকা টান দিতেই নান্টু ছয় ইঞ্চির মতো ওপরে উঠে গেল। কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওই অবস্থায় সে ঘুরতে শুরু করে।

বল্টু হেঁচকা টান দিয়ে তাকে আরেকটু ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে?"

নান্টু বলল, "কোমরে চিপা লাগছে।"

"ওজন কি বেশি মনে হচ্ছিল?"

"হ্যাঁ, অনেক বেশি মনে হচ্ছে।"

বল্টু তাকে মাটি থেকে পাঁচ-ছয় ফুট ওপরে তুলে ফেলল। সেভাবে ঝুলে থেকে নান্টু চরকিপাক খেতে থাকে। বল্টু জিজ্ঞেস করল, "এখন কেমন লাগছে?"

নান্টু বলল, "মাথা ঘুরছে।"

"ওজন কেমন লাগছে?"

"জানি না।" নান্টু কোঁকাতে কোঁকাতে বলল, "পেটে চিপা লাগছে। আর মাথা ঘুরছে। বমি হতে পারে।"

"বমি?"

"হ্যাঁ।"

"খবরদার! বমি করবি না, আর একটু ..." বলে হেঁচকা টান দিয়ে নান্টুকে ছাদের কাছাকাছি তুলে নিয়ে আসে। সেখানে নান্টু প্রায় ফ্যানের মতোই ঘুরতে শুরু করেছে।

ঠিক এ সময় রিতু তার ঘর থেকে বের হয়েছে তার শাড়ির খোঁজে। এই মাত্র শাড়িটা বের করেছে। হঠাৎ করে সেটা উধাও হয়ে যাওয়ার অর্থ একটাই—বল্টু তার কোনো একটা গবেষণার জন্য সেটা সরিয়েছে। রিতু বল্টুর ঘরে এসে হকচকিয়ে গেল। নান্টু ছাদের কাছাকাছি ঝুলে চরকির মতো ঘুরছে। রিতুর শাড়িটা দিয়ে তাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

রিতু ছোটখাটো একটা চিৎকার দিয়ে দৌড়ে নান্টুকে ধরে ফেলল। তাকে যখন কোলে করে নামাচ্ছে, তখন বল্টু চিৎকার করে ঘর ফাটিয়ে দিচ্ছিল। গবেষণার পুরোটা শেষ হলে কী হতো সেটা কেউ ভালো করে জানে না।

www.MurchOna.com

৮. আবিষ্কারের ধাক্কা

বইয়ের দোকানে বল্টু একটা খুব মজার বই পেয়ে গেলো—ভেতরের ছবিগুলো লাল আর সবুজ রঙ দিয়ে আঁকা, বইয়ের সাথে একটা চশমা দেওয়া আছে, কার্ডবোর্ডের ফ্রেম, দুই চোখে দুই রঙের প্লাস্টিকের কাচ,

একটা সবুজ অন্যটা লাল। সেই চশমাটা দিয়ে ছবিগুলো দেখলে মনে হয়ে বই থেকে ছবিগুলো লাফ দিয়ে বের হয়ে এসেছে। বিচিত্র সব ছবি, সেগুলো দেখতে বল্টুর খুব মজা লাগছিল, কিন্তু ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই আরো অনেক মজা। দোকানে দাঁড়িয়ে বল্টু সেটা বুঝতে পারল না, এটা বুঝার জন্যে বইটা বাসায় নিয়ে দেখা দরকার।

বল্টু তার আম্মুর কাছে বইটা নিয়ে গেলো, বলল, "আম্মু, তুমি বলেছিলে না আমি ভালো হয়ে থাকলে তুমি একটা গিফট কিনে দেবে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম।"

বল্টু সতর্কভাবে চেষ্টা করল, "আমি তো অনেক ভাল হয়ে থাকলাম—"

রিতু ঝংকার দিয়ে বলল, "তুই মোটেও ভালো হয়ে থাকিস নি। তোর যন্ত্রণায় আমার জীবন শেষ—এখন আমার জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে।"

রিতু কথাটা খুব আস্তে বলে নাই, তাই বইয়ের দোকানের অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে দেখলো কোন মানুষটার কারণে রিতুর জঙ্গলে গিয়ে থাকা দরকার হয়ে পড়েছে। বল্টু রিতুর কথাটা না শোনার ভাণ করে বলল, "ঠিক আছে, আমি যদি সামনের মাসে ভালো হয়ে থাকি তাহলে কী একটা গিফট কিনে দেবে?"

রিতু সরু চোখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আগে সামনের মাসটা পার হোক, আমি দেখি।"

"তুমি কী আগেই গিফটটা দিতে পার না, আমি পরে ভালো হয়ে থাকলাম।"

রিতু মুখ শক্ত করে বলল, "না।"

"কেন না?"

"তোর সাথে আমার কোনো বাকি কারবার করি না। তুই আগে আমাকে অনেকবার ঠকিয়েছিস।"

বল্টু সেটা অস্বীকার করতে পারল না, বিজ্ঞান গবেষণা করতে অনেক কিছু কিনতে হয়, টাকা-পয়সার দরকার, আম্মুকে নানাভাবে বোকা বানিয়ে সে মাঝে মাঝে এগুলো কিনেছে। এই লাইনে সুবিধা করতে না পেরে বল্টু তখন অন্য একটা লাইন ধরল, বলল, "আম্মু।"

"কী হলো।"

"তুমি তো সবসময়েই জন্মদিনে গিফট কিনে দাও। দাও না?"

"হ্যাঁ দেই।"

"আমার সামনের জন্মদিনের গিফটটা কী এখন কিনে দিতে পারবে।"

"তুই আমাকে বোকা পেয়েছিস? গতমাস চশমার দোকান থেকে আমাকে দিয়ে কী সব লেন্স ফেন্স কিনিয়েছিস মনে আছে? তখন বলেছিস এটা তোর জন্মদিনের গিফট? একবছরে তোর কয়টা জন্মদিন হবে?"

ব্যাপারটা বল্টুর মনে ছিল কিন্তু মনে মনে আশা করেছিল আম্মুর মনে নাই! মনে হচ্ছে আম্মুর ঠিকই মনে আছে। মানুষ এরকম ছোটখাটো জিনিস কেন মনে রাখে?

বল্টু তবু হাল ছাড়ল না, বলল, "ঠিক আছে আম্মু, আমাকে এরপরের জন্মদিনে কোনো গিফট দিতে হবে না। এখন এই বইটা কিনে দাও।"

রিতু ভুরু কুচকে বলল, "কতো দাম বইটার।"

বল্টু দেখেছে বইটার দাম আড়াইশ টাকা, কিন্তু সে ভান করল দামটা জানে না। ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "কতো আর হবে! বইতো আর বেশি হয় না। তোমার বইয়ের সাথে দিয়ে দিচ্ছি।"

"উঁহু। আগেই না।" রিতু বইটা হাতে নিল, বইয়ের দামটা দেখলো, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না। এতো দাম দিয়ে বই কেনা যাবে না।"

বল্টু শেষ চেষ্টা করল, "আম্মু! তুমি নিজেই বলেছ কে জানি বলেছে বই কিনে কেউ কী জানি হয় না।"

"দেউলিয়া হয় না। সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন।"

"তাহলে?"

"সৈয়দ মুজতবা আলীর যদি তোর মতো একটা ছেলে থাকতো তাহলে মোটেও ওরকম কথা বলতেন না।"

কাজেই বল্টুর বইটা কেনা হলো না। বল্টু অবশ্যি হাল ছেড়ে দিল না, সে এতো সহজে হাল ছেড়ে দেয় না।

সন্ধ্যেবেলা খবর শোনার সময় রাজু দেখলো টেলিভিশনের উপরের ডান কোণার রংটা কেমন যেন বিদঘুটে হয়ে আছে। কয়েকটা চ্যানেল পাল্টে দেখলো সব চ্যানেলেই এক অবস্থা। তার মানে টেলিভিশন সেটটারই সমস্যা। সে রিতুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "রিতু, টেলিভিশনের এরকম অবস্থা কেন?"

রিতু দেখে বলল, "জানি না তো!"

রাজু বলল, "এতো টাকা দিয়ে টেলিভিশন কিনি, দুদিন যেতে না যেতেই এই অবস্থা!"

বল্টু কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, চোখের কোণা দিয়ে খুব সতর্কভাবে তার আব্বু আর আম্মুর কথা শুনছিলো, এবারে গলা খাকারি দিয়ে বলল, "আব্বু।"

www.MurchOna.com

"কী হলো?"

"আমি যদি টেলিভিশনটা ঠিক করে দিই, আমাকে কী দেবে?"

সাথে সাথে রাজু আর রিতু বুঝে গেলো এটা বল্টুর কীর্তি। রিতু প্রায় লাফ দিয়ে এসে বল্টুর কান ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু বল্টু তার হাত গলে বের হয়ে বলল, "টিভি মেকানিকের কাছে নিলে সে দুই তিন হাজার টাকা নিবে, আমি অনেক কম টাকায় ঠিক করে দিব।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "তুই আবার কবে থেকে টাকার কারবার শুরু করেছিস?"

বল্টু বলল, "মাত্র আড়াইশ টাকা।"

রিতু কোমরে হাত দিয়ে বলল, "এক্ষুণি ঠিক করে দে বলছি! না হলে কান ছিড়ে ফেলব। এক পয়সাও পাবি না।"

কাজেই বল্টু অত্যন্ত মন খারাপ করে টেলিভিশনের ওপরে রাখা চুম্বকটা সরিয়ে নিল, সাথে সাথেই টেলিভিশনের বিদঘুটে রং ঠিক হয়ে গেলো। ব্যাপারটা বল্টু অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছে, টেলিভিশনের স্ক্রীনের কাছে চুম্বক ধরে রাখলে রং ওলট-পালট হয়ে যায়। কেন সেটা হয় সেটাও সে জানে—কিন্তু কেউ তার কাছে সেটা জানতে চায় না! বল্টু দেখেছে তার মতো বিজ্ঞান নিয়ে কারো কোনো কৌতূহলে নেই।

পরের দিন রাতের খাবারের পর বল্টু রাজুকে বলল, "আব্বু তুমি বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে পার?"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "পারব না কেন?"

বল্টু বলল, "কিন্তু আমি বলছি তুমি পারবে না।"

"পারব না?"

"না। এই দেখো ফ্রিজে একটা কাগজ লাগিয়ে রেখেছি, আমি বলছি তুমি এই কাগজটাতে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে পারবে না।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কেন পারব না?"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "আমি বলছি তুমি পারবে না। তুমি যদি বিশ্বাস না করো তাহলে আমার সাথে বাজী ধরতে পার।"

"বাজী ধরব? তোর সাথে?"

"হ্যাঁ।"

"কয়দিন পরে বলবি তোর সাথে জুয়া খেলতে হবে। বলবি নাকী?"

"নাহ্। সেটা বলব না। কেমন করে জুয়া খেলতে হয় আমি জানি না। কিন্তু বাজী ধরতে পার। আড়াইশ টাকা।"

আড়াইশ টাকার জন্যে হঠাৎ করে বল্টু কেন খেপে উঠেছে রাজু সেটা এর মাঝে রিতুর কাছ থেকে জেনে গেছে সে সেটা বল্টুর কাছে প্রকাশ করল না। বলল, "আমি বাজী ধরতে পারব না—কিন্তু বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখে দেখতে চাই।"

বল্টু হতাশ হয়ে বলল, "বাজী ধরবে না?"

"উহুঁ। তোর সাথে বাজী ধরে বিপদে পড়ব নাকী?"

রাজু ফ্রিজে রাখা কাগজটাতে বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার করল, সত্যি সত্যি একটুক্ষণ পরেই আর লেখা যাচ্ছে না, মনে হয় বল পয়েন্ট কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য!"

বল্টু ব্যাখ্যা করল, "বল পয়েন্ট কলমের কালি নিচের দিকে যেতে হয়—এই কাগজটাতে লেখার জন্যে কলমটা এইভাবে ধরেছ তো তাই কালিকে উপরের দিকে যেতে হবে! সেই জন্যে শুকিয়ে যাচ্ছে।"

রাজু চমৎকৃত হলো। কতো সহজ বিষয় কিন্তু সে নিজে কখনো খেয়াল করে নি। রাজু পরের দিন বল্টুর জন্যে বইটা কিনে আনল, বল্টুকে সেটা জানাল না।

সন্ধ্যেবেলা বল্টু ডাইনিং টেবিলে একটা কাপের মাঝে খানিকটা পানি ভরে নিয়ে এসেছে, সাথে একটা ব্লেড আর কয়েকটা সুঁই। রিতু আর রাজুকে ডেকে বলল, "আব্বু আর আম্মু, তোমার কী মনে হয় পানির মাঝে এই ব্লেডটা আর সুঁইটা ভাসাতে পারব?"

রিতু বলল, "তুই যখন জিজ্ঞেস করছিস নিশ্চয়ই পারবি। না পারলে কী আর জিজ্ঞেস করিস?"

"আমি যদি ভাসাতে পারি তাহলে আড়াইশ টাকা দিবে?"

"কেন? আড়াইশ টাকা দিব কেন? তুই যদি ভাসাতে পারিস তাহলে নিশ্চয়ই তার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। সে জন্যে তোকে টাকা দেব কেন?"

"ভাসানোর জন্যে আড়াইশ টাকা দেবে না?"

"না। বৈজ্ঞানিক নিয়মে যেটা ভাসার কথা সেটা ভাসবেই। যে কেউ ভাসতে পারবে। সেটাই নিয়ম। তার জন্যে টাকা পাবি কেন?"

রাজু মুখ টিপে হেসে বলল, "এটার বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে সারফেস টেনশান। পৃষ্ঠটান। পৃষ্ঠটানের জন্যে পানিতে সুঁই ব্লেড এসব ভাসানো যায়। কোনো কোনো পোকা আছে পানির উপর দিয়ে দৌড়াতে পারে।"

রিতু বলল, "আমাদের কী বোকা পেয়েছিস? আমরাও মাঝে মাঝে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল দেখি। এই বাসায় তুই একা বৈজ্ঞানিক নাকী? আমরাও হাফ বৈজ্ঞানিক! কোয়ার্টার বৈজ্ঞানিক।"

বল্টুর মুখে এইবার এক ধরনের হাসি ফুটে উঠে, সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে, এই ব্লেড আর সুঁইটা পানিতে ভাসানোর জন্যে যদি আড়াইশ টাকা দিতে না চাও তাহলে যদি এটা ভাসাতে না পারি তাহলে দেবে?"

রাজু ভুরু কুচকে বলল, "কী বললি?"

"আমি যদি সারফেস টেনশান নাই করে দিই—"

"কীভাবে নাই করবি?"

"আড়াইশ টাকা দাও বলব।"

"বলতে চাইলে বল, না হলে বলিস না। কিন্তু কোনো টাকা পয়সা পাবি না।"

বল্টু মন খারাপ করে চলে যাচ্ছিল, তখন রাজু বলল, "বল্টু, যাবার সময় ঐ প্যাকেটটা নিয়ে যা।"

বল্টু মুখ ভোতা করে বলল, "কোথায় নেব?"

"তোর ইচ্ছা।"

বল্টু মুখ ভোতা করেই প্যাকেটটা হাতে নিল এবং মুহূর্তের মাঝে তার মুখ একশ ওয়াট বালবের মতো জ্বলে উঠল। টান দিয়ে প্যাকেটটা ছিড়ে সে বইটা বের করে আনন্দে চিৎকার করে উঠে দৌড়ে রাজুর কাছে এলো, "আব্বু, সাবান দিয়ে!"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "কী সাবান দিয়ে?"

"সারফেস টেনশান নাই করতে হয় সাবান দিয়ে। পানির মাঝে যদি সাবান দেও তাহলে সারফেস টেনশান থাকে না!"

রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, "ও আচ্ছা!"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করলে না?"

"করেছি। করেছি।"

"না করলে তুমি পরীক্ষা করে দেখো—"বলে বল্টু বইটা বগলে নিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

পরদিন সকালে নান্টু এসে দেখলো বল্টু গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা বই পড়ছে। নান্টু সাধারণত কোনো প্রশ্ন করে না তাই সেও বল্টুর পাশে বসে বইটা পড়ার চেষ্টা করতে লাগলো। বল্টু বলল, "বুঝলি নান্টু, এইটা হচ্ছে ফাটাফাটি বই।"

"যেটা চাচী কিনে দিতে চাচ্ছিলেন না?"

"হ্যাঁ। না কিনে যাবে কোথায়। বুঝলি, প্রথমে এমনিতে চেষ্টা করতে হয়, যখন কাজ না করে তখন কী করতে হয় জানিস?"

"কী?"

"ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদতে শুরু করতে হয়। চোখে একটু পেয়াঁজের রস দিবি দেখবি ঝরঝর করে চোখ থেকে পানি বের হবে। মনে করবে সত্যি সত্যি কাঁদছিস।"

নান্টু মাথা নাড়ল। বল্টু বলল, "কান্নাকাটিতে যদি কাজ না হয় তাহলে কী করতে হয় সেটাও ঠিক করে রাখা আছে।"

"ও আচ্ছা।"

বল্টু বিরক্ত হয়ে বলল, "ও আচ্ছা বলিস না, জিজ্ঞেস কর কী ঠিক করে রাখা আছে।"

"কী ঠিক করে রাখা আছে?"

"বগলে রসুন দিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে থাকব। তাহলে জ্বর উঠে যাবে। জ্বর উঠলে সব আম্মুরা একেবারে মাখনের মতো নরম হয়ে যায়। এটা শিখে রাখ।"

নান্টু মাথা নেড়ে বিষয়টা শিখে রাখলো।

বল্টু তখন নান্টুকে নিয়ে তার এই নতুন বইটা পড়ে, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সাধারণ একটা ছবি লাল সবুজ চশমা দিয়ে দেখলে কেন সেটা লাফ দিয়ে বের হয়ে আসছে সেটা বোঝার চেষ্টা করে।

নান্টু বোঝাবুঝির ঝামেলায় গেল না, বল্টু যেটা বলল সেটাই শুনে মাথা নাড়তে লাগলো। বল্টুর কথা শুনতেই তার ভালো লাগে, মাথা নাড়তে আরো বেশি ভালোলাগে!

পরের দিন রাতে বল্টু ঘুমানোর আগে রিতু জিজ্ঞেস করল, "বল্টু হোমওয়ার্ক করেছিস?"

"করেছি আম্মু।"

"কী কী হোমওয়ার্ক ছিল?"

"ইংরেজি আর বাংলা।"

"দুটোই করেছিস তো, নাকী তোর বই নিয়েই সারাদিন পড়েছিলি?"

বল্টু এক গাল হেসে বলল, "দুইটাই। বইটা দিয়েই হোম ওয়ার্ক করেছি।"

রিতু ভুরু কুচকে বলল, "মানে?"

"আমি একটা বিশাল আবিষ্কার করেছি আম্মু। সেই আবিষ্কার দিয়ে হোমওয়ার্ক করেছি।"

বল্টুর কথা শুনে রিতু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো, প্রায় প্রতিদিনই বল্টু বিশাল কিছু আবিষ্কার করে আর তার প্রত্যেকটা আবিষ্কারই হয় একটা করে বিশাল অঘটন।

রিতু ভয়ে ভয়ে বলল, "দেখা দেখি তোর আবিষ্কার। দেখি, কীভাবে সেটা দিয়ে হোম ওয়ার্ক করলি?"

বল্টু খুব উৎসাহ নিয়ে তার হোম ওয়ার্কের খাতাটা বের করল। খুলে ভেতরের হোমওয়ার্কটা বের করতেই রিতুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। পুরো পৃষ্ঠাতে হিজিবিজি লেখা। একই সাথে লাল আর সবুজ কালিতে বাংলা আর ইংরেজি লেখা। সেখান থেকে একটা অক্ষর পড়ার উপায় নেই। রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "এটা কী করেছিস?"

বল্টু হাসি হাসি মুখে বলল, "হোমওয়ার্ক।"

"এটা হোমওয়ার্ক? একটা কিছু পড়া যায় না!"

বল্টু তখন কার্ডবোর্ডের লাল সবুজ চশমাটা বের করে রিতুর হাতে দিয়ে বলল, "এইটা চোখে দিয়ে একবার বাম চোখে দেখো, আরেকবার ডান চোখে দেখো।"

রিতু চশমাটা হাতে নেয়, ডান চোখ বন্ধ করতেই হতবাক হয়ে দেখলো সব হিজিবিজি লেখা উধাও হয়ে মুহূর্তে সেখানে ঝকঝকে বাংলা হোমওয়ার্ক। রিতু অবাক হওয়ার একটা শব্দ করে বাম চোখ বন্ধ করতেই হতবাক হয়ে দেখলো মুহূর্তে বাংলা লেখাগুলো উধাও হয়ে সেখানে ইংরেজি লেখা বের হয়ে এসেছে! রিতু অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য! কেমন করে করলি?"

বল্টু বলল, "সোজা আম্মু! খুবই সোজা! চশমার লাল কাচ দিয়ে শুধু সবুজ লেখাগুলো দেখা যায়। সবুজ কাচ দিয়ে দেখা যায় শুধু লাল লেখা!"

"তাই নাকী?"

"হ্যাঁ আম্মু—এই দেখো।" বলে বল্টু মহা উৎসাহে তার আম্মুকে ব্যাপারটা বোঝাতে শুরু করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে রিতু রাজুকে বলল, "তোমার ছেলে এক কাগজে দুই হোম ওয়ার্ক করে রেখেছে দেখেছ?"

রাজু বলল, "দেখেছি! ভেরি ক্লেভার।"

www.MurchOna.com

"সেটা ঠিক। কিন্তু স্কুলে টিচাররা তো এটাকে ক্লেভার ভাববে না। বেচারা এতো উৎসাহ নিয়ে স্কুলে যাবে, টিচাররাতো তাকে বকাঝকা করে বারটা বাজাবে।"

রাজু বলল, "সেটা ঠিকই বলেছ।"

রিতু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "এতো উৎসাহ নিয়ে হোমওয়ার্কটা রেডি করেছে আমি আর না করতে পারলাম না।"

রাজু চিন্তিত মুখে বলল, "দেখা যাক কী হয়।"

পরের দিন বল্টু স্কুল থেকে যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ গম্ভীর। রিতু তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। বিকেল বেলা যখন নান্টু এলো তখন কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বল্টু রাগে একেবারে ফেটে পড়ল, হাত পা নেড়ে চিৎকার করে বলল, "আমি এখন কী আবিষ্কার করব জানিস?"

নান্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী?"

"এটম বোমা। তারপর সেই বোমা দিয়ে পুরো স্কুলটা উড়িয়ে দেব। স্কুলটা উড়িয়ে দেবার সময় ভেতরে কাকে কাকে রাখব জানিস?"

নান্টু কিছু বলার আগেই বল্টু নিজেই বলল, "আমাদের বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যারকে।"

নান্টু মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, "ঠিক আছে।"

"আজকে কী হয়েছে জানিস?"

"না। জানি না।"

লাল সবুজ হোমওয়ার্ক বের করে বলল, "এই দেখ, আমি এক পৃষ্ঠায় দুই হোম ওয়ার্ক করেছি।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "কোনোটাই তো দেখা যায় না।"

বল্টু তার লাল সবুজ চশমা বের করে বলল, "চশমা ছাড়া তো দেখা যাবেই না। এই চশমা পড়ে একবার ডান চোখ দিয়ে দেখ, আরেকবার বাম চোখ দিয়ে দেখ।"

নান্টু দেখে অবাক হয়ে বলল, "কী সুন্দর! কী মজা!"

"আর আমার বাংলা মিস কী বলেছে জানিস?"

নান্টু মাথা নাড়ল, "জানি না।"

"বলেছে, যত্তো সব পাগলামী। তারপর আমার কান মলে দিয়েছে।"

নান্টু উদাস মুখে বলল, "কাজটা ঠিক করে নাই।"

বল্টু বলল, "আর ইংরেজি স্যার তো আরো ডেঞ্জারাস। এই চশমাটা দিয়ে দেখতেই রাজী হয় নাই। হোমওয়ার্কের খাতায় হিজিবিজি লেখার

জন্যে এত্তো বড় একটা গোল্লা দিয়েছে। বলেছে আব্বুর কাছে নালিশ করবে।"

নান্টু নিশ্বাস ফেলে বলল, "কাজটা ঠিক করে নাই। একেবারে ঠিক করে নাই।"

বল্টু তার ঘরে কয়েকবার পায়চারী করে বলল, "আমি বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যারকে বুঝাতেই পারলাম না যে সবাই যদি এইভাবে হোমওয়ার্ক করে তাহলে দেশের অর্ধেক কাগজ বেঁচে যাবে! দেশের কতো বড় উপকার হবে জানিস?"

নান্টু মাথা নেড়ে বলল, সে জানে।

"কিন্তু আমি স্যারদের আর মিসদের সেটা বুঝাতেই পারলাম না!"

নান্টু একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "বড় মানুষেরা আসলে খুবই বোকা হয়।"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছিস।"

পরের দিন নান্টু এসে দেখল বল্টু তার টেবিলের নিচে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে একটা কিছু তৈরি করছে। নান্টুকে দেখে বল্টু এক গাল হেসে বলল, "কী তৈরি করছি বল দেখি?"

নান্টু বলল, "এটম বোমা।"

"উহুঁ। এটম বোমা বানানো খুব কঠিন। ইউরেনিয়াম প্লুটোনিয়াম লাগে, আম্মু কিনতেই দেবে না।"

নান্টু বলল, "অ।"

"আমি বানাচ্ছি ইনডাকশান কয়েল।"

"অ।"

"একটা ব্যাটারী দিয়ে অনেক হাই ভোল্টেজ তৈরি করা যায়। তারপর সেইটা আমার কানে লাগিয়ে রাখব। বাংলা মিস পরের বার যখন কানে ধরবে তখন ইলেকট্রিক শক খেয়ে ধুরুম করে পড়বে!" বিষয়টা চিন্তা করেই বল্টু পেটে হাত দিয়ে খিক খিক করে হাসতে থাকে!

ইনডাকশান কয়েলটা পুরোপুরি দাঁড় করাতে বল্টুর অবশ্যি কয়েকদিন লেগে গেলো। দুটো টার্মিনাল কানে লাগানোর ব্যবস্থা করতেই তার সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছে। সবকিছু ঠিকঠাক করে কাজ করছে কী না সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে নান্টু যা একটা ইলেকট্রিক শক খেলো সেটা আর বলার মতো নয়!

পরের দিন বল্টু যখন স্কুলে যায় তখন রিতু বলল, "তোর কানে এটা কী লাগানো?"

"ইনডাকশান কয়েলের টারমিনাল।"

রিতু ভুরু কুচকে বলল, "সেটা আবার কী?"

"তুমি বুঝবে না আম্মু।"

"চেষ্টা করে দেখ, বুঝতেও তো পারি।"

ব্যাপারটা আম্মুকে বুঝালে আম্মু সেটা তার কানে লাগিয়ে স্কুলে যেতে দেবে বলে মনে হয় না। তাই সে হাত নেড়ে বলল, "স্কুল থেকে এসে তোমাকে বুঝাব।"

রিতুর তাড়াহুড়ো ছিল তাই সে আর জোর করল না। তবে জোর করা উচিত ছিল সেটা টের পেলো ঘণ্টাখানেকের মাঝেই, যখন স্কুল থেকে হেড মিস্ট্রেস তাকে ডেকে পাঠালেন, খুব নাকী জরুরি ব্যাপার।

রিতু প্রায় ছুটতে ছুটতে স্কুলে গিয়ে দেখে হেড মিস্ট্রেসের ঘরে বল্টু বসে আছে। রিতুকে দেখে ফিস ফিস করে বলল, "আম্মু, আজকে যা একটা মজা হয়েছে!"

হেড মিস্ট্রেস তার দিকে কটমট করে তাকাতেই বল্টু চুপ করে গেলো। রিতু দুশ্চিন্তিত মুখে হেড মিস্ট্রেসকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আপনি এই ছেলেটির গার্জিয়ান?"

"হ্যাঁ।" রিতু শুকনো মুখে বলল, "বল্টু আমার ছেলে। কী হয়েছে?"

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "আমি ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।" তারপর বল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বল্টু, তুমি একটু বাইরে অপেক্ষা কর। আমি তোমার মায়ের সাথে একটু কথা বলি।"

বল্টু মাথা নেড়ে বাইরে গেলো। তার মুখে হাসি ঝলমল করছে। যেটাই হয়ে থাকুক তার ভারী আনন্দ হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হেড মিস্ট্রেস মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে বললেন, "আজকে বাংলা ক্লাস একটা একসিডেন্ট হয়েছে।"

"কী একসিডেন্ট?"

"আপনার ছেলে কী একটা যন্ত্র নিয়ে এসে সেটা দিয়ে বাংলার টিচারকে এমন ইলেকট্রিক শক দিয়েছে!"

রিতু চোখ বন্ধ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হেড মিস্ট্রেস বললেন, "এতো ছোট বাচ্চা এরকম ডেঞ্জারাস যন্ত্রপাতি পেয়ে যাচ্ছে, আপনাদের এটা দেখা উচিত।"

www.MurchOna.com

রিতু বলল, "আসলে আমরা ওর হাতে কিছু দেই নাই। সে নিজেই এগুলো বানায়।"

হেড মিস্ট্রেস চমকে উঠে বললেন, "কী বললেন? কী বললেন আপনি? সে নিজে বানায়? নিজে?"

"হ্যাঁ।" রিতু ভয়ে ভয়ে বলল, "ছেলেটার বিজ্ঞান নিয়ে খুব কৌতূহল, দিনরাত কিছু না কিছু বানাচ্ছে। আমার জীবনও অতিষ্ঠ। আপনাদের জীবনও অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে। আই এম সরি।"

হেড মিস্ট্রেস তখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। চোখ বড় বড় করে বললেন, "সে নিজে তৈরি করে? এতো ছোট ছেলে?"

রিতু মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু এতো জিনিস থাকতে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র আবিষ্কার করল কেন?"

রিতু বলল, "আমি ঠিক জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।"

হেড মিস্ট্রেস জিজ্ঞেস করলেন, "কী অনুমান করছেন?"

"আমার মনে হয় কোনো টিচার হয়তো কানে ধরে শাস্তি দিয়েছে। ব্যাপারটা পছন্দ করে নি, তাই কানে এই যন্ত্রটা লাগিয়ে রেখেছে!"

"আপনার তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ। বল্টুকে ডেকে জিজ্ঞেস করি?"

"ঠিক আছে।"

রিতু বল্টুকে ডাকলো। মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "তোর কানের যন্ত্রটা কই?"

"এখন তো অংক ক্লাস সেই জন্যে সাকিব ধার নিয়েছে।"

"ধার নিয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

বল্টু হাসি হাসি মুখে বলল, "সাকিব তো একেবারে অংক পারে না, সেজন্যে! স্যার যেই কান ধরবে—"

বল্টুর কথা শেষ হবার আগেই দূরে কোনো একটা ক্লাসরুম থেকে একটা গগনবিদারী শব্দ শোনা গেলো। কিছুক্ষণের ভেতরেই কালো মুশকো চেহারার একজন হাঁপাতে হাঁপাতে হেড মিস্ট্রেসের ঘরে এসে ঢুকলো, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ম্যাডাম। আপনি বিশ্বাস করবেন না কী হয়েছে!"

"আপনি ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন?"

www.MurchOna.com

কালো মানুষটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বলল, "আ-আপনি কেমন করে জানেন?"

"তার আগে বলেন, আপনি কী কোনো ছেলের কানে ধরেছেন?"

কালো মানুষটা বলল, "মানে—মানে—"

"আমাদের স্কুলে কখনো কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে শারীরিক শাস্তি দেওয়ার কথা না। কারো কানে ধরার কথা না—"

"কিন্তু—মানে—"

হেড মিস্ট্রেস শক্ত মুখে বললেন, "আমি আপনার সাথে এটা নিয়ে পরে কথা বলব। এখন ক্লাসে যান।"

কালো মানুষটা মুখ আরো কালো করে চলে গেলো। তখন হেড মিস্ট্রেস বল্টুকে ডাকলেন, "বল্টু এদিকে এসো।"

বল্টু কাছে এগিয়ে গেলো। হেড মিস্ট্রেস জিজ্ঞেস করলেন, "ইলেকট্রিক শক দেওয়ার এই যন্ত্রটা তুমি তৈরি করেছ?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "মানে আসলে তৈরি করতে চাই নাই কিন্তু—"

হেড মিস্ট্রেস বল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "ইট ইজ অলরাইট। তুমি ঠিকই করেছ। তবে—"

"তবে কী?"

"এর পরের বার তুমি যখন কিছু একটা আবিষ্কার করবে সেটা ব্যবহার করার আগে তুমি আমাকে দেখিয়ে নেবে।"

"আপনি দেখবেন?"

"দেখব।"

"আমার এক কাগজে দুই হোমওয়ার্ক করার আবিষ্কারটা দেখবেন?"

"অবশ্যই দেখব।"

"বাংলা মিস আর ইংরেজি স্যার দেখতে চায় নাই!"

হেড মিস্ট্রেস বল্টুর মুখের কাছে তার মুখটা নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, "তারা কাজটি ঠিক করেন নি। আমি সবসময় দেখব। ঠিক আছে?"

"আমি এখনই নিয়ে আসব?"

"না, এখনই আনতে হবে না। পরে আনলেও হবে।"

"আমার অন্য আবিষ্কারগুলোও দেখবেন?"

"অবশ্যই দেখব। তুমি নিয়ে এসো, ঠিক আছে?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

"যাও। ক্লাসে যাও।"

www.MurchOna.com

বল্টু ক্লাসে চলে যাবার পর হেড মিস্ট্রেস রিতুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলে নিয়ে খুব গর্বিত। তাই না?"

রিতু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে ব্যাপারটা সেরকম না।"

"ব্যাপারটা কী রকম?"

"আপনি নিজেই টের পাবেন।"

"কীভাবে টের পাব?"

রিতু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "কখনো কোনো পাগলকে সাঁকো নাড়ানোর কথা বলতে হয় না। আমরা বলি না। আপনি বলেছেন। এর দায় দায়িত্ব কিন্তু আর আমার না—আপনার!"

হেড মিস্ট্রেসের এক মুহূর্ত লাগলো কথাটা বুঝতে, যখন বুঝতে পারলেন তখন জোরে জোরে হাসতে শুরু করলেন।

রিতুর হাসার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু হেড মিস্ট্রেসকে দেখে না হেসে পারল না।

www.MurchOna.com

৯. বানরের জন্যে ভালবাসা

মুনিয়া এসে রিতুকে বলল, "চাচি, আমরা চা-বাগানে বেড়াতে যাচ্ছি। বল্টুকে আমাদের সাথে নিয়ে যাই?"

রিতু চমকে উঠে বলল, "কী বললে? বল্টুকে সাথে নিয়ে যাবে?"

www.MurchOna.com

"হ্যাঁ।"

"তুমি এর মানে জানো?"

"জানি, চাচি।"

"উঁহু। তুমি জানো না। বল্টুকে সাথে নিয়ে যাবার অর্থ আগামী কয়েক দিন তোমাদের ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো সবকিছু শেষ। সারাক্ষণ সে কিছু একটা করবে আর তোমাদের বারোটা বেজে যাবে!"

মুনিয়া হি হি করে হাসল, বলল, "না, চাচি, আমাদের একটুও বারোটা বাজবে না। বল্টু সায়েন্টিস্ট মানুষ—সায়েন্টিস্টরা একটু অন্য রকম হয়। আমরা সেটা জানি।"

রিতু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "তোমরা মোটেই জানো না। বল্টু যতক্ষণ না ঘুমিয়ে যায় ততক্ষণ আমি এক সেকেন্ডের জন্য শান্তিতে থাকতে পারি না। সারাক্ষণই ও কিছু না কিছু করছে।"

মুনিয়া বলল, "সেটাও আমরা জানি।"

"আমি ওকে পেটে ধরেছি, আমিই সামলাতে পারি না, তোমরা কেমন করে সামলাবে?"

"আমরা সামলানোর চেষ্টা করব না, ওকে ওর মতো থাকতে দিব। আমাদের নান্টুর সাথে ওর খুব খাতির। দুজন একসঙ্গে থাকলে আমাদের কিছু করতে হবে না। একজন আরেকজনকে ব্যস্ত রাখবে।"

রিতু বলল, "তা ঠিক। নান্টু আর বল্টু দুজন থাকলে অন্যদের একটু রক্ষা হয়।"

মুনিয়া হি হি করে হেসে বলল, "আপনি জানেন চাচি, এ দুজন এখন মুখেও কথা বলে না। আঙুল নেড়ে নেড়ে কীভাবে জানি কথা বলে!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, চাচি। খুব মজা।" মুনিয়া বলল, "তাহলে বল্টু যাবে আমাদের সাথে? আমরা দুদিন থাকব। আব্বুর বন্ধুর একটা চা-বাগান আছে। সেখানে খুব সুন্দর গেস্টহাউস।"

রিতু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, যাক। আমি তাহলে দুদিন শান্তিতে ঘুমাব!"

বল্টু যখন খবর পেল সে নান্টুদের সঙ্গে চা-বাগানে যাবে, তখন তার উত্তেজনার কোনো সীমা থাকল না। তার প্রথম কৌতূহলটা হলো চা নিয়ে। চা-বাগানে কি বিশাল চায়ের কাপে চা বানানো থাকে? চারদিকে ফুলগাছ, আর মানুষজন সেখানে ঘুরে ঘুরে চা খায়? রিতু যখন বলল, না, সেখানে

www.MurchOna.com

চায়ের গাছ থাকে, তখন সে ভারী অবাক হলো। জিজ্ঞেস করল, "গাছ থেকে টি-ব্যাগ ঝুলে থাকে?"

রিতু বলল, "উঁহু, গাছ থেকে টি-ব্যাগ ঝুলে থাকে না। যে গাছের পাতা দিয়ে চা বানানো হয়, সেই গাছগুলোর বাগান হচ্ছে চা-বাগান।"

"গাছগুলো কত বড়? আমগাছের মতো?"

"না, এত বড় না। মানুষের পেট সমান উঁচু।"

"গাছের পাতা কি চায়ের পাতার মতো কালো রঙের?"

"না, সবুজ। যখন চা বানানো হয় তখন সেটার রং হয় কালো।"

"কেমন করে চা বানানো হয়?"

"সেখানে ফ্যাক্টরি থাকে, সেই ফ্যাক্টরিতে চা বানানো হয়।"

"আমরা কি ফ্যাক্টরিতে থাকব?"

রিতু হেসে বলল, "না রে পাগল, না। তোরা ফ্যাক্টরিতে থাকবি না। মানুষজন চা-বাগানে বেড়াতে যায়, তার কারণ বাগানগুলো অনেক জায়গা জুড়ে থাকে—টিলার মতো উঁচু-নিচু, তার মধ্যে সবুজ চায়ের গাছ। শহর থেকে দূরে, নির্জন-নিরালা পরিবেশ, সুন্দর গেস্টহাউস—খুব সুইট পরিবেশ। মানুষ সে জন্যে চা-বাগানে বেড়াতে যায়।"

"নির্জন, নিরালা?" বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "মানুষজন থাকে না?"

"একটু কম থাকে।"

"বাঘ ভালুক থাকে?

ডাকাত থাকে?"

"বাঘ-ভাল্লুক থাকে না। ডাকাতও থাকে না।"

বল্টুকে পরের কয়েক দিন খুব ব্যস্ত দেখা গেল। যদিও আম্মু বলেছে সেখানে বাঘ-ভালুক নেই, ডাকাত নেই, তবু একটু সতর্ক থাকা ভালো। বল্টু তার ব্যাগের ভেতর নানা ধরনের জিনিস দিয়ে বোঝাই করে ফেলল। কিছু দরকারি জিনিস, কিছু তার আবিষ্কার। যেদিন তারা রওনা দেবে, তার আগের রাতে উত্তেজনায় তার চোখে ঘুম আসছিল না। বিছানায় শুয়ে সে রিতুকে বলল, "খুব সকালে আমাকে তুলে দেবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

"দেরি কোরো না কিন্তু, তাহলে নান্টুরা আমাকে রেখে চলে যাবে।"

"না, চলে যাবে না।"

"নান্টু একা একা চা-বাগানে গেলে কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। খুবই ঝামেলা হবে। হারিয়ে যাবে, কেউ তাকে খুঁজেই পাবে না।"

www.MurchOna.com

"তোকে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।"

মানুষকে ঘুম পাড়ানোর একটা যন্ত্র কীভাবে আবিষ্কার করা যায়, সেটার কথা ভাবতে ভাবতে একসময় বল্টু ঘুমিয়ে পড়ল।

এমনিতে বল্টুকে ঘুম থেকে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু পরদিন সে খুব সহজেই উঠে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে কিছু একটা খেয়ে তার ব্যাগ নিয়ে ছুটে গেল নান্টুদের বাসায়। চা-বাগানে যাওয়ার জন্য একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছে। পিছনে জিনিসপত্র তোলা হলো। সামনের সিটে বসেছেন নান্টুর আব্বু। মাঝের সিটে মুনিয়া আর তার আম্মু। পিছনের সিটে নান্টু আর বল্টু। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাইক্রোবাস ছেড়ে দিল। খুব ভোর বলে শহরে গাড়ির ভিড় নেই। দেখতে দেখতে গাড়িটা শহর ছেড়ে বের হয়ে যেতে থাকে।

যখন মাইক্রোবাস চলতে শুরু করেছে, তখন নান্টু আর বল্টু কথা বলতে শুরু করল। অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই সে কথা অন্যরা শুনতে পাচ্ছিল না। হাতের আঙুল নাচিয়ে তারা কথা বলার একটা টেকনিক আবিষ্কার করেছে, সেটা দিয়ে মুখে কোনো কিছু না বলেই তারা একটানা কথা বলে যেতে পারে!

তারা চা-বাগানে পৌঁছাল দুপুরবেলা। গাড়ি থামিয়ে দরজা খোলার আগেই নান্টু-বল্টু লাফিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল। সাদা রঙের ছবির মতো একটা গেস্টহাউস, সামনে খুব সুন্দর ফুলের বাগান। গাড়ি থেকে যখন অন্যরা নামছে, তখন গেস্টহাউস থেকে সাদা পোশাক পরা লোকজন বের হয়ে জিনিসপত্র ভেতরে নিতে থাকে।

নান্টু আর বল্টু গেস্টহাউসের বাইরে দিয়ে হাঁটতে থাকে। পিছনে বড় বড় গাছ। একটা গাছের নিচে ডোরাকাটা একটা ছোট জন্তু শিকল দিয়ে বাঁধা। দুজনই কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। তাদের পায়ের শব্দ শুনে ডোরাকাটা জন্তুটা তাদের দিকে ঘুরে তাকাল, তখন তারা অবাক হয়ে দেখল সেটা একটা ছোট বানরের বাচ্চা। বানর যে বাঘের মতো ডোরাকাটা হতে পারে সেটা বল্টু কোনো দিন চিন্তাও করে নাই।

বল্টু আর নান্টুকে দেখে ছোট বানরটা দুই পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে এল। তাদের একটু ভয় লাগছিল। কিন্তু বানরটা মনে হয় ভালো মেজাজের। তাদের হাতগুলো পরীক্ষা করে দেখে আবার গাছের নিচে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

"বাঘা-বানর কেমন দেখছ?" কথা শুনে দুজন পিছনে তাকাল, গাট্টাগোট্টা একজন মানুষ, হাফপ্যান্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। বড় মানুষ হাফপ্যান্ট পরে থাকলে তাকে বড়মানুষের মতো লাগে না, আবার ছোটদের মতোও লাগে না। মানুষটার গায়ের রং কালো। মাথার সামনে চুল হালকা হয়ে আছে। নাকের নিচে কালো গোঁফ। গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মিশে আছে বলে আলাদা করে দেখা যায় না।

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "বাঘা-বানর?"

"হ্যাঁ। বাঘের মতো ডোরাকাটা তো। সে জন্যে এই বানরের নাম বাঘা-বানর।"

বল্টু বলল, "আসলে এ রকম বানর হয় না।"

"হয় না মানে? এই যে দেখছ না?"

"এটার গায়ে কালো রং দিয়ে আপনি ডোরা এঁকেছেন।"

কালো মানুষটা একেবারে থতমত খেয়ে গেল, বারকয়েক চেষ্টা করে বলল, "কী বলছ তুমি? পত্রিকায় খবর উঠেছে এই বানরের : চা-বাগানে বিরল প্রজাতির বানর।"

"মিথ্যা খবর। বোঝাই যাচ্ছে, একটা বানরকে ধরে গায়ে কালো কালো দাগ এঁকেছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই।"

"কেন, ঠিক হয় নাই কেন?"

"আপনাকে ধরে কেউ যদি আপনার গায়ে কালো কালো দাগ এঁকে দিত, আপনার কি ভালো লাগত?"

কালো মানুষটা বলল, "আ-আমি কি বানর?"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "এখন আপনি মানুষ, আর এটা বানর। একসময় আপনিও বানর ছিলেন।"

"আ-আ-আমি বানর ছিলাম?"

"সবাই বানর ছিল।"

মানুষটা কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। বল্টু হাঁটতে হাঁটতে বলল, "আর, এই বানরটাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছেন কেন?"

"বেঁধে না রাখলে চলে যাবে না?"

"চলে গেলে যাবে। কেউ যদি আপনাকে গলায় শিকল দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে, তাহলে আপনার কেমন লাগবে?

বল্টুর কথা শুনে মানুষটা এত অবাক হলো যে কোনো কথাই বলতে পারল না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হলো খুব ভালো, তবে সেটা নিয়ে নান্টু বা বল্টুর খুব একটা উনিশ-বিশ হলো না। তাদের দুজনেরই খাওয়া নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কোনো কিছু খেয়ে পেটটা একটু ভরতে পারলেই হলো। মুনিয়ার কথা আলাদা। সে ভালো খাবার খুব পছন্দ করে। তাই সে খেল খুব শখ করে।

খাওয়ার পর নান্টুর আব্বু আর আম্মু বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে চা খেতে লাগলেন। মুনিয়া বাইরে গাছের ছায়ায় চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা গল্পের বই নিয়ে বসল। বল্টু আর নান্টু বের হলো চা-বাগান ঘুরে বেড়াতে। নান্টুর আম্মু কিছুতেই তাদের একা যেতে দিলেন না। গেস্টহাউসের কেয়ারটেকার ইদরিস মিয়াকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। ইদরিস মিয়া হচ্ছে কালো গাট্টাগোট্টা মানুষটি, যে বড় মানুষ হয়েও হাফপ্যান্ট পরে থাকে, বানরের গায়ে কালো দাগ দিয়ে যে বাঘা-বানর তৈরি করেছে।

চা-বাগানের ছোট রাস্তা দিয়ে বল্টু আর নান্টু হাঁটতে থাকে, উঁচু-নিচু টিলার মাঝখানে চায়ের গাছগুলো সমান করে কেটে রাখা হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ মখমলের বিছানা। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। সেসব গাছে চারদিক কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে ইদরিস মিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে, "তোমরা কি স্কুলে পড়ো?"

"হ্যাঁ।"

"কোন ক্লাসে পড়ো?"

বল্টু বলল, "আমি পড়ি ক্লাস থ্রিতে। আর নান্টু ক্লাস ওয়ান।"

"ভালো, ভালো, খুব ভালো। লেখাপড়া করা খুব ভালো।"

বল্টু বলল, "আপনি লেখাপড়া করেন নাই?"

"করেছি। আমিও একটু লেখাপড়া করেছি। আমি ম্যাট্রিক পাস, ইন্টার ফেল।"

"ইন্টারে ফেল? আপনি পরীক্ষায় ফেল করেছেন?"

ইদরিস মিয়া দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "ইংরেজিতে আটকে গিয়েছিলাম। মুখস্থ করতে পারি নাই।"

নান্টু কম কথা বলে। এবার সে বলল, "কখনো মুখস্থ করতে হয় না। বুঝে বুঝে পড়তে হয়।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "আপনি বানরটা ধরেছেন কেমন করে?"

"কোন বানর? বাঘা-বানর?"

"হ্যাঁ।"

www.MurchOna.com

"জাল দিয়ে।"

"জাল দিয়ে তো মাছ ধরে।"

ইদরিস মিয়া দাঁত বের করে হাসল। বলল, "জাল দিয়ে বানরও ধরা যায়! টেকনিক জানতে হয়।"

বল্টু একটু রাগ রাগ গলায় বলল, "আপনি কেন বানর ধরেন? বানর ধরা ঠিক না, জঙ্গলের বানর জঙ্গলে থাকতে হয়।"

"বানরের জাতি খুবই পাজি ..."

"মোটেই না। বানর খুবই সুইট।"

হাঁটতে হাঁটতে তারা চা-বাগানের একপাশে চলে এল। নিচে শুকনো একটা খাল। খালের উল্টো পাশে একটু দূরে একটা ভাঙা বাড়ি। দেখে মনে হয় পোড়োবাড়ি। নান্টু জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

ইদরিস মিয়া বলল, "ওইটা কিছু না।"

বল্টু অবাক হয়ে বলল, "ওটা কিছু না মানে? ওই যে দেখছি একটা অনেক ভাঙাচোরা বাসা!"

"ওই তো ... ওইটা কিছু না। সাপখোপ থাকে, ওইখানে কেউ যায় না।"

বল্টু হাতের আঙুল নাচিয়ে নান্টুর সঙ্গে কথা বলল, যার অর্থ হলো "আমাদের ওই বাসাটাতে যেতে হবে।" নান্টু হাতের আঙুল নাচাল, "ঠিক আছে!"

চা-বাগানটা ঘুরে বল্টু আর নান্টু গেস্টহাউসে ফিরে এল। বিকেলে তারা গেল ফ্যাক্টরিটা দেখতে। কোথাও চায়ের পাতা শুকানো হচ্ছে, কোথাও ফারমেন্ট করা হচ্ছে, কোথাও গ্যাসের আগুনে গরম করা হচ্ছে, কোথাও আলাদা করা হচ্ছে—বিশাল ব্যাপার। পুরো ব্যাপারটা দেখে সবার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়।

ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে সবাই চা-নাশতা খেল। এমনিতে বাসায় চা খায় শুধু বড়রা। আজকে ছোট বড় সবাই চা খেলো। চা-বাগানের চায়ে ভারি সুন্দর একটা ঘ্রাণ।

অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পর পুরো চা-বাগান একেবারে অন্য রকম হয়ে গেল। চারদিকে একেবারে সুনসান নীরবতা। শুধু অনেক দূর থেকে মাঝেমধ্যে কোনো বুনো পশুরের ডাক ভেসে আসে। শুনে বুকের মধ্যে কেমন কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সে চাঁদের নরম আলোয় সবকিছু কেমন যেন অন্য রকম দেখায়। সবাই বারান্দায় বসেছিল।

কথা বলছিল আস্তে আস্তে। যেন জোরে কথা বললেই কিছু একটা ভুল হয়ে যাবে।

মুনিয়া ফিসফিস করে বলল, "জোৎস্নায় সবকিছু কেমন সুন্দর দেখায়, দেখেছ?"

বল্টু বলল, "রড আর কোন।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "সেটা আবার কী?"

"আমাদের চোখের রেটিনাতে দুই রকম কোষ থাকে—একটা হচ্ছে রড, আরেকটা হচ্ছে কোন। কম আলোতে কাজ করে রড, আর বেশি আলোতে কাজ করে কোন। কোন দিয়ে রং দেখা যায়, রড দিয়ে দেখা যায় না। এখন তো খুব কম আলো, তাই চোখের রডগুলি কাজ করছে। সে জন্যে আমরা কোনো রং দেখতে পাচ্ছি না।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "তাই নাকি! ইন্টারেস্টিং।"

বল্টু একবার কিছু একটা বোঝাতে শুরু করলে চট করে থেমে যেতে পারে না, তাই বলল, "আমাদের চোখে একটা লেন্স থাকে। আলো সে লেন্সের ভেতর দিয়ে চোখের রেটিনার যে জায়গায় পড়ে সেটার নাম ফোভিয়া।

"ফোভিয়া?" নান্টুর আব্বু জিজ্ঞেস করলেন, "ফোভিয়া মানে তো ভয়! ক্লস্ট্রোফোবিয়া, অ্যাক্রোফোবিয়া ..."

"না, ফোভিয়া না।" বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "শব্দটা হচ্ছে ফোভিয়া। কোনগুলি থাকে ফোভিয়ার ভেতরে, আর রডগুলি থাকে ফোভিয়ার চারদিকে ..."

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"আমি পড়েছি। আর ইচ্ছা করলে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।"

"কীভাবে পরীক্ষা করে দেখব?"

বল্টু বলল, "আকাশে খুব ঝাপসা একটা তারার দিকে সোজাসুজি তাকালে সেটা দেখা যায় না, একটু পাশে তাকালে সেটা দেখা যায়। সোজাসুজি তাকালে আলোটা এসে পড়ে ফোভিয়াতে ..."

নান্টুর আব্বু বললেন, "বল্টু ঠিকই বলেছে। আমরা ছোট থাকতে যখন আকাশের তারার দিকে তাকাতাম, তখন দেখতাম যেদিকে তাকাই সেইটা দেখি না। কিন্তু পাশের তারাটা দেখি!"

আলোচনা আরও এগিয়ে যেত, কিন্তু ঠিক তখন ইদরিস মিয়া জানাল টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। কাজেই সবাই খেতে গেল। চা-বাগানে আসার পর থেকে সবার খিদে বেড়ে গেছে।

www.MurchOna.com

টেবিলে ভুনাখিচুড়ির সঙ্গে মাংস। খাবারের সুন্দর গন্ধে সবার খিদে আরও বেড়ে গেছে বলে মনে হলো। সবাই খুব উৎসাহ নিয়ে খেল। খাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শুতে চলে গেল সবাই। এখানে কোনো টেলিভিশন নেই, তাই টেলিভিশন দেখে কেউ আর সময় নষ্ট করতে পারল না।

বল্টুদের ঘরে দুটো বিছানা। একটা বিছানায় ঘুমাবে মুনিয়া, অন্যটিতে বল্টু আর নান্টু। গেস্টহাউসের লোকজন মশারি টানিয়ে দিয়েছে। চা-বাগানের সবকিছু ভালো, শুধু মশার উৎপাত একটু বেশি। ঘরে মশার ওষুধ স্প্রে করেছে। তারপরও মোটা মোটা মশা কোনদিক দিয়ে যেন চলে আসছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনজন কথা বলতে বলতে একসময় ঘুমিয়ে গেল। প্রথমে নান্টু, তারপর বল্টু, সবার শেষে মুনিয়া।

গভীর রাতে মুনিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। কার যেন কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মুনিয়া তার বিছানায় উঠে বসল। আসলেই কোনো ভুল নেই। স্পষ্ট কান্নার শব্দ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেউ কাঁদছে। খুব কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে শব্দটা আসছে, ঘরের বাইরে, ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্না। মুনিয়া পাশের বিছানায় গিয়ে বল্টুকে ঠেলে তুলল। "বল্টু, এই বল্টু ..."

বল্টুর ঘুম সহজে ভাঙে না, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় ঘুমটা হয় অন্য রকম। তাই চট করে ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "কী হয়েছে, মুনিয়া আপু?"

"কে যেন কাঁদছে।"

"কাঁদছে?"

"হ্যাঁ, শোন।"

বল্টু শোনার চেষ্টা করল, সত্যিই কান্নার শব্দ। কিন্তু এত রাতে কে কাঁদবে!

মুনিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ভূত না তো?"

বল্টু বিজ্ঞানী মানুষ। ভূতের কথা এত সহজে মানতে পারছিল না। তবু এই গভীর রাতে ভূতের কথাটাই প্রথমে মনে এল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, "ভূত বলে কিছু নাই! আসো, জানালা দিয়ে বাইরে দেখি।"

দুজন জানালার কাছে গিয়ে পর্দা টেনে বাইরে তাকাল। গেস্টহাউসের কাছে একটা বড় গাছ। গাছের ডালের সঙ্গে বাঘা-বানরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। বানরের বাচ্চাটি কাঁদছে, ঠিক মানুষের মতো গলায়। দুজন

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কাছাকাছি ডালে একটু হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। তারপর একটা বড় বানর ডাল থেকে নেমে এল। বানরের বাচ্চাটি ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় বানরের কোলে। বড় বানরটি গভীর ভালোবাসা দিয়ে বানরের বাচ্চাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখল।

মুনিয়া ফিসফিস করে বলল, "ছোট বাচ্চাটাকে ধরে রেখেছে তো, তাই তার মা-টা এসেছে।"

বল্টু জীবনের প্রথম তার আম্মুকে ছাড়া একা একা আছে হঠাৎ তার বুকের ভেতরটা কেমন জানি করে উঠল। তার চোখে পানি এসে গেল।

মা-বানরটা তার বাচ্চার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে। ছোট বাচ্চাটা তার ভাষায় কিছু একটা বলছে। বল্টু বলল, "চলো আপু, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিই।"

"এখন? এত রাতে?"

"হ্যাঁ, এখনই ভালো।"

"ইদরিস মিয়ার বানর, সে কী বলবে?"

"যা ইচ্ছে হয় বলুক।"

মুনিয়া বলল, "চলো তাহলে।"

বল্টু বলল, "দাঁড়াও, আমার ব্যাগটা নিয়ে যাই। এইখানে শেকল কাটার ক্লিপার্স আছে!"

বল্টু তার ব্যাগটা নেয়। তারপর দুজন দরজা খুলে খুব সাবধানে বাইরে বের হয়। ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। তাদের পায়ের শব্দ শুনে হঠাৎ ডাক বন্ধ করে দিয়ে একটু পরে আবার ডাকতে থাকে। আবছা অন্ধকারে দুজন গেস্টহাউসের পিছনে গাছের নিচে আসতেই মা-বানরটা তার বাচ্চাকে ছেড়ে গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল। ছোট বাচ্চাটি শেকল থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য টানাটানি করে। আবার কুঁই কুঁই করে ঠিক কান্নার মতো শব্দ করতে থাকে।

বল্টু এগিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কাঁদিস না। আয় তোকে খুলে দিই।"

বানরের বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে! শান্ত হয়ে জুলুজুলু চোখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্টু বানরের বাচ্চার গলায় হাত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করল কী দিয়ে বাঁধা। মনে হচ্ছে, একটা চামড়ার বেল্ট দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বল্টু হাতড়ে হাতড়ে খোলার চেষ্টা করল। পারল না। বানরের বাচ্চাটা দুই হাত দিয়ে বল্টুর হাত ধরে রাখল। একটুও প্রতিবাদ করল না।

www.MurchOna.com

বল্টু ফিসফিস করে বলল, "একটু অপেক্ষা কর। তোর এটা এত শক্ত করে বেঁধেছে যে খোলা যাবে না। এটা কাটতে হবে। আমি একটা ক্লিপার্স বের করি।"

মনে হলো বানরের বাচ্চাটা বল্টুর কথা বুঝল এবং মাথা নেড়ে সায় দিল। বল্টু তার ব্যাগে হাত দিয়ে একটা ছোট টর্চলাইট আর একটা ক্লিপার্স বের করল। টর্চ লাইটটা মুনিয়ার হাতে দিয়ে বলল, "মুনিয়া আপু, তুমি একটু লাইটটা ধরো।"

মুনিয়া টর্চ লাইটটা ধরল। বল্টু ক্লিপার্সটা দিয়ে সাবধানে বেল্টটা ধরে চাপ দিতেই বেল্টটা কেটে দুই ভাগ হয়ে গেল। বানরের বাচ্চাটা ছাড়া পাওয়ার পরও ঠিক বুঝতে পারল না যে সে আসলেই ছাড়া পেয়ে গেছে। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই পায়ে ভর দিয়ে বল্টুর হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বল্টু বানরের বাচ্চাটার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "যা, পিচ্চি বানর, যা। তোর আম্মুর কাছে যা।"

বানরটা তার গলায় হাত দিয়ে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করল। বল্টুকে ঘিরে একবার ঘুরে এল। এমনিতেই ছোট একটা লাফ দিল। তারপর পায়ে পায়ে গাছের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তাকে দেখে মনে হতে থাকে, এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না সে আসলেই ছাড়া পেয়ে গেছে। গাছের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ করে সে দৌড়াতে থাকে। দৌড়াতে দৌড়াতে গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠিক তখন গাছের ওপর থেকে মা-বানরটা নেমে এল। বাচ্চাটা এক লাফে তখন মায়ের কোলে উঠে পড়ল।

বল্টু বলল, "বুঝলি পিচ্চি, মাকে বেশি জ্বালাবি না।"

মুনিয়া বলল, "আর এই যে আম্মু, তুমি তোমার বাচ্চাকে দেখেশুনে রেখো। ঠিক আছে?"

বল্টু আর মুনিয়ার স্পষ্ট মনে হলো মা-বানরটা তার মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু বলল, "যাও এখন, অনেক রাত হয়েছে।"

মা-বানরটা তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এক লাফে একটা ডাল ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুনিয়া বলল, "ফার্স্ট ক্লাস কাজ!"

বল্টু বলল, "চলো, এখন ঘুমাই।"

www.MurchOna.com

১০. চা বাগানে এডভেঞ্চার

ভোরবেলা গেস্টহাউসের পিছনে ছোটখাটো হইচইয়ের শব্দ শুনে বল্টুর ঘুম ভাঙল। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বানরের বাচ্চাটা যেখানে বাঁধা

www.MurchOna.com

ছিল সেখানে খালি শেকলটা হাতে নিয়ে ইদরিস মিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা উত্তেজিত। হাত-পা নেড়ে কথা বলছে। কেউ একজন তার বানরের বাচ্চা চুরি করে নিয়ে গেছে। সে জন্য সে খুব রেগে আছে। চোরকে ধরতে পারলে তার কী অবস্থা করবে সেটা সে বারবার বলে যাচ্ছিল।

বল্টু কোনো কথা না বলে পিছনে সরে এল। বোকা মানুষটা বুঝতেও পারছে না যে কেউ বানরের বাচ্চাটকে চুরি করে নি। সেটাকে ছেড়ে দিয়েছে।

সকালে যখন সবাই মিলে নাশতা করছে তখন নান্টুর আব্বু ইদরিস মিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, ইদরিস মিয়া? সকালে খুব চেঁচামেচি শুনলাম!"

ইদরিস মিয়া বলল, "আর বলবেন না স্যার। আমার বানরের বাচ্চাটা কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "বানরের বাচ্চা কে চুরি করবে? এটা কি সোনাদানা? কোথায় নিয়ে রাখবে?"

ইদরিস মিয়া বলল, "ম্যাডাম, মার্কেটে বানরের অনেক দাম। আমার এটা ছিল যাকে বলে বিরল প্রজাতির বানর।"

বল্টু বলল, "কচু প্রজাতির বানর। আলকাতরা দিয়ে কালো দাগ দিয়ে রেখেছিল পিচ্চি বানরটাকে।"

"মোটেই আলকাতরার দাগ না।"

"তাহলে কলপের দাগ—"

"মোটেও না।"

"বানর কখনো ডোরাকাটা হয় না। বাংলাদেশের প্রাণী নামে আমি একটা বই পড়েছি। সেখানে সব রকমের বানরের ছবি ছিল। কোনো ডোরাকাটা বানর ছিল না সেখানে।"

ইদরিস মিয়া উদাস ভঙ্গি করে বলল, "আল্লাহর দুনিয়ায় কত কিসিমের জানোয়ার আছে, সবগুলির কথা কি বইয়ে লিখেছে?"

নান্টু বলল, "রাতের বেলা কোনো বাঘ-ভাল্লুক এসে বানরের বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলে নি তো!"

ইদরিস মিয়া বলল, "না। গলার বেল্টটা কেটেছে যন্ত্র দিয়ে। অনেক এক্সপার্ট চোর!"

বল্টু আর মুনিয়া একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। কেউ সেটা লক্ষ করল না।

www.MurchOna.com

নাশতা করে সবাই মিলে গেল চা-বাগানের শ্রমিকদের এলাকায়। সেখানে দুটি ছোট বাচ্চার সঙ্গে তাদের খাতির হয়ে গেল। ওরা তাদের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল। তাদের সবচেয়ে পছন্দ হলো একটা মন্দির। ভেতরে মা-কালীর একটা মূর্তি, খুব ভয়ঙ্কর দেখতে। বল্টু আর নান্টু কখনোই এ রকম মূর্তি দেখে নি। তারা খুব অবাক হয়ে দেখল।

দুপুরে খাওয়ার পর নান্টুর আব্বু-আম্মু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু বিছানায় গড়িয়ে নিলেন। ঠিক এই সময় বল্টু নান্টুকে বলল, "চলো।"

নান্টু তার আঙুল নাচাল। তার মানে "কোথায়?"

"মনে নাই? আমাদের ভাঙা বাড়িটা দেখতে যেতে হবে? ইদরিস মিয়া যেখানে আমাদের নিতে চায় নি।"

নান্টু মাথা নাড়ল। বলল, "চলো।"

বল্টু ফিসফিস করে বলল, "চাচা-চাচি যেন টের না পায়। তাহলে কিন্তু একা যেতে দেবে না। সঙ্গে ইদরিস মিয়াকে দিয়ে দেবে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু বলল, "দাঁড়া, আমার ব্যাগটা নিয়ে নিই।"

নান্টু আবার তার আঙুল নাচাল, যার অর্থ "তোমার ব্যাগের ভেতর কী আছে?"

বল্টু বলল, "অনেক যন্ত্রপাতি। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র।"

নান্টু আর বল্টু চুপি চুপি গেস্টহাউস থেকে বের হয়ে মাত্র রাস্তায় পা দিয়েছে, তখনই পিছন থেকে মুনিয়ার গলার আওয়াজ শুনতে পেল। "ওই নাট-বল্টু, তোমরা কোথায় যাচ্ছ একা একা?"

দুজনই দাঁড়িয়ে গেল। বলল, "ওই তো, ওদিকে।"

"ওদিকে মানে কোনদিকে?"

বল্টু হাত নেড়ে বলল, "ওই তো ওদিকে।"

মুনিয়া একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "এদিক-ওদিক করছ কেন? ঠিক করে বলো।"

এবারে নান্টু বলল, "মানে, আমরা যাচ্ছি মানে, এই তো মানে—"

মুনিয়া রেগে বলল, "দেখ নান্টু, ঠিক করে কথা বল। তা না হলে তোকে ওই গাছের সাথে লটকে রেখে দেব।"

বল্টু বুঝতে পারল, এখন যদি ঠিক করে না বলে তাহলে তারা বিপদে পড়ে যাবে। তাই সত্যি কথাই বলে দিল, "আমরা একটা ভাঙা পোড়োবাড়ি দেখতে যাচ্ছি।"

www.MurchOna.com

"কী আছে ওই পোড়োবাড়িতে?"

"জানি না। মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং হবে?"

"কেন?"

"আমরা যখন যেতে চাইছিলাম তখন ইদরিস মিয়া আমাদের যেতে দিতে চায় নাই!"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। এ জন্যে এখন যাচ্ছি।"

মুনিয়া বলল, "আম্মু আর আব্বু শুনলে কিছুতেই যেতে দেবে না।"

"চাচা-চাচিকে সে জন্যেই তো কিছু বলি নাই।"

"আমি কিন্তু বলে দেব।"

"তুমি আমাদের সাথে চলো।"

মুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "ঠিক আছে। তাহলে চল, আমিও দেখে আসি জায়গাটা।"

নান্টু বলল, "তাহলে তুমি আব্বু-আম্মুকে বলে দেবে না তো?"

"ঠিক আছে বলব না।"

তখন তিনজন আবার রওনা দিল। চা-বাগানের পাশ দিয়ে একটা ছোট রাস্তা। দুটো টিলার মাঝখান দিয়ে সেই রাস্তা ধরে চলে গেলে একটা শুকনো খাল। সেই শুকনো খালের উল্টোদিকে ভাঙা পোড়োবাড়ি।

তিনজন কথা বলতে বলতে ছোট রাস্তাটা ধরে হাঁটতে থাকে, দুপাশে সুন্দর চা-বাগান, তার মাঝখানে বড় বড় ছায়াগাছ। গাছে পাখি কিচিরমিচির করছে। শুনে মনে হয় ওরা বুঝি কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত।

বেশ খানিকক্ষণ হেঁটে তারা একটা শুকনো খাল পেল ঠিকই, কিন্তু মনে হলো এটা অন্য একটা শুকনো খাল। সেই খাল ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটা জঙ্গলের মতো জায়গায় চলে এল। নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে। তাই তারা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে যেতে শুরু করল। বেশ খানিকক্ষণ হেঁটেও তারা এবারে আর আগের শুকনো খালটা খুঁজে পেল না। আবার আগের রাস্তায় গিয়ে অন্য একটা জায়গায় হাজির হলো। সেখান থেকে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে গিয়ে নতুন একটা জঙ্গলে হাজির হলো। তখন তারা বুঝতে পারল, তারা হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে নাই। তারা হারিয়ে গেছে বোঝার পর নান্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "এখন যদি বাঘ-ভালুক আমাদের খেয়ে ফেলে?"

মুনিয়া বলল, "ধুর গাধা। এখানে কোনো বাঘ-ভালুক নাই।"

"যদি ভূত আসে?"

"দিনের বেলা ভূত আসবে কেন?"

"একটু পরেই তো রাত হবে।"

"তার আগেই আমরা রাস্তা পেয়ে যাব।"

"যদি না পাই? যদি সারা জীবন আমাদের এখানে থাকতে হয় টারজানের মতো?"

মুনিয়া বলল, "বোকার মতো কথা বলিস না গাধা।"

বল্টু বলল, "আমার ব্যাগে কম্পাস আছে, বাইনোকুলার আছে। পেট্রল আছে, ম্যাচ আছে। দরকার হলে একটা বড় আগুন জ্বালাব। তখন কোনো বাঘ-ভালুক আমাদের কাছে আসবে না। আর আগুন দেখে মানুষেরা আমাদের কাছে চলে আসবে।"

বল্টুর কথা শুনে নান্টু একটু শান্ত হলো। বল্টু বলল, "এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। আমরা একটু হাঁটি।"

"হ্যাঁ, চলো।" মুনিয়া বলল, "এই জায়গাটাকে সেন্টার করে একেকবার একেকদিকে হাঁটি।"

বল্টু তার ব্যাগ থেকে কম্পাসটা বের করে বলল, "প্রথমে হাঁটি উত্তর দিকে।"

"ঠিক আছে।"

তারা তিনজন মাত্র কিছুদূর গেছে, ঠিক তখনই গাছের ওপর এক ধরনের হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। ওপরে তাকিয়ে দেখল গায়ে দাগ দেওয়া সেই বানরের বাচ্চাটা। গাছের ডালে ঝুলে ঝুলে সেটা একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে লাফাচ্ছে। বল্টু বলল, "আরে! আমাদের পিচ্চি বানর।"

নান্টু বলল, "এটা নাকি চুরি হয়ে গিয়েছিল?"

বল্টু বা মুনিয়া নান্টুর কাছে আসল ব্যাপারটা আর বলল না। ছোট মানুষ। কথাটা পেটে রাখতে না পারলে বিপদ হয়ে যাবে। বল্টু বলল, "চুরি হয় নাই মনে হচ্ছে! পালিয়ে গেছে।"

বানরের বাচ্চাটা মুখে নানা রকম শব্দ করে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাতে লাগল। কোনো একটা কারণে বানরের বাচ্চাটা খুব উত্তেজিত। বল্টু বানরের বাচ্চাটাকে ডাকল। বলল, "এই যে পিচ্চি! আসো এদিকে। কী হয়েছে তোমার? এত লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছ কেন?"

www.MurchOna.com

বানরের বাচ্চাটা তখন এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফ দিয়ে বেশ সামনে চলে গিয়ে সেখানে হুটোপুটি করতে লাগল। বল্টু বলল, "আমার মনে হয় এই পিচ্চি বানর আমাদের কোনো একটা জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে।"

মুনিয়া বলল, "তোমার তা-ই মনে হয়?"

"হ্যাঁ। দেখো না সামনে এসে লাফাচ্ছে।"

"চলো তাহলে যাই।"

দেখা গেল বল্টুর ধারণা সত্যি। তারা হাঁটতে শুরু করলে বানরের বাচ্চাটাও এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে থাকে। হাত-পা ছুড়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে। বানরের বাচ্চার পিছু পিছু যেতে যেতে হঠাৎ করে তারা তাদের শুকনো খাল আর খালের পাশে সাদা পোড়োবাড়িটা পেয়ে যায়। কাছাকাছি একটা গাছে বসে বানরের বাচ্চাটা নানা ধরনের শব্দ করতে থাকে।

বল্টু বলল, "বানরের বাচ্চাটা আমাদের ওই ভাঙা বাসাটায় যেতে বলছে।"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ। আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।"

নান্টু বলল, "এই বাসাটায় বাঘ-ভালুক বা ভূত নাই তো?"

বল্টু বলল, "চা-বাগানে বাঘ-ভালুক থাকে না। আর ভূত বলে কিছু নাই।"

অন্য সময় হলে নান্টু এটা নিয়ে একটু তর্ক করত। কিন্তু এখন সে কিছু বলল না।

বল্টু বলল, "চলো যাই।"

মুনিয়া বলল, "চলো।"

তিনজনে শুকনো খালটা পার হয়ে সাবধানে ভাঙা বাসাটার দিকে যেতে থাকে। কাছাকাছি জঙ্গলের মতো অনেক গাছগাছালি। সেগুলোর ভেতর দিয়ে তারা কাছাকাছি হাজির হলো। একসময় বাসাটার চারপাশে দেয়াল ছিল। এখন ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা দেয়ালের ভেতর দিয়ে তারা ঘরের সীমানার ভেতর ঢুকে গেল। বাসাটা ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে আছে, নানা রকম গাছপালা আর জঞ্জাল। ইদরিস মিয়ার কথা সত্যি হতেও পারে। জায়গাটা আসলেই হয়তো সাপখোপে ভরা। বানরের বাচ্চাটাকে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। বাচ্চাটা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু কারণটা কী?

www.MurchOna.com

তিনজন সাবধানে আরেকটু এগিয়ে গেল। ঢিবির মতো একটা জায়গায় কিছু শুকনো ডালপালার কাছাকাছি পৌঁছাতেই তারা হঠাৎ বিশাল একটা হুটোপুটির শব্দ শুনতে পেল। ভয় পেয়ে চমকে উঠে পিছনে সরে এল তিনজনেই। কোথা থেকে শব্দটা আসছে দেখার জন্য তারা ভালো করে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখল, ঢিবির মতো জায়গাটা আসলে একটা বড় খাঁচা। শুকনো ডালপালা দিয়ে খাঁচাটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছে কেউ। খাঁচাটার ভেতর অনেকগুলো ছোট-বড় বানর গাদাগাদি করে ভরে রাখা। বানরগুলো এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। ওদের তিনজনকে দেখে হুটোপুটি শুরু করেছে। খাঁচার শিকগুলো ধরে তাদের দিকে জুলুজুলু করে তাকিয়ে কাতর এক ধরনের শব্দ করছে।

বল্টু বলল, "কতগুলো বানর, দেখেছ?"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ। খাঁচার ভেতর আটকে রেখেছে।"

নান্টু বলল, "কেন?"

মুনিয়া বলল, "শুনিসনি, বানর অনেক দামে বিক্রি হয়!"

"বানর ধরে বিক্রি করে?"

"হ্যাঁ।"

"কে?"

বল্টু বলল, "নিশ্চয়ই ইদরিস মিয়া।"

মুনিয়া বলল, "কত বড় বদমাইশ!"

বানরগুলো আবার লাফ-ঝাপ দিয়ে চেঁচামেচি করতে থাকে। তাদের কথা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু মনে হয় তারা যেন বলছে, "প্লিজ! প্লিজ, আমাদের বের করে দাও।"

বল্টু কিছুক্ষণ বানরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এই বানরগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে।"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

তারা তিনজন আবার খাঁচাটার কাছে এগিয়ে যায়। একপাশে খাঁচার দরজা। সেখানে বিশাল একটা তালা ঝুলছে। মুনিয়া বলল, "এত বড় তালা কেমন করে খুলব?"

বল্টু কিছুক্ষণ তালাটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তালাটা তো খোলা যাবে না, কিন্তু আংটাটা কেটে ফেলতে পারি।"

"কেমন করে কাটবে?"

"আমার কাছে হ্যাক-স, আছে।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাক-স কী?"

www.MurchOna.com

বল্টু বলল, "লোহা কাটার করাত।"

বল্টু ব্যাগটা নিচে রেখে সেখান থেকে হ্যাক-স বের করে আংটাটা কাটতে শুরু করল।

কাজটা যত সহজ মনে হচ্ছিল, আসলে মোটেও তত সহজ নয়। আংটাটা শক্ত করে ধরে রাখাই খুব কঠিন। তার মধ্যেও যতটা সম্ভব ধরে রেখে তারা করাত চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আংটাটা কাটা শেষ হয়। বল্টুর ব্যাগ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে সেটা দিয়ে চাপ দিতেই আংটাটা একটু আলগা হয়ে গেল। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে তালাটা বের করে এনে তারা মাত্র দরজাটা খুলেছে, ঠিক তখন একটা হুঙ্কার শুনতে পেল, "কে রে এইখানে?"

তিনজন ভয়ানক চমকে ওঠে। পিছনে তাকিয়ে দেখে, ইদরিস মিয়া আর তার পিছনে মোটামতো আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটার হাতে একটা লম্বা দা। এই রকম দাকে মনে হয় কিরিচ বলে।

ইদরিস মিয়ার চোখ লাল। মুখটা কেমন যেন বাঁকা হয়ে আছে। দেখে ভয় লাগে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, "সোনার চান, পিতলা ঘুঘু। তোমরা এইখানে কী করো?"

মুনিয়া কথা বলার চেষ্টা করল। বলল, "না, মানে ইয়ে—দেখলাম অনেকগুলো বানর ..."

ইদরিস মিয়া ধমক দিয়ে বলল, "অনেকগুলো বানর দেখার জন্যে তোমাদের এইখানে আসতে কে বলেছে?"

"না, কেউ বলে নাই। এদিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম ..."

ইদরিস মিয়া খেঁকিয়ে উঠে বলল, "আমার সাথে রংবাজি করো? আমি কিছু বুঝি না?"

নান্টু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আপু, আমার ভয় করছে।"

ইদরিস মিয়া বলল, "অনেকক্ষণ পর একটা সত্যি কথা বলেছে একজন। ভয় করছে। ভয়ই করার কথা। তোমাদের জায়গায় আমি থাকলে ভয়ে আমার পেটের ভাত চাউল হয়ে যেত।"

মুনিয়া বলল, "কেন?"

"এখনো বুঝো নাই, কেন?" ইদরিস মিয়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, "বান্দরের জন্যে তোমাদের অনেক পিরিতি তো? তাহলে সেইটাই করা যাক। তোমাদের তিনজনকে আমি এখন এই বান্দরের খাঁচায় ঢুকাব। বান্দর

www.MurchOna.com

তো কাছে থেকে দেখো নাই। কাল সকালের মধ্যে তোমাদের কারও শরীরে ছাল-চামড়া থাকবে না।"

মুনিয়া ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন আমাদের বানরের খাঁচায় ঢুকাবেন?"

"তার কারণ, এইটাই তোমাদের জায়গা। বুঝেছ?"

ইদরিস মিয়া কেমন যেন হিংস্র মুখে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। বল্টু তার ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বেলুন বের করে আনে। সেটা হাতে নিয়ে বলল, "আপনি আমাদের কাছে আসবেন না। আসলে ভালো হবে না কিন্তু।"

"কেন?"

"আমার হাতে এটা কিন্তু বোমা। কাছে আসলে কিন্তু ফাটিয়ে দেব।"

ইদরিস মিয়া হঠাৎ গলা ফাটিয়ে হাসতে শুরু করে। সঙ্গের লোকটাকে দেখিয়ে বলল, "এই দেখ! বোমা! বোমা দেখেছিস?" ইদরিস মিয়া আবার হায়েনার মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে হাসতে বলল, "সোনার চান! এইটা কী বোমা? অ্যাটম বোমা নাকি? আমার কাছেতো মনে হচ্ছে এইটা একটা বেলুন!"

বল্টু বলল, "এটা বোমা।"

"ঠিক আছে, দেখি তোমার বোমাটা" বলে একরকম ছোঁ মেরে সে বল্টুর হাত থেকে বোমাটা নিয়ে নিল। বলল, "ঠিক আছে, তোমার বোমাটা আমি ফাটাই, দেখি কী হয়!"

ইদরিস মিয়া বেলুনটাকে দুই হাতে চেপে ধরতেই সেটা সশব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গে মানুষটি নিজেদের চোখ চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল।

মুনিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"বেলুনের ভেতর মরিচের গুঁড়া ভরে রেখেছিলাম। বেলুনটা ফেটে চোখে মরিচের গুঁড়া ঢুকে গেছে।"

মানুষগুলো নিজেদের চোখ চেপে ধরে ছটফট করছে। মুখে অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে কাছে এসে তাদের ধরার চেষ্টা করল। ততক্ষণে তারা টান দিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে। ইদরিস মিয়া চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। এর মধ্যেই হাত-পা ছুড়ে সে তাদের ধরার চেষ্টা করতে থাকল। নান্টু আর মুনিয়া সময়মতো সরে গেল। কিন্তু পিঠে বিশাল ব্যাগ থাকায় বল্টু সময়মতো সরতে পারল না, ইদরিস মিয়া তাকে ধরে ফেলল। ইদরিস মিয়া

www.MurchOna.com

চোখে কিছু দেখছে না। এই অবস্থাতেই সে বল্টুকে নিচে ফেলে কিল-ঘুসি মারার চেষ্টা করে।

ঠিক তখনই একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। কাছাকাছি একটা গাছের ওপর থেকে গায়ে ডোরাকাটা বানরের বাচ্চাটা ইদরিস মিয়ার মুখের ওপর লাফিয়ে পড়ে তার কানটা কামড়ে ধরল। ইদরিস মিয়া চিৎকার করে বানরটাকে সরাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। খাঁচার ভেতর থেকে হুড়মুড় করে একটার পর একটা বানর বের হয়ে ইদরিস মিয়া আর অন্য মানুষটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। তাদের নিচে ফেলে আঁচড়ে-কামড়ে যা একটা অবস্থা করতে শুরু করল তা আর বলার নয়। মুনিয়া কোনোমতে বল্টুকে টেনে তুলে বলল, "পালা এখান থেকে।"

পিছনে বানরের একটা দলের চিৎকার-চেঁচামেচি-হইচই, ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গের অন্য মানুষটার বিকট আর্তনাদ শুনতে শুনতে তারা ছুটে পালাতে লাগল। কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ দেখল, কয়েকজন চা-শ্রমিক গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। গেস্টহাউসের কথা বলতেই তারা মুনিয়া, বল্টু আর নান্টুকে গেস্ট হাউজে পৌঁছে দিল। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে।

নান্টুর আব্বু-আম্মুকে বিষয়টা বোঝানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ লাঠিসোটা ও টর্চলাইট নিয়ে খালের পাড়ে সাদা বাড়ির দিকে রওনা দিল। ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গীরা বানরের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ততক্ষণে অবশ্য নিজেরাই হাতড়ে হাতড়ে ফিরে আসার চেষ্টা করছে। মরিচের গুঁড়ার কারণে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। বানরের আঁচড়ে-কামড়ে সারা দেহ রক্তাক্ত। জামা-কাপড় ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। ইদরিস মিয়ার কানের লতির খানিকটা অংশ বানরেরা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার ওপর ওদের রাগ মনে হয় সবচেয়ে বেশি!

খবর পেয়ে চা-বাগানের ম্যানেজার ছুটে এলেন। দৌড়াদৌড়ি করে ইদরিস মিয়া আর তার সঙ্গীকে হাসপাতালে পাঠালেন।

www.MurchOna.com

১১. শেষ কথা

পরদিন ভোরে বাসায় ফিরে যাওয়ার জন্য যখন মাইক্রোবোসে জিনিসপত্র তোলা হচ্ছে, তখন হঠাৎ গাছের ডালে একটু হুটোপুটির শব্দ শুনে বল্টু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখে, বানরের বাচ্চাটা একটা ছোট ডাল ধরে ঝুল খেয়ে মুখে বিচিত্র শব্দ করছে।

বল্টু বলল, "দেখো,দেখো, পিচ্চি বানরটা এসেছে।"

মুনিয়া বলল, "আমরা চলে যাচ্ছি তো, তাই আমাদের গুডবাই বলতে এসেছে।"

বল্টু একটু এগিয়ে গিয়ে বানরের বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব সাবধানে থাকবি কিন্তু। কেউ যেন আর তোকে ধরতে না পারে। ধরতে পারলে কিন্তু তোর খবর আছে!"

বানরের বাচ্চাটা কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ গাছ থেকে নেমে বল্টুর কাছে সাবধানে এগিয়ে এল। তার পা ধরে দাঁড়িয়ে বল্টুর দিকে তাকাল। বল্টু সাবধানে বানরের বাচ্চাটা কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা কিন্তু চলে যাচ্ছি। তোকে যদি ধরে, আমরা কিন্তু আর তোকে বাঁচাতে পারব না। কাজেই সাবধান!"

বানরের বাচ্চাটা হাত নেড়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "ভালো থাকিস। দুষ্টুমি করবি না। যদি তোদের স্কুল থাকে, স্কুলে যাবি। লেখাপড়া করবি। ঠিক আছে?"

বানরের বাচ্চাটা কোল থেকে নেমে আবার গাছে উঠে ডাল ধরে ঝাঁকাতে থাকল। তখন সবাই অবাক হয়ে দেখল, আশপাশের গাছগুলোতে অসংখ্য বানর নিঃশব্দে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুনিয়া বলল, "দেখেছ, বানরগুলো আমাদের গুডবাই বলতে এসেছে!"

নান্টু বলল, "আমরা ওদের ছেড়ে দিয়েছিলাম, সে জন্যে! তাই না, আপু?"

মুনিয়া বলল, "হ্যাঁ।"

www.MurchOna.com

তাদের মাইক্রোবাসটা যখন চা-বাগানের কাঁচা রাস্তা দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে শুরু করল, তখন বানরগুলোও কাছাকাছি গাছের সারির ভেতর দিয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। সবার আগে বানরের বাচ্চাটি। যখন তারা বড় রাস্তায় উঠে গেল, তখন বানরগুলো থামল।

মাইক্রোবাসটা যখন চলে যাচ্ছে তখন তারা পিছন ফিরে দেখল, বানরগুলো একটা গাছে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

মুনিয়া বলল, "আহা! দেখেছ, বানরগুলো কত সুইট!"

নান্টু বলল, "আসলে আমার বানর হয়েই জন্ম নেওয়া উচিত ছিল।"

কেউ লক্ষ করল না, বল্টু খুব সাবধানে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিল। তার চোখে কেন পানি এসেছে, কে জানে!

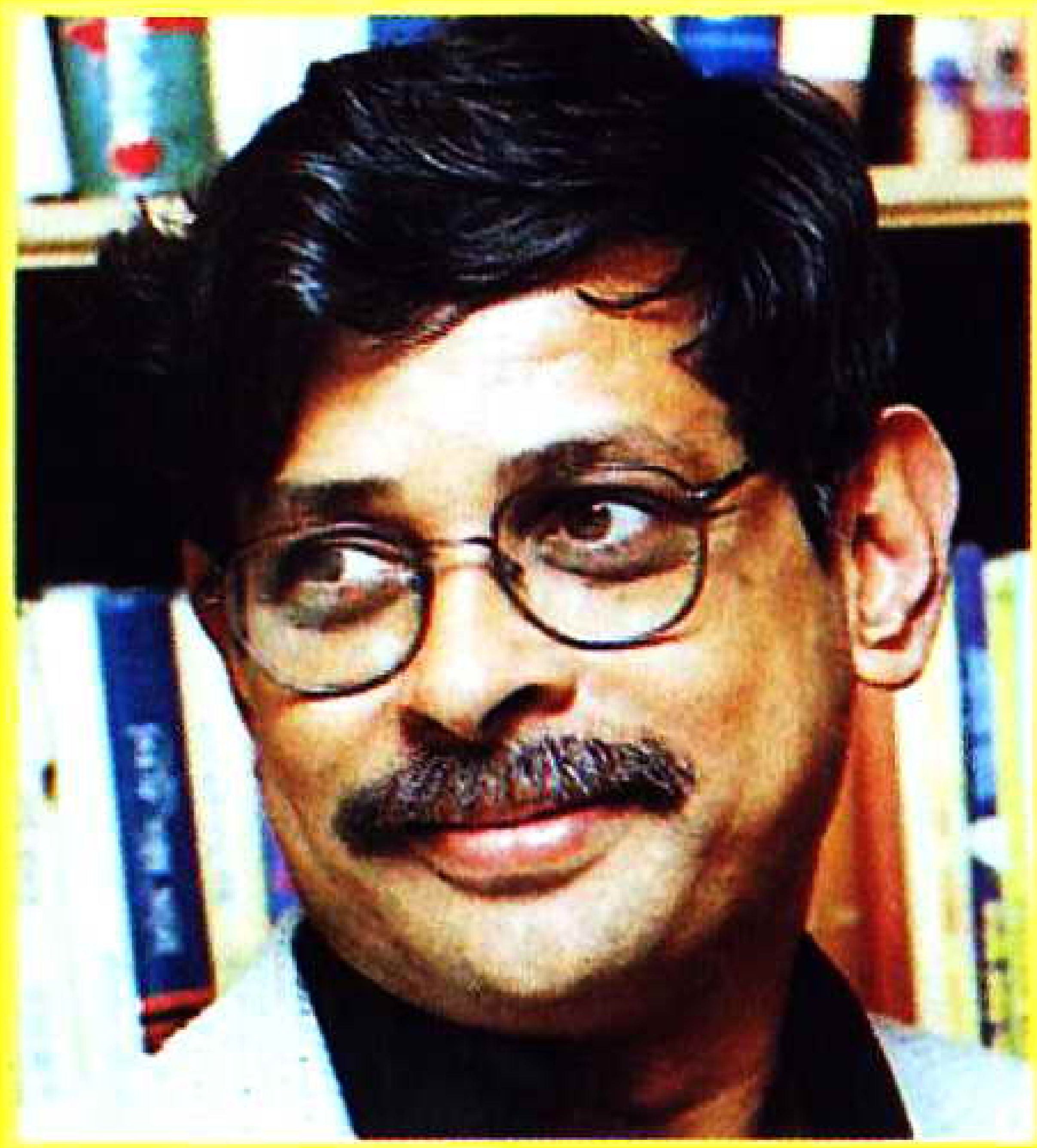

জন্ম : ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫২, সিলেট। বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র, পিএইচডি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং বেল কমিউনিকেশান্স রিসার্চে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে সুদীর্ঘ আঠার বছর পর দেশে ফিরে এসে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে।

তাঁর স্ত্রী ড. ইয়াসমীন হক, পুত্র নাবিল এবং কন্যা ইয়েশিম।

পাঠকনন্দিত এই লেখক ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন।

www.murchona.com

Nut Boltu by Md. Jafar Iqbal

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com